নগদ মূল্য ৶০ THE BUSINESSMAN. বার্ষিক ২।০



Edited by S. P. Chatterjee.
Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। | New Series. January 1924. | নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী ১৯২৪। | Vol. XV No 1. |

---

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

# ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

**প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৸০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।**

## আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * *
is repleted with useful articles on art and Industry.

*Indian Empire.*

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture. *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

*Telegraph.*

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

*Gardeners Magazine.*

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * * "কাজের লোক"
"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * শিক্ষানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকে’র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা। Registered No.

# THE BUSINESSMAN.

**An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.**

# কাজের লোক।

**কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক**

**সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।**

**Edited by S. P. CHATTERJEE**

১৮শ বর্ষ। ১ম সংখ্যা। | New Series JANUARY, 1924 | নব পর্য্যায়। জানুয়ারি, সন ১৯২৪। | Vol XVIII. No. 1.

আরবী ভাষায় একটা প্রবাদ আছে "তোমার নিজের সঙ্গে যুদ্ধই বড় যুদ্ধ, আর তাতে জয়লাভ করাই আসল লাভ। বাহিরের শত্রু বিনাশ কর্ত্তে এত আয়োজন কিন্তু ঘরের শত্রুর কচ্ছ কি? আত্মসংযম কর, দুর্দ্ধর্ষ বাসনাকে যুদ্ধে পরাস্ত কর—তবেতো সুখী হবে। "The best fighting is against yourself"

এই জগতটা যেন একটা মড়া, আর যাহারা এই জাগতিক সুখের জন্য ব্যস্ত—তারা কুকুর—একটুকরোর জন্যে কামড়া কামড়ী করে মরছে। "The world is a corpse and those who seek it are dogs"

Arabic Proverbes.

আরববাসীদের আর একটী প্রবাদ আছে "when crow is your guide, he will take you to the corpses of dogs" কাক যখন তোমার পথ প্রদর্শক, তখন সে কখনও ভাল যায়গায় নিয়ে যেতে পারে না, ঠিক একেবারে নিয়ে যাবে মরা কুকুরের ভাগাড়ে। কারণ সে যে তাই ভালবাসে। নীচ সহবাসে নীচদিকেই যেতে হয়।

ভাল করে কাজের আরম্ভ ভাল, কিন্তু ভাল করে কাজ শেষ করা তা চেয়েও ভাল। "It is better to begen well better to end well" সুতরাং অসম্পূর্ণ কর্ম্মের ফলের বা কর্ম্মীর যোগ্যতা বা উপযোগিতা কর্ম্মের শেষ দেখে। কেমন করে কাজটার শেষ রক্ষা হয়েছে সেইটুকু দেখে বিচার। আমাদের দেশে অনেকে প্রায় সকল কাজের আরম্ভটা বেশ ঘটা সহিত আরম্ভ করেন বটে কিন্তু যেমন আড়ম্বর, তেমন শেষ রক্ষে কর্ত্তে পারেন না এর কারণ প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত ঐকান্তিকতা রাখতে পারেন না—তাই শে খারাপ হয়ে যায়। শেষ ভালই ভাল।

শ্রম বিমুখ লোকে গৌরবান্বিত হতে পারে না—বড় হলে বড় খাটতে হয়—দু ফেননিভ শয্যায় শুয়ে বড় হবার আশা কর নিতান্তই হাস্যাস্পদ ব্যাপার—জগতের গৌরবান্বিত ব্যক্তিদের জীবনের ইতিহাস পাঠকল্লে দেখা যায়, কি কঠোর পরিশ্রমই না তারা করেছেন। সেই কঠোর পরিশ্রম কঠোর সাধনায় সিদ্ধ পুরুষের শিরে লোকে

তোমায় গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিয়ে নত শিরে তার চরণ স্পর্শ কর্ত্তে বাধ্য হয়। যদি বড় হবে এ উচ্চাশা হয়ে থাকে—শ্রমশীল হও আত্মবিস্মৃত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে সাধনায় লেগে যাও, তুমি সিদ্ধ হয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান নিশ্চয়ই অধিকার কর্ত্তে পারবে।

---

যে দেশে শিল্পের আদর, সেই পাশ্চাত্য দেশের একটা পণ্ডিত বলেছেন, "Industry is parent of fortune" শিল্পই সৌভাগ্যের জনক জননী, যে দেশে শিল্পের অভাব, সে দেশ দীন দরিদ্র হবেই! যে দেশের পনের আনা উনিস গণ্ডা লোক বিলাসিতায় মসগুল হয়ে দিন কাটাতে চায়, সে দেশের অন্নকষ্ট অভাব ঘুচ্‌তে পারে কে? কাজেই হাহাকার—দুটী অন্নের জন্য এ আর ঘুচবে না।

---

উত্তম স্ত্রী আর উত্তম স্বাস্থ্য এইদুটী সমস্ত সুখের আকর। মুখরা, কর্কশ ভাষিণী স্ত্রী আর ভগ্নস্বাস্থ্য যার, অতুল ঐশ্বর্য্য থাকলেও সে শান্তিতে থাকতেই পারে না সুতরাং স্বাস্থ্য এবং স্ত্রীকে সযত্নে রাখ্‌তে শিখ্‌বে, কারণ এ দুটিই বড় ঐশ্বর্য্য।

---

"Use moment wisely then will not hours reproach thee" মুহূর্ত্ত মাত্র সময়কেও অপব্যয় না করে যদি তার সদ্ব্যবহার কর্ত্তে পার, তবে ঘণ্টার তিরস্কার তোমাকে সহ্য কর্ত্তে হবে না। এক সেকেণ্ট সময় যদি অপব্যয় হয়ে যেতে থাকে, এক ঘণ্টা পরে কত সুবিধা সুযোগই হারিয়ে ফেলে হায় হায় করে মনোস্তাপ কর্ত্তে হয়, সেই হলো সময়ের তিরস্কার। প্রকৃত কাজের লোকে এই তিরস্কার সহ্য কর্ত্তে চায় না—তারা সময়ের সদ্ব্যবহার জানে—সমস্ত সুযোগই তাঁরা ধর্ত্তে পাবে।

---

"The greatest talkers are always the least doers." তা ঠিক। যত দেখ্‌বে বড় বড় বাক্যবাগীস, তারা তত অকর্ম্মী। যারা প্রকৃত কর্ম্মী, তারা বাক্যবাগিশতা দেখাবার সময় পায় না, তারা নীরবে কাজ করে; এমন লোক এদেশটায় কম হয়ে গেছে। বাক্য বাগিশেই দেশটি পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে।

---

চীনেরা বলে শুদ্ধ কাগজ আর কলমেই মানুষকে মেরে ফেল্‌তে পারা যায়—তলোয়ারের আবশ্যক হয় না। ইংরেজরাও বলে "Pen is mighter than Sword." চীনের প্রবাদ—Paper and pen may take a man's life without the use of the sword." এজন্য এদেশের রাজপুরুষগণ লেখনী প্রসূত সংবাদ পত্রাদির উপর এত কঠোর যেহেতুক কলম তরবারি অপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

---

যেখানেই যাও, সেখানেই কাকগুলোই যেমন কাল—এক রকম প্রকৃতির, আর যেখানেই যাও দেখবে সাদা মানুষগুলিও সকল যায়গাতেই একরকম স্বভাবের।

---

# প্রদর্শনী এবং তাহাতে দেশের ইষ্টানিষ্ট।

একস্থিবিসনে নানান দেশের নানান মস্তিষ্কজাত শিল্প সম্ভারের একত্র সমাবেশ হয়। তাহাতে দেখিবার এবং শিখিবার অনেক থাকে, যদি দর্শকগণ সেই সকল দ্রব্য দেখিবার এবং তাহা হইতে কিছু শিখিবার একটা বাস্তব আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেস্থানে গমন করে। কিন্তু এদেশের লোকে সে আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন, এমন দেখা যায় না—এদেশের প্রদর্শনীর সঙ্গে বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদের উপকরণ সংযোগ করিয়া না দিলে প্রদর্শনীতে দর্শক জমে না। কিছু মজা চাই—এই মজা না থাকিলে প্রদর্শনীতে লোক সমাগমও হয় না—এবং লোকেও মজা দেখিয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রদর্শিত শিল্প সম্ভারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপেরও সময় কুলায় না তাহার উপর এদেশের নরনারীর শিল্প ব্যবসায়ের দিকে আস্থাও কম।

প্রদর্শনীতে শিল্প সম্ভারের সহিত সাধারণ দর্শকগণের জন্য আমোদ প্রমোদের আয়োজন সকল দেশেই আছে, নচেৎ প্রদর্শনীর ব্যয় চালাইবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, সেটা আসে কোথা হইতে? কিন্তু ইহাও স্থির যে, এইরূপ আমোদ কৌতুকের জন্য প্রদর্শনীর যেটুকু প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ নানাপ্রকার কারিকরের নানা প্রকার দ্রব্য দেখিয়া শিল্পে যে আসক্তি জাগাইবার চেষ্টা, সেটার অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়া যায়—ঐ আমোদ প্রমোদের ঘটায় এবং আয়োজনে। কারণ সকলেরই মন নানাদিকে চলিয়া যায়। শিল্প কৌশল দেখিবার

সময়ও থাকে না। সুতরাং সেরূপ জিনিস প্রদর্শনীতে দেখাইয়া দেশের কোন বিশেষঃ ইষ্ট সাধিত হয় না। এদেশের প্রদর্শনী দেখা আমোদ আহ্লাদের জন্য মাত্র।

অনেকে বলেন যে, প্রদর্শনীতে জিনিস দেখাইয়া বিজ্ঞাপন বা প্রচারের সাহায্য হয়। সেটা কতক হয় বটে কিন্তু আমোদ প্রমোদে রত নরনারীর নিকট বিজ্ঞাপন প্রচারে বিক্রয় যে বৃদ্ধি হয়, সেরূপ দেখা যায় না। কতকগুলো বিজ্ঞাপন অনেক ব্যয় করিয়া বিলি বন্দোবস্ত হয় বটে, কিন্তু বিক্রি বাড়ে না। সে সকল কাগজ ছেলেদের খেলার সামগ্রী হয় বটে—কাজে কিছু হয় না। এ সকল কথা যে বলিতেছি এ কেবল এই দেশের পক্ষে খাটে অন্য দেশে প্রদর্শনীর যাহা মূল উদ্দেশ্য যাহা, তাহা সফল হয়।

সুতরাং ইহা দেখিয়া সাধারণ লোকের বিশেষ কিছু উপকার হয় না। যদি সেরূপ হিতসাধন কিছু হইত, তাহা হইলে ইতি-পূর্ব্বে অনেকতো প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া লোকে অনেক জিনিস প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিত। কিন্তু তেমন কিছু দেখা যায় না বরং যে সকল জিনিস এদেশের কেহ কেহ কষ্টে সৃষ্টে প্রস্তুত করিয়া দেয়, প্রদর্শনীর পরে সে সকলের নামও আর শুনিতে পাওয়া যায় না। যে হেতুক উদ্ভাবনের মস্তিষ্ক হয়তো অনেকের থাকিতে পারে, কিন্তু এমন কিছু কল কার-খানা এ দেশীয়দের নাই, যাহা দ্বারা সুলভে সহজে সুদৃশ্য রূপে জিনিসটা বাজারচলিৎ চলনসই করিয়া সাধারণে দেওয়া যায়। সেরূপ কোন কিছু এদেশের নাই। পাশ্চাত্য দেশে তাহাদের শিল্প অনুরাগ এবং শিল্প দর্শনের প্রকৃত চক্ষু আছে—দেখিতেও জানে, কাজ করিতেও পারে।

বৃহৎ শিল্প প্রদর্শনীতে এদেশজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হইলে বিদেশী বণিকের বিশেষ সুবিধা হয়, তাহারা এদেশের হস্তজাত সকল মাল দেখিয়া সেখানে কলে প্রস্তুত করিয়া আনিয়া অতি সুলভে এদেশে বিক্রয় করিতে থাকে, ফলে এদেশের হস্তজাত গার্হস্থ্য শিল্প চিরতরে ধ্বংস হইয়া যায় এবং এখানকার শিল্পী তাহাদের জাত ব্যবসায় ছাড়িয়া চাকুরী করিতে বাধ্য হয়।

যে দেশ পরাধীন—দরিদ্র, যাহাদের কাঁচা মালে কোন প্রকার দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান হইবার সুযোগ ও সুবিধা না থাকায় বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়, সে দেশ অপরের উন্নত প্রণালীর শিল্প যদি দেখিয়াই আসে, তবে কি করিতে পারে? করিবার তো কোন উপায়ই নাই। সুতরাং এমন অক্ষম ও অসহায় জাতীর পক্ষে বড় প্রদর্শনী অন্ততঃ যাহার সহিত বৈদেশীক ব্যবসায়ীর সংস্রব, সেরূপ প্রদর্শনীতে দেশীয় দ্রব্য প্রদর্শন করায় বরং ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইয়া যায়। জার্ম্মাণীর যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেক পিত্তলের তৈজস পত্র ঠিক এদেশেরই মত করিয়া আনিয়া বাজারে এত সুলভে দিয়াছিল যে, দেশীয় অনেক দ্রব্যেরই অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কলের জিনিসের সহিত হস্ত শিল্প কখনই দাঁড়াইতে পারে না।

প্রদর্শনী যদি হিতকর হয়। তবে আমাদের দেশীয় দ্রব্যের প্রদর্শনীই হিত-কারী। কারণ সেখানে দেশী জিনিস দেশের অনেকেই প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়া থাকে। দেশী লোকেই কেনে বেচে, দেশের লোকেরই শিক্ষা হয়।

---

## নারী নিগ্রহ কাহিনী।

প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ পত্রের স্তম্ভে নারী নিগ্রহের ভীষণ কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে—অথচ তাহার প্রতিকারের কোন উপায়ইতো হইতেছে না। কেহ বলিতেছেন, গ্রামের যুবকগণ এই শঙ্কট সময়ে বদ্ধপরিকর হইয়া মাতৃস্বরূপিণী নারীগণকে রক্ষা করুন? কেহ বলিতেছেন নারীগণ সর্ব্বদাই নিজেদের নিকট শাণিত ছুরিকা রাখুন অথবা কাটারী বটী, বর্শা শয়ন গৃহে লইয়া বিপদের সময় সেই সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত পশু-দিগকে আহত করুন এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াস পাউন। দুর্ব্বৃত্তগণ যখন অকস্মাৎ আক্রমণ করিবে, তখন কোন অস্ত্রই যে কার্য্যকারী হইবে, তাহা আদৌ সম্ভব নহে—সহসা আক্রান্ত হইলে বলবান পুরু-ষেরই বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া যায়, অবলা দুর্ব্বলা নারীর সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতির আশা করা খুবই অসম্ভব। যাহারা এইরূপ কার্য্য ক্ষণিকের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য করিয়া থাকে তাহারা পরে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিতও হয়। সে সকল লোক সামান্য আঘাতে পশ্চাৎপদ হইবার নয়। যত অপ-রাধীর দণ্ড হইতেছে এবং যতগুলি এইরূপ ঘটনা এ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে, এই সমস্ত দুষ্কৃতি গুলির নায়ক সমস্তই মুসলমান—ইহা সমগ্র মুসলমান সমাজের কলঙ্ক হইলেও তাহা নিবারণের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্যই দেখা যাইতেছে না। হিন্দু মহিলাকে কোনরূপে আক্রমণ

...রিলেই সে রমণী সমাজচ্যুত হইয়া পড়ে, ইহা তাহারা জানে। তখন তাহাকে নিকা করিয়া ঘরে তোলাকে একশ্রেণীর নীচ মুসলমান যাহারা, তাহাতে তাহারা গৌরব বিবেচনা করিয়া থাকে। হিন্দুরা এরূপ কার্য্যে ঘৃণা বোধ করে। এই শ্রেণীর পশু প্রকৃতির মুসলমানগণ আস্কারা পাইয়াছে, তাহাদের সমাজও ইহাতে উচ্চ বাচ্য করে না, সুতরাং এইরূপ অত্যাচার অবাধেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে দিন রংপুরের একটী সভায় বহু হিন্দু মুসলমান মিলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন দেখিলাম। কিন্তু যাহারা এই সকল অমানুষিক কাণ্ডের নায়ক, সভার ঘৃণা প্রকাশের কথা কি সেই সকল নিরক্ষরের কর্ণে প্রবেশ করিবে? সমাজ শাসন দ্বারা কতকটা উপকার হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান এত কাপুরুষ যে পাছে নিজেরা এই সকল গুণ্ডাদের হাতে নিপীড়িত হয়, সেই ভয়ে উচ্চবাচ্যও করিতে সাহস পাইবে না। এইরূপেই পল্লী সমূহে, সহরে গুণ্ডার অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। আর এইরূপ দুর্ঘটনা পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গেই অধিক ঘটিতেছে। এই সকল দেশে হিন্দু মুসলমানের বসত বাটী পরস্পর পরস্পরের নিকট, ঘর সব অধিকাংশই দরমার—অনায়াসেই দুর্ব্বৃত্তদের বাসনা পূর্ণ হইবার অনেক অনুকূল কারণও আছে।

অনেক দিন একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। কলিকাতার সন্নিকটে কলে কাজ করিত, এইরূপ এক দম্পতি কলের নিকটেই কুটীর বান্ধিয়া বসবাস করিয়া খাটিয়া খুটিয়া সুখে দুখে দিন কাটাইত। একজন কাবুলীর নিকট তাহারা কিছু শীতবস্ত্র ধারে কিনিয়াছিল এবং মাসে মাসে মাহিনা পাইলেই শোধও করিতেছিল, তবে কিছু বাকী ছিল বটে। কড়াভের দিন কাবুলী লাঠি লইয়া দ্বারে উপস্থিত হইল, কিন্তু গৃহস্বামী ঘরে ছিল না, কাবুলী ভয়ানক জুলুম আরম্ভ করিল। তখন তাহার স্ত্রী বাহিরে আসিয়া বলিল—খাঁ সাহেব! আজ আমার স্বামী বাড়ী নাই, সন্ধ্যার পর আসিবেন। দয়া করিয়া কাল আসিলেই টাকা চুকাইয়া দিবে বলিয়া গিয়াছে। মহিলার বয়স ১৬।১৭ বৎসর, এবং সুন্দরীও ছিল—দিবা অবসান প্রায়—তাহাদের কুটীরের নিকটে অন্য কাহারও বসতবাটী ছিল না।

পশু প্রকৃতি কাবুলীর মাথা গুলাইয়া গেল—সে চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইয়া বলিল—এ বিবি শোন্—আমার কাছে আয় বলি শোন্।

বজ্রাঘাত হইলে মানুষের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহার অবস্থা সেইরূপই হইয়া গেল। কাবুলী অগ্রসর হইতে লাগিল, অবশেষে রমণী আপনার কুটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

সূর্য্য অস্তমিত হইল, জন মানব পরিশূন্য পল্লী, ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে দীগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

কুটির খানির দুটি কক্ষ একটিতে তাহারা রান্ধে খায়, আর অন্যটিতে একটি খাটিয়ার সারাদিন পরিশ্রম করিয়া আসিয়া সুখে নিদ্রা যায়। প্রথম কক্ষ হইতে দ্বিতীয় কক্ষে যাইবার মধ্য স্থলে একটি দ্বার, আর দুই ধারে বাঁশের বাখাড়ী পুতিয়া ২টি জানালা আছে মাত্র।

এদিকে কাবুলী এই তমসাচ্ছন্ন মাঠের মধ্যে রমণীকে নিতান্ত অসহায় পাইয়া তাহার উপর পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইল, সে তাহার প্রকাণ্ড লাঠির সাহায্যে দ্বার ভঙ্গ করিয়া যখন প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন বালিকা ভিতরের কামরায় প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যখন কাবুলী প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন বালিকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু আর অন্যদিকে তাহার পলাইবার উপায় নাই, সে দুয়ারটী ভঙ্গ করিতে কাবুলীর এক সেকেণ্ডও দেরী হইবে না। তাহার সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব নষ্ট হইবার আর বিলম্ব নাই, কাবলীটা আস্তিন গুটাইয়া সে দরজাও ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল দেখিয়া, বালিকা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আগা সাহেব দরজা ভেঙ্গো না—তোমার মতলব আমি বুঝেছি—তুমি ঐ খাটিয়ায় আমার দিকে পিছন হইয়া বসো দেখ—আমার স্বামী আর কলের দ্বারয়ানরা আসিতেছে কিনা—আমি শিগ্‌গীর বাহিরে যাইব—এই কথা কয়টী একটু এমন হাস্যের সংমিশ্রণে বলিয়া দিল যে কাবলী যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত এই পাশবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—সে যেন সেই কটাক্ষ এবং হাস্যচ্ছটায় একটু নরম হইয়া গেল এবং রাস্তার দিকে তাহার স্বামী ও কলের দ্বারবানগণ আসিয়া পড়ে কিনা দেখিতে লাগিল—বলিল, জলদী নিকালো, আউর রুপিয়া, তোম্‌কো নেহি দেনে হোগা।

প্রান্তর নিরব নিথর, ঘোর অন্ধকার—আকাশে মিটি মিটি করিয়া নক্ষত্র মালা জলিতেছে মাত্র, জনমানবের সাড়া নাই। সহসা কাবুলী বাবারে—জান্ গিয়ারে বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া

পড়িল, তাহার সেই জবড়জঙ্গ কাপড় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—আর সে সেই সকল কাপড় খুলিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ সে চেষ্টা করিতে হইল না, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। বালিকা দ্বার খুলিয়া সেই অন্ধকার প্রান্তরে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ছুটিয়া কোথায় মিশিয়া গেল।

প্রায় ২ ঘণ্টা পরে যখন প্রজ্জ্বলিত কুটীরের আলোক দেখিয়া দূরবর্ত্তী স্থানের লোক সকল আসিয়া জুটিল, তখন দেখিল, কাবুলের লাস অদূরে পড়িয়া রহিয়াছে, আর দরিদ্রের ঘর খানি পুড়িয়া প্রায় অর্দ্ধশেষ হইয়া গিয়াছে।

পরদিন বালিকা যাইয়া কলের সাহেবের নিকট সাশ্রুনয়নে পূর্ব্ব রাত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল, এবং পুলিসে যাইয়া একরার করিল। কাবুলীর অভিপ্রায় বুঝিয়া সে যখন দেখিল যে, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার অন্য কোন উপায়ই নাই, তখন সে তাহাদের রান্না ঘরখানির ভিতর ঢুকিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়াই দেখিল যে, উনানের পার্শ্বেই সে চুলা ধরাইবার জন্য এক বোতল কেরোসীন ও দেশলাইটি রাখিয়া গিয়াছে, তাহার তখন বুদ্ধি যোগাইল যে এই কেরোসীন ও দেশলায়ের সাহায্যে সে যদি কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাই সে এত দারুণ সঙ্কটের সময় একটু হাসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া তাহার বাহিরের কক্ষের খাটিয়ায় বসিয়া রাস্তার দিকে তাহার স্বামী আসিতেছে কি না দেখিতে বলিয়াছিল। যখন কাবুলী তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল। সেই সময় সে কেরোসিনের সমস্ত তৈলটি কাবুলীর পৃষ্টে ঢালিয়া দিয়া অতি ক্ষিপ্র হস্তে একটি জ্বলন্ত দেশলাই পৃষ্টের উপর ফেলিয়া দিবা মাত্র সমগ্র বস্ত্রে আগুণ ধরিয়া গেল, কাবুলী আর্ত্তনাদ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, প্রান্তরের মৃদুমন্দ হাওয়া আরো প্রবল হইয়া বহিতে লাগিল, কাবুলী শত চেষ্টা করিয়াও তাহার গাত্রবস্ত্র খুলিতে পারিল না—সেই ঝট্‌ফটানীতে নিচুচালের খড়ে আগুণ ধরিল এবং কুটীর খানিতে আগুণ লাগিয়া গেল। যখন কুটীরের আগুণের শিখা দূরস্থ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিল, তখন কাবুলীর সব শেষ—কুটির ভস্মীভূত। শুনিয়া ছিলাম, বিচারে বালিকা বে-কসুর খালাস, তাহার প্রত্যুৎপন্ন মতির ও সাহসের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার পাইয়াছিল। এখন প্রত্যুৎপন্ন মতি অনেক বিপন্ন মহিলায় হওয়া অবশ্য সম্ভব নয়। কিরূপ নারি নিগ্রহ হইতেছে, তাহা অবগতির জন্য ২।৪টা ঘটনার অন্যস্থলে উল্লেখ করা গেল। এমন ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে। খুবই সাবধানে নারীগণকে রক্ষা করার আবশ্যক।

---

## ভীষণ অরাজকতা

### ষ্টেশন হইতে স্ত্রীলোক চুরি

'চারুমিহির' পত্রিকায় জনৈক ভদ্রলোক চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন,—ময়মনসিংহ হইতে সন্ধ্যার সময় যে গাড়ী জগন্নাথগঞ্জ যায়, সেই গাড়ী বিন্নাগঞ্জ পৌছিলে তিনি 'একটী মেয়ে লোক লইয়া গেল, মেয়ে লোক লইয়া গেল' বলিয়া ভয়ানক গণ্ডগোল শুনিতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, ঐ দিন কুতবপুর শিবের মেলা হইতে বহু স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কয়েকটী ভদ্রবেশধারী গুণ্ডা যাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া পড়ে। ইঞ্জিন প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করা মাত্র ৪।৫ জন লোক একটী মেয়ে লোককে একেবারে শূন্যে তুলিয়া বিদ্যুৎগতিতে লাইনের অপর পার্শ্বে চলিয়া যায়। ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট এ ব্যাপার জানান হইলে তিনি বলেন,—"আমি কি করিব? ইহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা আমার নাই; কারণ তাহা হইলে আমার এখানে প্রাণে বাঁচান দায়। গত কল্যও এরূপ একটী মেয়ে-লোককে এখান হইতে এমনই সময় লইয়া গিয়াছে। আপনারা পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমাকে বিপন্ন করিবেন না।" গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ব্বৃত্তদল গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যে কোথায় গা ঢাকা দিল, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। কি ভয়ানক কথা!

---

## বরদাসুন্দরীর মামলা

### পুলিশের বিরুদ্ধে জজের ভীষণ অভিযোগ।

গত ৮ই মার্চ্চ ১৯২৩ শনিবার দিবস রাত্র অনুমান ৭।০ ঘটিকার সময় রংপুরের আমলা-গাছীর কেশব বৈরাগীর পত্নী বরদাসুন্দরীর

উপর পাশবিক অত্যাচার করায়, ছোট জেছারত, গেন্দেলা, তজের, বড় জেছারত, রাজ মিস্ত্রী, কছিম, মহরুল্যা, গেন্দা ফকির ও আমান এই নয়জন আসামী রংপুরের সেসন জজ শ্রীযুক্ত বরদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই মামলার বিচার চলিয়াছিল। এই মামলায় ৫ পাচজন বিশেষ জুরী নিযুক্ত হইয়াছিল। ৪ জন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও একজন রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রফেসর ছিলেন। সকল আসামীগণের বিরুদ্ধেই ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৬৬, ৪৫৭ ১৪৭ ধারায় অভিযোগ ছিল। ৯ জন আসামীই জুরীগণ কর্ত্তৃক সকল ধারা মতেই দোষী সাব্যস্ত হয়। জজ বাহাদুর তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া ৩৬৬ ধারা মতে ছোট জেছারত, তজের, ও গেন্দেলার প্রতি ৭ বৎসর ও অবশিষ্ট ৬ জনের প্রতি ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। রংপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাশয়, মহরুল্যা, গেন্দা ফকির ও আনান এই ৩ জনকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পরে এই ৩ জনের বিরুদ্ধে সেসন জজের নিকট মোশন হওয়ায় জজবাহাদুর তাহাদেরও অভিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই ৩ জনও সেসনের বিচারে ৬ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

এই মামলায় জজ সাহেব তাঁহার চার্জ্জে পুলীশকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

১। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্য এই মামলার ডায়েরী পরিবর্ত্তিত করিয়া রিপোর্ট দিয়াছে।

২। তাহারা আসামীদের নিকট হইতে ঘুষ লইয়াছে।

৩। মামলার যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হইলেও, ইন্স্পেক্টর বালিকা বরদার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া ঘোরতর সন্দেহ হয়।

৪। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক এই মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

৫। তাহারা ইচ্ছা করিয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য তাঁহাকে একটি মিথ্যা বিবরণ দিয়াছে। এই রিপোর্টানুযায়ী সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট হইতে আদেশ আনিয়া তাহাদের অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এই মিথ্যা বিবরণ দিয়াছে।

পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের এই গর্হিত আচরণের জন্য জজ সাহেব রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটই জানাইয়াছেন যে, এই বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একটী কমিশন বসান উচিত।

আনন্দ বাজার পত্রিকা।

---

## জলপাইগুড়িতে যুবতী হরণ।

রংপুরের নারী নির্য্যাতনকারী নরপশুদল শাস্তি পাইতে না পাইতে জলপাইগুড়িতে আবার কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানের দ্বারা এক বিবাহিতা যুবতীর উপর ভয়াবহ অত্যাচার হইয়াছে। পোঃ শিলবাড়ীহাট, কামশিন গ্রামবাসী জনৈক ভদ্রলোক আমাদের জানাইতেছেন—জলপাইগুড়ী জেলার আলিপুর দুয়ার থানার একলাকাস্থ পাচকোসঘোরী গ্রামের কোন ধনী মুসলমান কয়েকজন গুণ্ডাসহ উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী ডুডুয়ারী গ্রামের এক রাজবংশী (অধুনা দরিদ্র ও নিঃস্ব) ভদ্রলোকের বিবাহিতা যুবতী কন্যাকে বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। যুবতীকে জোর করিয়া আনিবার সময় তাহার পিতা, স্বামী ও অন্যান্য কয়েকজন বাধা দিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তগণ বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রের ভয় দেখাইলে তাহারা নিরত হন। (নিজেরা বালিকাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া এই বীরের দল নাকি শেষ পুলিশের শরণাপন্ন হন)। ঘটনার ১৫।১৬ দিন পরে এই পিশাচের দল শিলাবাড়ী হাটে ধরা পড়ে এবং যুবতীকে উদ্ধার করা হয়। কুচবিহার রাজ্যের বিচারালয়ে মোকদ্দমা উঠিয়াছে। এই নির্য্যাতিতা যুবতীর পক্ষে মোকদ্দমা চালান অসম্ভব, কারণ, তাঁহাদের নিতান্ত অর্থাভাব ও উপযুক্ত তদ্বিরকারকের অভাব। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন, আসামীগণ অযথা উপায়ে মোকদ্দমা ফিরাইবার চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছে। সংবাদদাতা আমাদের অনুরোধ করিয়াছেন, সমিতি হইতে একজন উপযুক্ত লোক পাঠাইতে। মোকদ্দমার তদ্বিরের আসামীগণের দণ্ড বিধানের এবং এই নির্য্যাতিতা যুবতী ও তাহার পরিবারবর্গকে প্রাণপণে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা আমাদের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন। নির্য্যাতিতা মায়ের ডাক আমরা সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিতেছি। খুব শীঘ্র সমিতি হইতে একজন

উপযুক্ত কর্ম্মী জলপাইগুড়ী যাইবেন। তবে এই ঘটনা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমরা আরও সঠিক সংবাদ জানিতে চাই। পত্রপ্রেরক মহাশয়কে এজন্য আমরা সতন্ত্র পত্র লিখিতেছি, আর শিলবাড়ী হাট, ডুডুমারী প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীগণের নিকটও বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, খুব শীঘ্র এই ঘটনা সম্বন্ধে নামধামসহ বিস্তৃত বিবরণ আমাদের জানাইয়া উপকৃত করিবেন।

রত্নপ্রভা দেবী ও শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক, শিশুসহায় ও মাতৃমঙ্গল সমিতি, ১২নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

## পৈশাচিক অত্যাচারে বালিকার মৃত্যু।

অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে দুই জন যুবক প্রফুল্লকুমারী দেবী নাম্নী একটি বার বছরের বিধবা বালিকাকে জোরপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া তাহার উপর পৈশাচিক অত্যাচার করার অপরাধে শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এন চাটার্জ্জীর এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রফুল্লকুমারী অতি সুন্দরী। তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া গ্রামের কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত যুবকের তাহার উপর নজর পড়ে। তাহারা প্রফুল্লকে প্রথমে নানা প্রকারে কুপথে লইবার চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে একদিন সন্ধ্যাকালে, প্রফুল্ল তাহাদের বাড়ীর নিকট পুকুরে বাসন মাজিতে গেলে, তাহাকে জোর পূর্ব্বক ধরিয়া নিকটবর্ত্তী বাগানে লইয়া তাহার উপর পৈশাচিক অত্যাচার করে। বালিকাটি দুর্ব্বত্তদের অত্যাচারে মারা যায়। অনেক অনুসন্ধানের পর পুলিশ নিকটবর্ত্তী মাঠের মধ্যে একটি ঝোপের ভিতর প্রফুল্লকুমারীর মৃতদেহ পায়। আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রথমে খুনের অভিযোগ আনা হয়, কিন্তু প্রমাণ না থাকায় তাহাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তুলিয়া লইয়া শুধু ৩০৪ ধারার অভিযোগ আনা হয়। এই ৩০৪ ধারা মতে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়কে ৬ মাস কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন! এ দণ্ড অতি নিশ্চয়ই লঘু হইয়াছে।

---

# ভার্য্যা-নগরী।

এক মাত্র স্ত্রী-পালনে এবং তাহার মনোমঞ্জনে যে কত কষ্ট, অধিকাংশ লোককে তাহা বলা বাহুল্য। এ হেন অবস্থার, একটি নয় দুইটি নয়—একেবারে দশহাজার সহধর্ম্মিণীর গুরুভার বহন করিতেছেন, এমন অসম সাহসী ও ক্ষমতাশালী স্বামীর কথা আপনারা কল্পনা করিতে পারেন কি? ভারতের পাশেই শ্যামদেশ। তাহার জনসংখ্যা পয়ষট্টি লক্ষ। শ্যামদেশের রাজারা প্রত্যেকেই চিরাচরিত রীতি-অনুসারে এত বেশী স্ত্রী গ্রহণ করেন যে, এক স্বামীর সব স্ত্রীর একটা সঠিক হিসাব রাখাও যারপর নাই শক্ত ব্যাপার। শ্যামদেশের রাজধানীর নাম, ব্যাঙ্কক, ব্যাঙ্ককের রাজপ্রাসাদের পিছনে একটি বিশেষরূপে নির্ম্মিত নগর আছে। শ্যামরাজের রাণীদের স্থান-সঙ্কুলানের জন্যই সেই নগরের প্রতিষ্ঠা।

নগরের ভিতরে রাণীরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বাস করেন। রাণীদের অন্য আলাদা প্রাসাদ নির্ম্মাণ না করিয়া, একটা নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করার কারণটাও খুলিয়া বলা দরকার। কোন স্থানের জনসংখ্যা যদি দশ হাজার হয়, তবে সে স্থানকে অনায়াসেই সহর বলা চলে। শ্যামদেশের পরলোকগত রাজার স্ত্রী ছিলেন কতগুলি, তা জানেন কি?—দশটি হাজার! এই দশ হাজার স্ত্রীর দাসদাসীর সংখ্যা খুব কম করিয়া ধরিলেও আরো দশ হাজার হইবে। এমন অবস্থায় উক্ত রাজার (তাহার নাম chulalongkorn) পক্ষে একটি ভার্য্যা-নগরী প্রতিষ্ঠা না করিলে চলিবে কেন?

লোকে নানা ভাবে অবসর রঞ্জন করে, কিন্তু শ্যামরাজের অবসর-রঞ্জন হয়, নিত্য নব স্ত্রী গ্রহণের চিন্তায়। রাজার স্ত্রীরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা রাজবংশজাত; যাঁহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়, তাঁহারা সাধারণ গৃহস্থের কন্যা। রাজবংশজাতা কন্যা আনিবার সময়ে তিন দিনব্যাপী বিবাহোৎসব হয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের বিবাহে উৎসব হয় দুই দিনের জন্য। সাধারণ গৃহস্থের মেয়েকে বিবাহ করিতে আরো কম সময় লাগে। আসলে শ্যামরাজের সারাজীবনটাই বিবাহোৎসবের আলোকমালায় সমুজ্জল হইয়া থাকে। অবশ্য শ্যামরাজের অনেক স্ত্রীই, বাঙলার কুলীন কন্যাদের মত স্বামীর দেখা পায় খালি এক রাত্রের জন্য,—অর্থাৎ ফুলশয্যায়।

এই বিচিত্র রাজ-নীতির ফলে, বংশরক্ষার ভাবনা যে শ্যামরাজকে খুব কমই ভাবিতে হয়, সে কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে একালের অনেকে কবির কল্পনা বলিয়াই মনে করেন।

কিন্তু কিছুদিন আগেও শ্যামদেশীয় অনেক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপরে টেক্কা মারিতে পারিয়াছেন। শ্যামদেশের রাজার পিতামহের সন্তান সংখ্যা ছিল ছিয়াশী জন এবং প্রপিতামহের ছেলে-মেয়ে ছিল মোট পাঁচশো পনেরো জন।

শ্যামদেশের রাজ-পরিবারেও এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে। শ্যামের বর্ত্তমান রাজা তাঁহার দশ সহোদরের সহিত ইংলণ্ডে গিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার অন্যান্য ভাই বোনেরা দেশে বসিয়াই বিলাতী শিক্ষা পাইয়াছেন।

বর্ত্তমান রাজার নাম বজ্রবুদ্ধ। পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া তিনি পুরাতন রাজরীতি—অর্থাৎ বহুবিবাহের বিরোধী হইয়া উঠেন এবং একটি মাত্র বিবাহ করিতে চান। তাঁহার প্রস্তাবে রাজ্যময় উত্তেজনার সঞ্চার হইল। শ্যামরাজ্যের আইবুড়ো মেয়েরা রাজরাণী হইবার সুযোগ হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। শেষটা বাধ্য হইয়া রাজাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

রাণীকে খুসি করিবার জন্য শ্যামরাজের অনেক জিনিষ আছে। তাঁহার প্রাসাদের সংখ্যা কুড়িটি (একটির নাম "হীরক-প্রাসাদ"), শ্বেতহস্তীর সংখ্য অসংখ্য, সোণা-দানার তো কথাই নাই, চুণী পান্না হীরা মুক্তা আছে প্রায় তিন কোটি টাকার। শ্যামরাজের একখানি বহুমূল্য কেলি-তরণী আছে, তাহার মাঝিমাল্লার সংখ্যা একশো কুড়ি জন; এছাড়া আরো হাজার হাজার কেলি-তরণী, কুড়িটি বড় বড় সোণার ছাতা ও অন্যান্য অগুন্তি বিলাসের উপকরণের মালিক হইয়া শ্যামরাজ কুমারী কন্যাদের সলোভ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্যামরাজের যে সব স্ত্রী রাজবংশের বা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নন, তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানরা রাজরক্তের জন্য পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও ধনদৌলতের উত্তরাধিকারী হন না। তবু এতগুলি সন্তান পালন করা তো বড় সহজ কথা নয় এবং এজন্য শ্যামরাজকে এমন বিপুল অর্থব্যয় করিতে হয় যে, পুত্র কন্যারা দুর্ব্বহ ভারের মত হইয়া উঠে।

হিন্দুস্থান।

---

## ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কটন।

এক সময়ে ভারত-বন্ধু কটন সাহেব হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, শ্বেতদ্বীপ পুঞ্জে অর্থাৎ ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা তখন ৫ কোটী ছিল, কিন্তু সেখানকার ব্যাঙ্কের সংখ্য ৬০২৫। এই সকল ব্যাঙ্কে গড়ে তত্রত্য অধিবাসীগণ প্রত্যেকে ৩০০ টাকা রাখিয়াছে। প্রত্যেকে এই অর্থ বাণিজ্যের জন্য এবং ব্যবসায়দিতে ন্যস্ত আছে। আর ভারতে লোক সংখ্যা ৩৩ কোটী কিন্তু তাহার ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২৭ মাত্র। তাহার অধিকাংশ টাকাই বিলাতি ব্যবসায়ীর। যাহা হউক, এখানের লোক সংখ্যার অনুপাতে গড়ে মাত্র ১৷৹ জমা রাখিয়াছে, এ দেশের লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে ভয় পায়, তবে কেমন করিয়া এ দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিবে? এ কথাটা অনেক দিনের, এখন ইংলণ্ডে বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। সকল দেশেই কোঅপারেটিভ ক্রেডিট্‌ ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে ইহার উদ্দেশ্যই বুঝিবার জন্য কোন চেষ্টাও করে না, সেই জন্য কটন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপন করা উচিত। ইহাতে শিল্প বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে। কারণ একতা ব্যতিত ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করা কঠিন। দশজনের সমবেত অর্থে বৃহৎ মূলধন জন্মিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা বৃহৎ কার্য্য পরিচালিত হয়। একটি বড় ব্যাঙ্কের বহু শাখা নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মূলধন সংগ্রহের সুবিধা হইতে পারে। মিশর বাসীগণ এই উপায়ে সুফল পাইতেছেন।"

এত যে বড় বড় ব্যাঙ্ক, এগুলি সাধারণের অর্থেই চলিয়া আসিতেছে ব্যাঙ্কের ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালন না করিলে কেবল সুদের আশায় ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া বিশেষ কোন লাভের সম্ভাবনা নাই কেননা ব্যাঙ্কের এমন কিছু বেশী সুদ নহে যাহার আয় ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের অনুপাতে অধিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ওয়ালারা কিন্তু এই সাধারণের অর্থ নানান ব্যবসায় বাণিজ্যে খাটাইয়াই প্রচুর লাভ করিয়া থাকে এবং বলা বাহুল্য ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশ লাভও বিদেশী ধনীর ঘরেই যায়। এইতো এ দেশের অবস্থা।

---

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

# Agricultural Notes.

# কৃষি তথ্য।

## দো-ফলা লেবু ফলাইবার উপায়।

নানাজাতীয় লেবুর মধ্যে কাগজী এবং পাতী লেবুই অধিক আবশ্যকীয়, কেননা ইহা মুখরোচক, রোগীর পথ্যেও ব্যবহৃত হয়। বারমাস লেবু পল্লীগ্রামে পাওয়া যায় না, কিন্তু কলিকাতা সহরে নানাস্থান হইতে আমদানী হইয়া আইসে, মূল্য বেশী দিলেও অসময়ে পাওয়া যায়। বারমাস লেবু পাওয়া যায়, তাহার একটি কৌশল পাঠকগণ জানিয়া রাখুন। মাঘ ফাল্গুণ মাসে অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভেই প্রায় সকল লেবু গাছই সুন্দর পুষ্প পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠে, সেই সময় গাছে যত ফুল হয়, সেইগুলির তিন ভাগের এক ভাগ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে হয় কিম্বা গাছের লেবু একটু বড় হইলে সেই লেবুগুলি না পাকিতে পাকিতে তুলিয়া খাইতে হয়। তাহা হইলেই ইহার পর যখন লেবু হইবে, তখন ১২ মাসই লেবু ফলিবে। এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি লেবু গাছের একটা ডালেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত উপায়।

---

## কৃষিক্ষেত্রে হাড়ের গুড়া।

ইহা উৎকৃষ্ট সার বটে, বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, হাড়ের গুড়া জমীতে ব্যবহার করিতে হইলে জ্যৈষ্ঠমাসে ভিজান আবশ্যক এবং শ্রাবণ মাসে ইহা ব্যবহার করা উচিত; কেননা ও মাস ভিজিয় যখন ইহার উত্তাপ অনেক কমিয়া যায়, তখনই ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অসম্পূর্ণ বিগলিত সার জমিতে দিলে তাহা মৃত্তিকার ভিতরে যাইয়া আবার গরম হইয়া উঠে, তাহার ফলে গাছ ঝিমাইয়া পড়ে। সেই জন্য ইহা বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

---

## পুষ্পের গাছে সার।

উদ্ভিজ্জ সারকে তরল করিয়া দেওয়া দেখা গিয়াছে, অতিরিক্ত পুষ্পের ভারে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং পুষ্পের বর্ণও এত সুন্দর উজ্জল হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। কেমন করিয়া পাতা সার প্রস্তুত করিত হয়, তাহা মরসুমি ফুলের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

---

# বেত গাছ।

ইহা একটা অতি আবশ্যকীয় গাছ। জলা ভূমিতেই বেত গাছের জন্ম এবং বংশবৃদ্ধি অধিক হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে বেত বিনা যত্নেও জন্মিয়া থাকে। ভারতের বহু স্থানে অনেক পতিত জলাভূমি আছে, একটু যত্ন করিয়া বেতের আবাদ করিলে ইহা একটী লাভকর কৃষি মধ্যে গণ্য হইতে পারে। বেতে ঝুড়ি, বেতের ছিলা তুলিয়া চেয়ার প্রস্তুত হয়। কয়লার খনি, ইমারতের কাজে অপর্য্যাপ্ত বেতের ঝুড়ী যে ব্যবহৃত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তাহা ব্যতিত বেতের ছড়িও কম চলিত নহে। মালদহ, খুলনা ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের জলা ভূমিতে আপনা হইতেই এক প্রকার বুনো বেত জন্মে। ফাল্গুণ চৈত্র মাসে বেত কাটিয়া লইলে বেত বনে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু বর্ষাকালে আরও সমধিক তেজে নূতন বেত জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা মালকান বেতই উৎকৃষ্ট, ইহা সরল এবং এক এক পাবে এক এক গাছি লাঠি হইতে পারে। এই বেত গাছ বেশ মোটাও হইয়া থাকে।

বেতের গোড়া তুলিয়া বসাইয়া দিলেই বেত একবার যদি লাগিয়া যায়, তাহা হইলে এই অমর গাছের বংশলোপ করা কঠিন। সাধারণ বেত যাহার ছিলা তুলিয়া বন্ধনের কাজে, চেয়ার এবং পালকী, প্রভৃতি বোনা হয়, তাহা ১৲ হইতে ১৷৹ সের বিক্রয় হইয়া থাকে। বেতের ঝুড়ি আকৃতি অনুসারে ৸৹ হইতে ১৲ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। সরু বেত লম্বাও হইয়া থাকে যথেষ্ট। প্রায়ই একটা ঝুড়ি প্রস্তুত করিতে ২ গাছী লম্বা বেত যাহা ১৫।১৬ ফিট, তাহার বেশী আবশ্যক হয় না। আপনাপনি বেত জন্মায়, যদি আবাদ করিয়া বেত চাষ কেহ করে, তাহা হইলে এদেশের বেতেরও উন্নতি হইবে না কেন? অনেক জঙ্গলি দ্রব্যেও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে কিন্তু এ দেশের লোকের সে দিকে লক্ষ্য নাই। বাবুগিরির ব্যবসায়ই বাঙ্গালীর প্রিয়—তাহাও সে ভাল করিয়া শিখিতেও চায় না এবং অচিরেই সর্ব্বস্ব হারাইয়া হায় হায় করিতে থাকে মাত্র।

---

# আমেরিকার কৃষি।

আমেরিকার কৃষির উন্নতির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন। কিছুদিন আগেকার কথাই বলিতেছি। আমেরিকার কৃষিতে ২০০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার নিয়োজিত আছে। শিল্প অপেক্ষা কৃষিতে ৪ গুণ টাকা খাটে। আমেরিকার এক ডলারের দাম ৩৷ টাকা। ভারতবাসী বোধ হয়, এত টাকা কল্পনাতেও ধারণা করিতে পারে না। আমেরিকার উৎপন্ন জাত ভুট্টা, তুলা, গম, ছোলা, নানাপ্রকার ফল ফুলাদিতে সমগ্র জগত ছাইয়া ফেলিল। কৃষির উন্নতির জন্য আমেরিকাগণ নানাপ্রকার যন্ত্র নানাপ্রকার রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ও উন্নতিও করিয়াছে যথেষ্ট। কৃষি দ্বারা আমেরিকাই ধনী। আমাদের দেশের কৃষি? চাস করিলেই আমাদের সর্ব্বনাশ। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার কৃষির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেন, না হইবে কেন?

---

# Gardening.

## Season Flowers

## বিলাতি মরসুমি ফুল।

বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই ফুল ফোটে, ব'লে এই ফুলকে Season Flower বা মরসুমি ফুল বলে। আমাদের দেশীয় অনেক ফুল বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফোটে, তাদিকেও যে মরসুমি ফুল না বলা যায় এমন নয়। তবে আমরা আজ বিলাতী মরসুমি ফুলের কথাই বল্‌ব। এই মরসুমি ফুল শীতকালেই ফোটে, আর শীত ফুরিয়ে গেলেই গাছে বীজ হয় এবং গাছগুলি মরে যায়।

যদি বাড়ীর উঠানে বা বাগানের রাস্তার দুধারে এই সিজন ফ্লাউয়ার দেওয়া যায়, তাহা হলে যখন ফুল ফোটে, তখন মনে হয়, যেন কেউ একখানি বহুমূল্য কার্পেট বিছিয়ে রেখে দিয়েছে। কল্‌কাতায় গোলদিঘীতে, কর্জ্জন গার্ডেনে শীতকালে যদি কেউ নানাজাতীয় এইরূপ মরুসুমি ফুলের সৌন্দর্য্য দেখে থাকেন, তাহলে এ সৌন্দর্য্য থেকে তাঁর চক্ষু ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। এই সকল সিজেন ফ্লাউয়ারের নানাপ্রকার বীজ একত্র এক প্যাকেটেই থাকে। বীজ ছড়ায়ে দিলে এক সঙ্গে নানাজাতীয় ফুল ফোটে, তাদের বর্ণ বিন্যাস দেখে বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। আমাদের মনে হয়, এইরূপে মরসুমি ফুলগুলির চাষ পাড়াগাঁয়েও কল্লে সে সৌন্দর্য্য দেখে পল্লীর কঠোর জীবনও যেন সরস হয়ে উঠে। এই ফুলের চাষ কর্ত্তে হ'লে টুকরা টুকরা জমীতেই কল্লেই বেশ দেখায়। ক্ষেত্রগুলি চতুষ্কোণ, গোলাকার, ত্রিকোণাকার কল্লেও যখন ফুল ফোটে তখন ভারী সুন্দর দেখায়।

মরসুমি ফুল বর্ষা চুকে গেলে শীতের প্রারম্ভেই বুন্‌তে হয়। শাকের বীজ যেমন করে ছিটিয়ে দেয়, সেই রকম করেই বুন্‌তে হয়।

প্রথমে মাটীকে বেশ করে কুপিয়ে দিয়ে ২ দিন ফেলে রেখে দিতে হয়, দোয়াঁস, এবং পলী জমীই উৎকৃষ্ট। সেই মাটী একটু শুকিয়ে গেলেই ভেঙ্গে চুর করে ফেল্‌তে হয়। মাটীতে শক্ত কাঁকর, খোলা ভাঙ্গা বা শক্ত মাটী না থাকে, এমনভাবে গুড়া করে সমতল করে ফেলতে হবে। মরসুমি ফুলের গাছে পাতা সার দিতে হয়। পাতা সার না হলে মরসুমী ফুল ভাল হয় না। সেইজন্যে পাতাসারের প্রস্তুতের প্রণালীটা আগে বলা আবশ্যক।

বাগানের পাতা যখন ঝর্‌তে আরম্ভ হয়, সেই সময় পাতা কুড়িয়ে সংগ্রহ করে রৌদ্রে শুকুতে দিতে হবে; যখন বেশ শুকিয়ে যাবে, তখন একটা কাঠের মুগুরে করে সেগুলিকে চূর্ণ করে ফেল্‌তে হবে। তারপর একটা সূক্ষ্ম চালুনী দ্বারা চাল্‌লেই খুব সূক্ষ্ম ধূলার মত গুড়া পড়্‌তে থাক্‌বে। সেই গুড়াগুলোকে একটা কাঠের বা কেরোসিনের বাক্‌সে খুব চেপে চেপে বাক্‌সটা ভর্ত্তি করে, তাতে জলের ছিটে দিয়ে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিতে হবে। তার পরদিন দেখ্‌বে, পাতাচূর্ণ গুলো এত গরম হয়ে গেছে যে তাতে হাত দিতে পারা যাবে না। সেইরূপ অবস্থায় থাক্‌লে ৭।৮ দিনে এই গরমটা কেটে যেয়ে যখন ঠাণ্ডা হবে, তখন ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে। এইরূপ সহজ উপায়ে পাতা সার প্রস্তুত প্রণালী কিসনগঞ্জের রোল্‌ট সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন। এখন এর চাষের কথা বল্‌বো। পূর্ব্বে বলেছি যে এই মরসুমি ফুলের জন্যে মাটি প্রস্তুত করা একটি বড় কাজ।

পাতাসার ২ ভাগ, গোবর সার ১ ভাগ, কাঠের কয়লার ছাই বা কয়লা চূর্ণ ১ ভাগ, আর সাধারণ মাটি ১ ভাগ।

এই হিসাবে মাটি প্রস্তুত করে যদি টবে বা কেরোসিনের বাক্সে বীজ পুঁত্‌তে হয়,

তাহ'লে এইরূপ মাটি দিয়ে পূর্ণ করে বীজ ছিটিয়ে দিয়ে যথারীতি জল দিলেই গাছ বেরুবে। ছোট দানা বীজ হলে ছিটিয়ে দিলেই চল্‌বে। যদি বীজ বড় হয়, তাহলে ২।৩ ইঞ্চি অন্তর এক একটি বীজ পুত্‌তে হয়। যদি মাটিতে বীজ বুনে ৪।৫টি পাতা বার হলে টবে পুঁতভে হয়, তাহলে মাটি হতে চারা তুলে টবে বা বাক্সে ২।৩ ইঞ্চি অন্তর এক একটি পুঁততে হয়।

গাছ বেশী বড় হয় না—নটে শাকের মত। গাছগুলি হলেই ফুল অজস্র ফুটতে থাকে। তার সৌন্দর্য্যে চক্ষু মুগ্ধ হয়ে যেন সেই গাছের উপরে ঘুমিয়ে পড়ে। বিলাতি এই মরশুমী ফুলের বীজ কাগজের প্যাকেটে করে বিলেত থেকে আসে, এখানের বীজ হতেও গাছ জন্মে। কল্‌কাতার মালিরা কলিকাতার কোম্পানীর বাগানে এখানকার বীজ হতেই গাছ করে থাকে। মধ্যে মধ্যে জল সেচন কল্লে খুব বেশী ফুল হয়ে থাকে। বিলাতি প্যাকেটের Mixed packetই কিন্‌তে হয়, একস্থানে নানা বর্ণের নানা গাছে ফুল হয়ে ঠিক মনে হয়—সবুজ জমীর উপর যেন ভেল্‌ভেটের ফুল ফুটে রয়েছে। কলিকাতায় অনেক নার্শারীতেই বীজ পাওয়া যায়।

---

# Household Informations.

# গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য কথা

### Hollow Cheeks তোব্‌ড়া গালের সহজ চিকিৎসা।

বৃদ্ধাবস্থায় বা বয়স হইলেই গাল তুব্‌ড়ে মুখশ্রী নষ্ট করে দেয়। একটী সহজ উপায়ে এইরূপ তোবড়া গাল আবার যৌবনের ন্যায় নিটোল সুগোল হতে পারে। প্রতিদিন শীতল জলে মুখখানাকে ভিজিয়ে টার্কিস্‌ তোয়ালে দ্বারা—(যার সুতাগুলি কুঁক্‌ড়ে থাকে তাকে টার্কিস তোয়ালে বলে) মুখের যেখানে যেখানে ভাজ পড়েছে বা তুব্‌ড়ে গেছে, সেই স্থানে একটু গভীর ভাবে চেপে চেপে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ ঘর্ষণ কত্তে হবে। এতে করে সেইস্থানের মাংস পেশী সমূহে রক্ত চলাচল হয়ে স্থানটা পুষ্টল হয়ে উঠ্‌বে। এটা নাকি পরীক্ষিত সত্য।

---

রঙ্গীন জামা, রঙ্গীন মোজা ব্যবহারে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, বিশেষজ্ঞগণ এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন। সাবধান! ছেলে মেয়ে দিকে সখ্‌ করে এসব দেওয়ায় আস্তে আস্তে বিষ শরীরে প্রবেশ করে দেওয়া হয়। কারণ এখনকার যত কাপড় চোপড় বিলাতি রঙ্গে রঙ্গীন হয়, তাতে আর্সেনিক প্রভৃতি থাকে।

---

### কাঁচি দ্বারা কাচ কাটিবার উপায়।

একখানা আমেরিকান কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল যে, কাচকে অন্ততঃ প্লেট কাচ বা কাচের আর্‌সীকে জলের মধ্যে রেখে কাঁচি দ্বারা যেমন কাগজ কাটা যায়, সেই রকমে কাঁচও কাটা যায়। তবে কাঁচ কাট্‌তে পারে, এমন একখানা কাঁচি চাই, তার ধার যত থাক বা না থাক, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। গ্লাস খানাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে কাঁচি দ্বারা জলের মধ্যেই কাট্‌তে হয়। উপরে তুলে কাট্‌তে গেলেই ফেটে যাবে। এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। অনেক সময় কাঁচ কাটা কলম কাছে না থাক্‌লে অনেক অসুবিধা হয়, এরূপ উপায়ে যদি কাচ কাটা যায়, তা'হলে বিশেষ সুবিধা হতে পারে।

---

## সাংসারিক শান্তি রক্ষার উপায়।

যা কিছু আমরা করি, সে সমস্তই আমাদের মানসিক এবং শারিরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যে, মনের শান্তির জন্যে। ধন দৌলত, সন্তান সন্ততি, মান সম্ভ্রম এই সমস্তই বৃথা, যদি আমাদের সংসারের শান্তি শৃঙ্খলা আমরা রাখ্‌তে না পারি। শান্তির বদলে সেখানে দাবানল জ্ব'লে উঠে। সেই জন্যে শান্তি শৃঙ্খলা সংসারের সুখে থাক্‌বার একটা অপরিহার্য্য উপকরণ এটি মনে রেখে চল্‌তে হয়। এই শান্তি শৃঙ্খলার অভাবে এক দণ্ডও সুখে থাক্‌তে পারবে না।

যতদূর বোঝা যায়—বাঙ্গালীর সংসারে এই অশান্তির কারণ হচ্চে প্রথম পরস্পর পরস্পরের অনৈক্য এবং অসহযোগ ভাব—এইটী জন্মায় কর্ত্তব্যের অবহেলা হতে। আগে ছিল নিয়ম, সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য কাজ করে যেতো, সকলেই পরিশ্রম করে, খড় কুড়োকুড়িয়ে এনে তাদের সংসার রূপ নীড়টিকে বান্ধতো, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে—নাক্‌ মুখ না বেঁকিয়ে হাসি মুখে যার যেমন ক্ষমতা কাজ কর্ম্ম করে যেতো, কেউ কারও হিংসা দ্বেষ কত্তো না

আপনার ছেলে আর অপরে ছেলেকে পৃথক্ ভাবে ভাবতে বা দেখ্তে শিখে নাই—সে ভাব তারা জান্তো না। কাজেই যেখানে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা থাক্তো না, সেস্থান স্বর্গের মত পবিত্র তো হবেই। তাই তারা এখনকার লোকদের অপেক্ষা শান্তি ও সুখে দিন কাটিয়ে যেতো।

এখন দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা এইরূপ, বৃদ্ধ বাপ মা খেটে খেটে প্রাণান্ত, ছেলে, বউ, মেয়ে গুলি সংসারের সমস্ত কাজেই উদাসীন—তারা শুধু খাবে শোবে—হেসে খেলে বেড়াবে, সেজে গুজে থাক্‌বে—বেলা ৮টা বেজে গেলে, কুলবধূ তখনও সুখ শয্যায় নিদ্রিত, বৃদ্ধা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যখন প্রাতঃকালের সমস্ত কাজ সেরে ফেল্‌লেন—তখন তিনি উঠে এলেন। এই যে কর্ত্তব্যের অবহেলা, এটা বেশী দিন মানুষে সহ্য কর্ত্তে পারে না। কাজেই এই স্থানে অতি সামান্য এই ঘটনা হলেও অশান্তির একটী বীজ অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ হয়—তারপর অল্পদিনেই এই অশান্তি ক্ষুদ্র নগণ্য হলেও প্রকাণ্ড একটি বিষবৃক্ষেই পরিনত হয়ে সমগ্র সংসারটাকে এমনি জর্জ্জরিত করে ফেলে যে, সে সংসারের জীবনী শেষ হয়ে যায়, তখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে যায়, তাদের মনের অনৈক্যতা হয়ে উঠে—ঝগড়া কলহে কাক চিল পর্য্যন্ত বাড়ীর ত্রিসিমানা মাড়াতে চায় না। বিষয় আশয় যাদের আছে, তাদেরও সংসারে এমন একটা কাণ্ড ঘটে উঠ্‌লে একটুকুও শান্তি তেমন সংসারে থাকতে পায় না, তারপর ২।৪টা ট্রাজেডি অর্থাৎ আত্মহত্যা—কেরোসিনে পোড়া আরও কত রকমের কত কি ঘটে উঠে—সংসারটি তখন নরকে পরিণত হয়।

এদিকে ভাই ভাই বিষয় নিয়ে মামলা মোকদ্দমা পার্টিশণ ইজেকসন লাগিয়ে বসে আছে। ধন দৌলত তখন কোন দিকে উড়ে যায়—অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়—অর্থের অভাব হয়ে আসে, ভাল কাজ সমাজ হতে অভাবের জন্য উঠে যায়—ভাল চিকিৎসা না হয়ে নিরীহ কত শিশু কত মূল্যবান জীবন অকালে বিসর্জ্জন কর্ত্তে থাকে, কিন্তু অহরহ এইরূপ বেখাপ্পা দুশ্চিন্তা এবং নানা প্রকারের অশান্তিতে, প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও সদ্ভাব থাক্‌তেই পারে না—মানবের হৃদয়টা তখন দানবের হৃদয় হয়ে উঠে! আর কত দেখাব—এরূপ ভীষণ নরকের ছবি—এমন জীবন্ত নরক?—এই নরক আমরা স্বেচ্ছায় আপনার কর্ত্তব্যের অবহেলা করেই সৃষ্টি করে থাকি, আর আজীবন এরজন্য সাজান সুখের বাগানকে শুকিয়ে দিই। এমন সংসারে থাকতে তোমার এক পলও ইচ্ছে করে? বেশ করে বুকে হাত দিয়ে অনেক ভেবে চিন্তেই বল দেখি—এমন নরকে থেকে তোমার সুখ হতে পারে কি না। হাঁসি এ সংসার হতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে, ২ বৎসরের শিশুও এমন মরুভূমিতে একতিল মাত্র সময়ের জন্য শান্তিতে থাকতে পারে না। কিন্তু পরিতাপ, বাঙ্গলায় প্রত্যেক সংসারেই এই রকম দানবীয় ব্যাপারের অভিনয় হচ্চে, সব আছে কিন্তু কেউ বলে না যে আমি সুখে আছি। কেন এমন হয় কেন এমন হলো?

তার কারণ অনেকটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অজুহাতে অবাধ্যতা। শিশু হতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কেহ এখন কাহারও আদেশ পালন কর্ত্তে চায় না, যে যার আপনার খেয়ালে চলতে চায়, কেউ কাউকে মান্‌তে যায় না। এই কারণে একটা অনৈক্যতার সৃষ্টি হয়, পরস্পরের বনিবনাও হয় না।

আর একটী কারণ ঘোর স্বার্থপরতা। নিজে কিসে সুখে থাক্‌বে এইটী প্রত্যেক নরনারীর চেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনার ছেলে মেয়ে খাবে পরবে, অপর কাউকে তার অংশ দিতে কেউ চায় না। কাজেই পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরস্পরকে ভাল বাসা, স্নেহ করা, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করা এই যে একটা পবিত্রভাব আগে ছিল—সেটা এখন নাই কাজেই নিতান্ত আপনার যারা, তারাও পর হয়ে উঠ্‌চে।

তারপর প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে অযথা অপব্যয় বেড়ে উঠ্‌চে। তার জন্যে আর্থিক অবস্থাটাও খুবই শোচনীয় হয়ে পড়্‌চে, অভাবের জ্বালায় মনের বিকট অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়, তাতে করেও চিত্তের প্রসন্নতা থাক্‌তে পারে না। তারপর আমরা সংযম হারিয়ে ফেলেছি—অল্পেই রাগ, অল্পেই অধৈর্য্যতা এসে পড়ে—মিষ্ট আলাপের পরিবর্ত্তে কঠিন কথা বলে ফেলি, মনের নানাপ্রকার অশান্তিতে ধৈর্য্য অবলম্বন করা সুকঠিন—খোস মেজাজ থাকিলে গালাগালিও হজম করা যায়। যে দিকেই যাওয়া যাক্, তার গোড়ার গলদ কর্ত্তব্যের অবহেলা।

পিতা মাতার আদেশ উপদেশ রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সে কর্ত্তব্য এখন অনেকেই পালন করে না। পরকে আপনার করে লওয়া একটা কর্ত্তব্য ছিল, সেকথা চুলোয়

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গেছে, আপনার দ্বারা, তাদিকে পর করে তুলতে শিখেছি। তম অহঙ্কার বেড়ে গেছে বলে কেউ কারো কথা শুনতে রাজী নই। সৎপরামর্শ কেউ নিতে যায় না—তাতে অপমান বোধ হয়—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয় বলে থাকে। সেই জন্যে কেউ আর কাউকে ভালমন্দ বলতে চায় না কিন্তু এই গুলিই সকলস্থলেই অশান্তির মূল তার আর সংশয় নাই। এগুলির প্রতিকারের জন্য সংসারে সকল লোককেই "বাঁয়ে রোখ্‌কে" চলতে হবে—কোনরূপে কারো সঙ্গে যেন সংঘর্ষ না হয়—যে যার নিজের কর্ত্তব্য করে গেলে কারো অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হবে না। পবিত্র জীবন অতিবাহিত কর্ত্তে হলে সাধু, সরল দয়ালু, সৎপরামর্শদাতা, মিষ্টভাষী হতে হবে। অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার করে সদুপদেশ দিয়ে অসন্তোষের কারণ দূর করে দিতে হবে এবং অহরহ সংসারে থেকে কোথায় অসন্তোষের অগ্নিকণা অলক্ষিতে জলবার সূত্রপাত হচ্ছে, তার অনুসন্ধান রাখ্‌তে হবে এবং অঙ্কুরেই তার বিনাশ সাধন করে দিতে হবে। একান্নবর্ত্তীতা আগে ভাল থাক্‌লেও এখন এটায় বিষম ফল ফলতে আরম্ভ করেছে—একজনে উপার্জ্জন করে,, আর দশজনে বসে খেতে পায়—মজায় দিন কাটায়, তাই সংসারে কেউ কিছু কর্ত্তে চায় না। যারা রোজগার করে খেটে খুটে সংসার চালায়, তারা এই অন্যায় দেখ্‌তেও বেশীদিন সহ্য কর্ত্তে পারে না. কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর নরনারীগণ দ্বারাই সংসারে অশান্তির বীজ রোপিত হয়, আর সেই বীজের বিষবৃক্ষ সমগ্র সংসারটাকে জালিয়ে তোলে। অন্যায়রূপে আলস্যে বসে বসে অন্নধ্বংশ করে সংসার অবিলম্বেই দেউলে হয়ে ওঠে—আর ঠিক এই রকম করেই কত সোণার সংসার মাটী হয়ে যাচ্ছে। সংসারে শান্তি রক্ষার জন্যে এই গুলির কূল কিনারা কর্ত্তেই হবে। তবে শান্তি পাওয়া যাবে। নরনারীগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা নাই—উপদেশ দেবার দিকে কারো দৃষ্টি নাই, কাজেই সকলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অজুহাতে অবাধ্য হয়ে ওঠে। সেকালের শিক্ষা প্রণালীতে বশ্যতা শিক্ষা দেওয়া হতো—কর্ত্তব্য স্থির করে দেওয়া হতো। কাজেই বড় হয়ে তারা যখন সংসারে প্রবেশ কর্ত্তো, তখন সেই নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যেই চলতে পারতো। সেইজন্য সংসারে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হতে পারতো না। গৃহস্বামী মনে করেন, রোজকার ক'রে, ব্যবসায় বাণিজ্য ক'রে প্রচুর অর্থ এনে দিলেই সংসার বেশ শান্তির সহিত চলে যাবে। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। সংসারেই হোক, আর সংসারের বাইরেই হোক, নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করার দিকে নজর রাখতে না পাল্লে আগুন লাগবেই। সেখানে টাকায় শান্তি রক্ষা করতে আশা করা ভুল—টাকায় বরং আরও অশান্তিই এনে ফেল্‌বে। অনেক দরিদ্রের সংসারেও যেরূপ শান্তি দেখা যায়, ধনীরা সে শান্তি পেতে আশাও কর্ত্তে পারেন না, তার কারণ পরস্পর পরস্পরের মনের মিল ও সহযোগিতা মাত্র। সেই একতা এবং সহযোগিতার আবাদ যে গৃহস্বামী করে তার ফলভোগ কর্ত্তে পারেন. সংসারে তিনিই ধন্যপুরুষ। অশান্তির সূচনা নারী দ্বারা হয়। এই নারীদি'কে উপদেশ দিতে—প্রকৃত নারী কর্ত্তে এখন আর তেমন চেষ্টা নাই। নারী যদি মিলুক—মিষ্টভাষিণী, নীচ স্বার্থপরতাবর্জ্জিতা হতে পারেন—তবে সংসারই স্বর্গ হ'য়ে দাড়ায় তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সকল সমাজের নারীই এখন স্বাধীনতার জন্য নড়্‌তে শিখেছেন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়াসী সকলেই—কাজেই অনেক স্থানেই অবাধ্যতাই প্রকট হ'য়ে উঠে। তাঁদেরও বিলাসিতাও এত বেড়ে গেছে যে গৃহস্বামীর সেই সকল আসবাব দিয়ে থুয়ে খোস্ মেজাজ রাখাও কঠিন হয়ে উঠেছে—এও অশান্তির একটা মস্ত কারণ। বেশী কথা বলা বৃথা—তবে এটা স্থির যে, ধন দৌলত সব করেও সাংসারিক শান্তির দিকটা যদি পরিষ্কার না রাখ্‌তে পার, তবে সমস্তই বৃথা।

সম্পাদক।

---

## বঙ্গের বেকার সমস্যা।

বাঙ্গালা দেশে নিষ্কর্ম্মা বেকারের দল দিন দিন অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। ঐ বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে কাশিমবাজারের মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা, রাজা হৃষীকেশ লাহা শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী কাপ্তেন পেটাভেল প্রমুখ ভদ্রলোকগণকে লইয়া "মডার্ণ কো-অপারেটিভ কৃষি এসোসিয়েশন লিমিটেড" নামে একটী প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা যাহাতে দিনের খানিকটা সময়

কোন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া অবশিষ্ট সময় নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য "কৃষিকার্য্য" করিতে পারে, প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এজন্য প্রত্যেককে কিছু জমি দেওয়া হইবে এবং যেসব ভদ্রলোক এই কার্য্যে যোগ দিবেন, তাঁহাদের লইয়া পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে "এডুকেশন্যাল কলনি" বা শিক্ষা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তথায় শ্রমিক সস্তা এবং নানারকম ফসল উৎপাদন ও জল সেচনের সুবিধা আছে। এতদুদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকা মূলধন—প্রতি অংশ ১০ টাকা হিসাবে ৫০ হাজার অংশে সংগ্রহ করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা দুইশত অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের ২০ বিঘা করিয়া এবং যাঁহারা এতৎনিম্ন অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের এই অনুপাতে পাহাড়ে জমি চির-স্থায়ীরূপে প্রদত্ত হইবে। এই এসোসিয়েশান খাঁটি দুগ্ধ যোগাইবার জন্য গো-পালন, কৃষি শিক্ষার জন্য কৃষি কলেজ ও পলিটেকনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবেন। কলিকাতা ২।১ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে এই এসোসিয়েশনের অফিস হইয়াছে।

---

আচার্য্য

## প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ।

—:০:—

আমি জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য দেশের এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াই কেন? বরিশাল, বিক্রমপুর, অনেক জায়গায় গেছি এবং আপনাদের এখানে আসারও কি দরকার ছিল? আমি ত আজীবন গোলামখানায় দাসখত লিখিয়া বসিয়া আছি। ২৫।২৬ বৎসর গোলামখানার অধ্যাপক থাকিয়া পেন্সন পাইতেছি। বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে স্বয়ং আমাকে পত্র লিখিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট মেম্বার করিয়া দিয়াছেন। আমি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবৈতনিক অধ্যাপক। এই-রূপে আমি অনেকগুলি গোলামখানার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি। যাঁহারা খুলনা জেলার কোনও খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, আমি খুলনায় অনেক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের অনুষ্ঠাতারূপে পরিগণিত এবং সেখানকার বাগের হাট কলেজের সহিত সম্পর্কিত। সেই আমি—আমার কি অধিকার এই জাতীয় বিদ্যালয়ে আসিয়া দাঁড়াই! ইহার কৈফিয়ৎ আপনারা চাহিতে পারেন। যে মাতাল, যে মদের নেশায় সর্ব্বস্বান্ত, মদ খাওয়ায় কত অনিষ্ট, সে যেমন জানিতে পারে, শুধু বইতে মদের অপকারিতা পড়িয়া কেহই তেমন জানিতে পারে না। তাই বলিয়া আমি গবর্ণমেন্টের স্কুল কলেজ ছাড়িতে বলি না। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহার উপযোগীতা কি—বিশেষতঃ আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে? তাহা আমি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। আপনাদিগকে তাই বলিতেছি, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া যেমন পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ এঁরাও জাতীয় বিদ্যারূপী গঙ্গাকে আনিয়া আপনাদের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এখন তার এক ঘটি না হউক, এক গণ্ডুষ পূত সলিল যদি আপনারা গ্রহণ না করেন, তবে বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে।

আমি গোলামখানার সহিত সম্পর্কিত হইলেও মুসলমানগণ আমাকে আলিগড় জাতীয় বিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্‌সারী এজন্য আমাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করায় আমি তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। চার দিন পরেই সেই আমিই আবার সবরমতী গুজরাট বিদ্যাপীঠে—যেখানেমহাত্মার আশ্রম, তাহার ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য আহূত হই। এবারও চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই। এ বড় অদ্ভুত! বাংলা দেশে যত জাতীয় বিদ্যালয় আছে, সব স্থান হইতেই আহ্বান পাই, কারণ কি? কেন আসি? শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিদ্রূপ করেন, তাঁহারা বলেন, জাতীয় বিদ্যালয়গুলি মরিয়া গেল—অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে—২।৪টী মাত্র শ্বাস টানিতেছে। ওগুলিকেই বা রাখিয়া দরকার কি? কাঁথি মহকুমার কলাগেছিয়া ও কাঁথিতে দুইটী বড় জাতীয় বিদ্যালয় রহিয়াছে, এগুলি উঠিয়া গেলে আপনাদের অনেক ক্ষতি হইবে। বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষা শিকড় বসাতে পারছে না কেন? ইহার উত্তর সহজে দেওয়া যায়। ইহার কারণ, বাঙ্গালী আজও পরমুখাপেক্ষী, বাঙ্গালীর বুদ্ধির দাসত্ব আজও ঘুচে নাই, আজও ছেলে ডিগ্রী নিয়ে বড় চাকরী করবে, ডেপুটী, মুন্সেফ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, এ চিন্তায় সে মসগুল। জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়লে ভারী ভারী ডিগ্রী মিলবে না, চাকরীর আশাতেও গোড়া থেকেই ছাই

দিতে হবে, সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র হয় না—যে সকল ত্যাগী যুবক জাতীয় শিক্ষার দীপটুকু আজও জালিয়ে রেখেছেন, তাদের সাহায্যার্থ দেশে আজ কারও সাড়া নাই। আমি হাজার বার বলেছি, আজও বলছি, এই ডিগ্রী মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে বাঙ্গালীর কোন তৃষ্ণা শান্ত হচ্ছে কি? অযথা সে ছাত্র-জীবনে ও প্রথম যৌবনে ঐ মরুভূমে ছুটাছুটি করে শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

বাংলার ব্রাহ্মণ বলুন, কায়স্থ বলুন, বৈদ্য বলুন, ইহাদের লেখাপড়া শিখবার মূলমন্ত্র হচ্ছে চাকুরী। আবার অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই রোগ সংক্রামিত হচ্ছে। ইহার ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে একজন গ্রাজুয়েট ৩০৲ টাকাও উপায় করতে অক্ষম; কিন্তু একজন কুলী মজুর ইহাপেক্ষা অনেক উপার্জ্জন করে। তাই বলে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। চাকুরী চাকুরী; ছাই চাকুরী করে কোন জাতির দারিদ্র্য ও অবসাদ কখনও ঘুচেছে কি? আর এত চাকুরী পাওয়া যাবে কোথায়? রজনী সেনের একটী গান মনে পড়ে, যাহার অর্থ এই যে আদালতে মক্কেলের চেয়ে উকীল বেশী। গানটী এই:—

"দুর্দ্দশার কি দিব কন্দ,
দেখে হয়েছি বেহায়ার হদ্দ,
কাজ যত তার ত্রিগুণ উকীল,
মক্কেল তাহার অর্দ্ধ।"

আবার গবর্ণমেণ্টও ব্যয় সংক্ষেপে করছেন। এতে চাকুরীর সংখ্যা কম বৈ বেশী হবে না। যে কয়জন বৎসরের মধ্যে মরে বা পেন্সন পায়, ততটী চাকুরী খালি হয়। আবার মাহিষ্য, রাজুই প্রভৃতি জাতি শিক্ষায় অগ্রসর হচ্ছে। আর মুসলমান ভ্রাতাদের ত কথাই নাই। হাজার হাজার গ্রাজুয়েট—হাজার হাজার চাকুরী কোথায় পাওয়া যাবে? চাকুরীকে উদ্দেশ্য করলে চল্‌বে না। আর ডিগ্রীধারীদের ভাল চাকুরীরই বা সম্ভাবনা কোথায়? বৎসরে ৭টী ডেপুটী ও ৩টী মুনসেফ্ হয়, অন্য ভাল চাকুরীর সংখ্যাও এই অনুপাতে। সুতরাং এরজন্য পাগল হওয়ার মত পাগলামী আর কি আছে কল্পনাও করতে পারা যায় না। আমরা চাকুরীর ভাগাভাগির জন্য বেঙ্গল প্যাক্ট করছি, আর আস্তাকুঁড়ের উচ্ছিষ্ট হাড় ক'খনার ভাগ করে বেশী আর কম হবে কি? এ নিয়ে দু' পাড়ার দুদল কুকুরের মত চেঁচিয়ে মরছি, হায় রে কপাল! এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জোরে বাঙ্গলার টাকায় বাঙ্গালীর দেশ কল্‌কাতা ও সহরতলীর মালিক হয়ে যাচ্ছেন মাড়োয়ারী! মাড়োয়ারীরা ব্যবসা করে, কোটিপতি হয়, আর আমরা কেবলমাত্র চাকুরী করি। আমাদের দেশের শিক্ষা কেবল চাকুরীর জন্য হয়ে উঠেছে। সেজন্য সারা ভারত এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত আমরা যাই। বাংলার হিন্দুমুসলমান সবাই সমান—কেবল এই চাকরী নিয়েই যত বাড়াবাড়ি, তা কেরাণীগিরি থেকে ৬৪ হাজারী মন্ত্রীপদ পর্য্যন্ত! হাওড়ায় পুল পেরিয়ে দেখবে এক ছটাক মাটি বাঙ্গালীর নেই। কথায় বলে—"লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গাড়ী ঘোড়া চড়ে কারা? —মোটরে ইংরাজ ও মাড়োয়ারী চলেছে কিন্তু বাঙ্গালীরা সব ডেলি প্যাসেঞ্জার কেরাণী! আমাদের দেশে অপরে কোটীপতি, আর আমাদের কেবল হা অন্ন! হা অন্ন!

---

# ডাকাইতি নিবারণের উপায়।

বাঙ্গলার পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারল মিঃ সিমসন ও গবর্ণর লর্ড লিটন উভয়েই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ডাকাইতি নিবারণ করিতে হইলে "গ্রামরক্ষক দল" গঠন করা অত্যাবশ্যক।

মিঃ সিমসন লিখিয়াছেন "১৯২২ সালে বাঙ্গালা দেশে ৮৯৬টী ডাকাইতি হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল ২০ ঘটনায় ডাকাইতদিগকে বাধা দেওয়া হইয়াছিল। পুলিস সংখ্যা যথেষ্ট না থাকাতে প্রত্যেক গ্রামে পুলিস রাখা অসম্ভব, সচরাচর থানা হইতে দূরবর্ত্তী গ্রামেই ডাকাইতি হইয়া থাকে। পুলিসের নিকট যখন ডাকাইতির সংবাদ পঁহুছে, তখন ডাকাইতের কোন চিহ্নই আর পাওয়া যায় না। সময় মতে গ্রামে উপস্থিত হইয়া ডাকাইতের আক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না।

গ্রামরক্ষার সর্ব্বোত্তম উপায় গ্রামরক্ষক দল গঠন করা। বহু বৎসর হইল, অনেক জেলায় এইরূপ দল গঠিত হইয়াছে। এই দলসমূহ ডাকাইতের আক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষা কার্য্যে অতি উত্তম সহায় হইয়াছে।

বাঙ্গলার গবর্ণর বলিয়াছেন, "গ্রামরক্ষক ভলাণ্টিয়ারদল যে উত্তম কার্য্য করিয়াছে, আমি তাহা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি। যদি চোরেরা জানে যে, কাহারও

বাড়ী সুরক্ষিত, তবে চোর কখনও সে বাড়ীতে চুরি করিতে যায় না। তেমনই কোন অঞ্চলের লোকেরা ডাকাইতির সংবাদ পাইবামাত্র দলে দলে আক্রান্ত বাড়ী রক্ষার জন্য যদি অগ্রসর হয় ও পুলিসের সাহায্য করিতে বাহির হয়, ইহা জানা থাকিলে সে অঞ্চলে ডাকাইতি হইতে পারে না। সুতরাং ডাকাইতি নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় ভলাণ্টিয়ার দল সংগঠন।”

ইনস্পেক্টর জেনারল ভলাণ্টিয়ারদের সৎকার্য্যের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত মণ্ডলপাড়ার এক বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল। গ্রামের ৫০ জন ভলাণ্টিয়ার তখন গ্রাম দর্শনে বহির্গত হইয়াছিল। আক্রান্ত বাড়ীর লোকজনদের চীৎকার শুনিয়া তাহারা বন্দুক ও লাঠি সহ সেই বাড়ী রক্ষা করিতে যায়। ডাকাইতেরা ব্যর্থকাম হইয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়।

রঙ্গপুর জেলার কোন গ্রামের ভলাণ্টিয়ারগণ রাত্রিকালে গ্রাম দর্শনে বহির্গত হইয়া অবগত হয় যে, কয়েকজন বদমায়েস বাড়ীতে নাই। সেই রাত্রে সৈদপুর থানার অন্তর্গত এক গ্রামে ডাকাইতি হইয়াছিল। ভলাণ্টিয়াগণ অনুপস্থিত লোকদের সংবাদ থানায় পাঠাইয়াছিল। পুলিশ সেই সংবাদ পাইয়াছিল। পুলিশ সেই সংবাদ পাইয়া ভলাণ্টিয়ারদের সাহায্যে বদমায়েসদিগকে গ্রেপ্তার করে। একজন ডাকাইতির কথা স্বীকার করে। এই সূত্রে পুলিশ বদমায়েস দলকে চালান দেয়। ভলাণ্টিয়ারদের সাহায্য ব্যতীত ঐ অঞ্চলের বদমায়েসদিগকে সাজা দেওয়া কখনও সম্ভবপর হইত না।

যদি প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ ভলাণ্টিয়ার দল সুশৃঙ্খল ভাবে গঠিত হয়, তবে দস্যুতা দমন সুসাধ্য হইতে পারে। জেলার পুলিস ভলাণ্টিয়ার দল গঠনে বিশেষ সাহায্য করিবেন। যে সকল ভলাণ্টিয়ার ডাকাইত ধরিয়া দেয়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পুরস্কার-স্বরূপ অর্থদান করিয়া থাকেন।

আমরা ইনস্পেক্টার জেনারল ও গবর্ণরের মুখে গ্রামরক্ষক ভলাণ্টিয়ারদের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অস্ত্রসজ্জিত গ্রামবাসীদের সাহায্য ভিন্ন চুরি ডাকাইতি, নারী হরণ প্রভৃতি দুষ্কার্য্য কখনও দমন করা যাইতে পারে না। আমরাও আশা করি, বাঙ্গলার প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম-রক্ষার জন্য ভলাণ্টিয়ার দল গঠিত হইবে।

কেবল দুষ্কর্ম্ম দমন নহে, বিবিধ সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানও এই ভলাণ্টিয়ার দল ভিন্ন অসম্ভব।

ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিও শিশুমৃত্যুনিবারণ, পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ, কচুরি পানা ধ্বংস করণ, দারিদ্র ক্লেশ বিমোচন, শিক্ষা ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসারণ প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্য সংহতিবদ্ধ চেষ্টার উপর নির্ভর করে। আমরা তাই গ্রামগুলির অভাববিমোচন ও শ্রীসম্পদ-বৃদ্ধির জন্য ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে ভলাণ্টিয়ার-দের মনেও শৌর্য্যবীর্য্যের সঞ্চার ও পরোপ-কারজনিত বিমল আনন্দ ও আত্মপ্রসাদের উদয় হইবে। হিতবাদী—

আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে এবং উৎসাহ দিলে ভলাণ্টিয়ার পাওয়াও অসম্ভব হইবে না। তবে অস্ত্রশস্ত্র দিতে হইবে। পুলিশ যেন এইরূপ ভদ্রসন্তান দিগকে সম্মানের চক্ষে দেখেন, পুলিশকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যক।

কাঃ সঃ

**কাজের লোক অফিস।**

**২নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।**

কলিকাতা ২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিতও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

## দেখুন !

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা আপনার আবশ্যক জানাইলে পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o. Manager,
"Businessman."

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফ
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষ
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। ক্যাপ্তেমা
ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ডি, এন, রায়, এম ডি ; জে, এন, ঘোষ এম
ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস ; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস
নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস ; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল
এম, এস ; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগ
আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন
সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ
আমাদের মাদারটিংচার ।৵০ ; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৷৵০ । ইহার কমে আমর
পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

**EXPORT MERCHANTS**

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied ;

**STEAMSHIP LINES**

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

**DEALERS SEEKING AGENCIES**

can be printed at a cost of £1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,**
**25, Abchurch Lane, London, E. C. 4**
**ENGLAND.**
**Business established in 1814.**

# ছাপার কাজ।

সমস্ত প্রকার ছাপার কাজ আ
সুন্দর রূপে শীঘ্র এবং সুলভ মূ
সম্পন্ন করিয়া থাকি। কাজের ক
পাঠাইলে দর দাম এষ্টিমেট দিয়া
থাকি।

ম্যানেজার
"কাজের লোক

---

## গ্রাহকগণের জন্য

# অভিনব সুযোগ।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪, সালের "কাজের লোক" সেট্ নিঃশেষ হওয়ার অল্প মাত্র ছাপার দরে বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যেক ভলিউমের মূল্য ৩৲, এই বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্রেই অর্ডার করিলে প্রত্যেক ভলিউম ৸০ বারো আনা হিসাবে পাইবেন। ভিপি স্বতন্ত্র। এই কয় ভলিউমে ঔষধ, নানাপ্রকার গৃহশিল্প প্রস্তুতপ্রণালী, ব্যবসায়ের বিবিধ কূটনীতি, কৃষিসম্পত্তি এবং চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আজই আসিয়া লইয়া যাউন, বা ডাকে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার,

"কাজের লোক।"

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার কলিকাতা।



## আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ — ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ — চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে এ সব কুলক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ — ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ নিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র ; প্যাকিং ও ডাকমাশুল সাত আনা।

## উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸৹ ছয় আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

# KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের
# ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে
মসা মাছি ছারপোকা মরে।
দিলে বিছানায়
মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয়॥

লণ্ডনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,
বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

Registered No. C. 45.

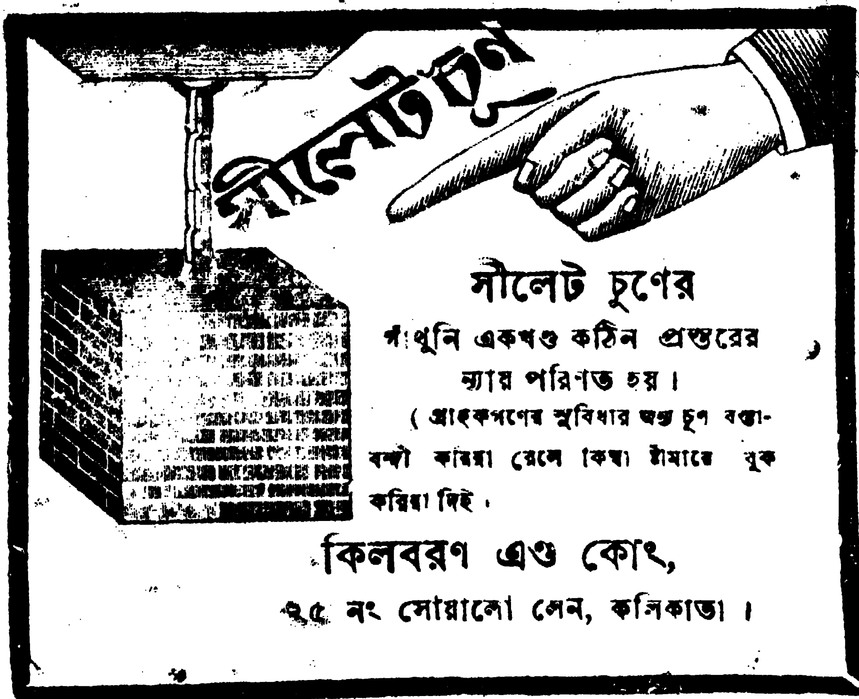
বার্ষিক মূল্য ১৲ **THE BUSINESSMAN.** বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲




Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। | New Series. February 1924, | নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী ১৯২৪। | Vol. XVIII No. 2. |




জার্ম্মাণী হইতে আনীত।

## অটো—অটো—অটো

গোলাপ, হেনা, মস্‌ক, এবং চামেলী প্রভৃতি ভারতীয় পুষ্পজাত গন্ধ সার—আতর। এসেন্স নয়। দীর্ঘকাল গন্ধ থাকে। শিশিগুলি দেখিলে মুগ্ধ হইবেন—প্রিয়জনকে উপহার দিবার একেবারে চমৎকার জিনিস—সুন্দর চিত্রবিশিষ্ট কার্ডবোর্ডে আঁটা। প্রত্যেক শিশি ॥০, ডজন ৫৲, দোকানদারগণ প্রত্যেক শিশি ১৲ টাকায় বিক্রয় করে। ডাকমাশুল ভিপি স্বতন্ত্র। ২ ডজন একত্রে সুন্দর কার্ডবোর্ড সমেত লইলে ৭॥০ টাকা। ছবিখানিই ১॥০ টাকায় বিক্রয় হইবে।

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
C/o Manager "কাজের লোক"
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার।

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

# এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

# ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজঃ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷৷০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.







অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা। Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

# কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE

১৮শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XVIII.

২য় সংখ্যা। FEBRUARY, 1924. ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪। No. 2.

## পিতৃদান

(ফরাসী গল্প)

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রথমেই আমরা এক ভারতীয় ট্রান্সপোর্ট সৈন্যদলের সহিত ফ্রান্সে যাই। বাঙ্গালা জন্মগত কেরাণী। তাই এই মহাযুদ্ধে কেরাণী-গিরিতেই আমার ডাক পড়িল। উপায় নাই, চাকরীর মায়া। তার উপর বাধ্যতা-মূলক সামরিক আইনের (conscription) গুজবও তখন খুবই উঠিয়াছিল। যখন রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে, তখন দোমনা হইয়া চাকরীটি খোয়াই কেন? হয় ত পৈত্রিক প্রাণটা লইয়া ফিরিতে পারিলে দেশে আসিয়া গোবর খাইয়া শুদ্ধ হইয়া অন্ততঃ একটু বড় দরের কেরাণীও হইতে পারিব, এ দুরাশাও যে না ছিল, এমন কথা গল্প করিয়া বলিতে পারি না। এমনি চাকরীগত প্রাণ আমরা।

করাচী হইতে জাহাজে উঠিলাম, ধীরে ধীরে জাহাজ বহিঃ সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আমাদের অনেকেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সামুদ্রিক পীড়া (Sea sickness)। সমুদ্রে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ অত্যন্ত দুলিতে থাকে। অনভ্যাস প্রযুক্ত অনেকেরই বমি, মাথার যন্ত্রণা, মাথা তুলিতে অক্ষমতা ইত্যাদি উপসর্গ জন্মিয়া থাকে। ইহাকেই সামুদ্রিক পীড়া বলে। এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয় নাই। শুধু ভারতীয় বলিয়া নয়, এরোগ অল্লাধিক ইউরোপীয়ানদেরও হইয়া থাকে, লেবুর রসই বর্ত্তমানে ইহার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

যে কথা বলিতেছিলাম, আমার সামুদ্রিক পীড়া হয় নাই। ডেকের উপর স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে দেখিয়া নাবিকেরা আমাকে তামাসা করিয়া born sailor বলিত।

ফ্রান্সে আসিলাম। তখন হইতে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হাঁসপাতাল গুলি একেবারে পূর্ণ। আহত ও রুগ্নের সেবার জন্য নূতন নূতন হাঁসপাতাল প্রতিদিন খোলা হইতেছিল।

একদিন চিঠি পাইলাম—ভি হাঁসপাতালের ডাক্তার দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—আমার বন্ধু অ-বাবু আহত হইয়া সেখানে আছেন। আমাকে দেখিতে চান।

মন বড়ই ব্যাকুল হইল। স্বদেশ হইতে হাজার মাইল দূরে, সমস্ত অপরিচিত অনাত্মীয়ের ভিতর এইরূপ বিপদে পড়িয়া অ-বাবুর মনের অবস্থা তখন কেমন, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের তাহা জানিবার কথা নয়। সাহেবকে বলিয়া এক সপ্তাহের ছুটি লইলাম।

ট্রেণ চলিতেছে মার্ণ-উপত্যকার ভিতরে দিয়া ধীরে ধীরে, গাড়ীতে সিড্‌নি আমার সহযাত্রী ছিল। সিডনির সঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে এক ট্রেঞ্চে আলাপ হয়। সে শিক্ষিত এবং উদার হৃদয় যুবক। ভারত-বাসী বলিয়া আমাদের উপর তাহার ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষ নাই। তাহার সঙ্গে আমার দেশ সম্বন্ধে প্রায়ই আলাপ হইত। আমাদের বর্ত্তমান আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত তাহার খুবই সহানুভূতি আছে। সিডনি ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু কবির মত ভাবপ্রবন। আমাদের বন্ধুত্ব ক্রমে খুবই গাঢ় হইয়াছিল। গাড়ী মার্ণ উপত্যকার ভিতরে আসিলে, সিডনি বলিল, শোন দেবেন। তোমাকে একটা সত্য ঘটনা মূলক গল্প বলি। দুই বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। এইখানে এমনি সময়ে তাকে আমি প্রথম দেখি।

"হেনরিয়েটা গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে তাকাইয়াছিল। সে জেরার্ডের কথা ভাবিতেছিল। তাহার সম্মুখে একজন মহিলা বসিয়া ছিলেন। কাল পোষাক পরা—মুখ চোখে তার বিষাদের কালিমা। একজন পরিণত বয়স্ক ভদ্রলোক আর এক কোণে ছিলেন। ভদ্রলোকের পোষাকের পারিপাট্য, কোটে অনেকগুলি সামরিক চিহ্ন (decorations) দেখিয়া তিনি যে উচ্চপদস্থ, তাহা বুঝিতে কাহারও ভ্রম হয় না। ভদ্রলোককে দেখিয়া হেনরিয়েটার মনে যেন কেমন ভয়ও বিরক্তিজনক ভাবের উদয় হইতেছিল। তাহার মুখ ভাব কঠিন, চক্ষু বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ভ্রূরোম ঘন ও মোটা। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া হেনরিয়েটার পূর্ব্ব মনিবের কথা মনে পড়িতেছিল। হেনরিয়েটা কিছুদিন পূর্ব্বে এক পোষাকের দোকানে কাজ করিত। এইরূপ চেহারার মিল, আশ্চর্য্য বটে, এই সাদৃশ্য দেখিয়া আর একজনের কথা হেনরিয়েটার মনে পড়িতেছিল।—সে জেরার্ড। জেরার্ডের সঙ্গে ইহার আকৃতির সমতা আছে। এই কথা মনে হওয়ায় সে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

এপার্ণে, প্রাতঃরাশের সময়। মহিলা স্যাণ্ডউইচ খাইতেছিলেন। হেনরিয়েটাকেও কিছু খাইতে অনুরোধ করিলেন। হেনরিয়েটা প্রথমে আপত্তি করিল, পরে লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। শেষে মহিলার অনুরোধ এড়াইতে পারিল না।

দুজনের ভিতর আলাপ চলিতে লাগিল। একে অন্যের নিকট আত্মকাহিনী বলিয়া মন হাল্কা করিতেছিলেন। মহিলা একজন সেনানীর বিধবা স্ত্রী। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার দুইটি ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে আছে। ছোট ছেলেটির পায়ে আঘাত লাগিয়াছে, তত গুরুতর নয়। সে এখন ল্যাঙ্গ হাঁসপাতালে আছে। মহিলা তাহাকেই দেখিতে যাইতেছেন।

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর আপনি ?'

হেনরিয়েটা আড়চোখে কোণের ভদ্রলোকটির দিকে চাহিল। তিনি চক্ষু মুদিয়া আছেন, বোধ হইল নিদ্রিত, হেনরিয়েটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

মহিলা হেনরিয়েটার এই ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিলেন।

"আপনি স্বামীর নিকট যাইতেছেন, বোধ হয়।"

"হাঁ, আটমাসের উপর তাহাকে দেখি নাই।"

জেরার্ড প্রথমে করপোরাল ছিল। এখন সব-লেফ্‌টেনাণ্ট হইয়াছে। জেরার্ড বহু যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু কখনও নিজ কৃতিত্বের শ্লাঘা করে নাই, কিংবা শারীরিক কষ্টের জন্যও অনুযোগ করে নাই।

হেনরিয়েটা আরও দুইজনকে জানিত। তাহারাও জেরার্ডের সঙ্গে যুদ্ধে যায়। তাহাদের উভয়েরই শেলের আঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। জেরার্ডও অসুস্থ। হাঁসপাতালে আছে।

হেনরিয়েটা বলিতেছিল, জেরার্ডের ব্রঙ্কাইটিস হইয়াছে। সম্ভবতঃ ৪।৫ দিনেই ভাল হইয়া যাইবে। এইজন্য জেরার্ড হেনরিয়েটাকে দেখা করিতে লেখে নাই। কিন্তু জেরার্ড হাসপাতালে আছে। হেনরিয়েটা কি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে ? তাই হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদের জন্য হেনরিয়েটা এখানে সেখানে নানা আফিসে ছুটোছুটি করিয়াছে। ভাগ্য-ক্রমে তার এক ভাই গবর্ণমেণ্টের কোন অফিসে কাজ করিত—সামান্য কাজ—তবুও কোনরূপে উপায় হইল। আজ সকালেই হেনরিয়াটাকে এক মিথ্যা গল্প কৌশলে

বলিতে হইয়াছিল। সে যেন এক ডাক্তারের স্ত্রী। অনেকগুলি পাওনা টাকা আদায় করিতে ভি যাইতেছে। সামরিক নিয়ম অনুসারে সামান্য কিংবা বিনা প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে যাইতে দেওয়া হয় না। যে হাঁসপাতালে জেরার্ড আছে, সেটি ভি নগরেরই কাছে। কিন্তু সে কথা খুব গোপন রাখিতে হইবে।

ট্রেণ চলিতেছিল। সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। ঐ ত সার ভেঁ দেখা যায়। এমন সুন্দর সহরটি, এখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে।

মহিলা পুনরায় আত্মকাহিনী বলিতে লাগিলেন। হেনরিয়েটাও নিজের ব্যথা একটু একটু বলিতে লাগিল।—হেনরিয়েটার স্বামী? তিনি কি করেন। হাঁ, তিনি ভাল আর্কিটেক্ট।—রু—দে—পিরামিডে তাহার অফিস!

মহিলাটির কথা মধুর এবং ব্যবহার বড়ই সুন্দর। তিনি সেই শ্রেণীর লোক যাহাদের কাছে অন্তরের গোপনতম কথাটিও বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারা যায়। হেনরিয়েটা এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। তাহার গুপ্ত কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, কাহারও কাছে সমুদয় অকপটে বলিয়া মনকে হাল্‌কা করিবার প্রলোভন দমন করা তাহার পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

না। হেনরিয়েটা তাহার স্বামীকে দেখিতে যাইতেছে না। জেরার্ড তাহার বন্ধু। কিন্তু হেনরিয়েটা একমাত্র জেরার্ড-কেই ভালবাসে। তাহাকে ছাড়া সে অন্য কাহাকেও ভালবাসে নাই। হেনরিয়েটা তাহার মনিবের ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল বলিয়া, সে তাহাকে ছাড়াইয়া দেয়। ঠিক সেই সময়েই জেরার্ডের সঙ্গে তাহার পরিচয়। সে চার বৎসর পূর্ব্বের কথা।

মহিলার অন্তঃকরণ সহানুভূতিতে দ্রব হইয়া আসিল।

তারপর খোকা এল।

হেনরিয়েটা কাঁদিয়া ফেলিল।

আঠার মাসের শিশু। ঠিক যেন তাহার পিতার ছবি। কেমন মিষ্টি তাহার চেহারা, গণ্ডে গোলাপী আভা। ঠিক এক বৎসর বয়সেই খোকা হাঁটিতে শিখিয়াছিল।

তখনও তাহাদের বিবাহ হয় নি কেন? জেরার্ড বিবাহ করিবার জন্য খুবই ইচ্ছুক। জেরার্ড তাহাকে খুব ভালবাসে। তাহার চিঠিগুলি ভালবাসা মাখান। প্রতিদিন সে একখানি করিয়া চিঠি পায়। কোন দিন তাহার ব্যতিক্রম হয় না। জেরার্ড তাহাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে—বিশেষ খোকা হইবার পর। কিন্তু জেরার্ডের আত্মীয়স্বজন এ বিবাহে বিরোধী ছিলেন। এখনও আছেন।

বাপ? না মা?

বাপ। তিনি একজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহারা চান জেরার্ড তাহাদের সমকক্ষ ঘরে বিবাহ করে। তারপর হেনরিয়েটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাঁদের দিক থেকে ভাব্‌লে, বিশেষ দোষ দিতেও পারি না।"

ট্রেণ চলিতে লাগিল। হেনরিয়েটার মনে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা তোলপাড় করিতে লাগিল। বিবাহ! বার-লে-ডকে এটা কি খুবই কঠিন? তাহার কাগজ পত্র সমুদয় ঠিক আছে। শুধু তাহাতেই কি চলিবে? বারেলে গেলে ও ভ আরও ৪ ঘণ্টা কাল গাড়ীতে যাইতে হইবে।

জেরার্ডকে দেখিয়া কত সুখী হইব। আচ্ছা সে যদি না থাকে, হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া গিয়া থাকে! সকালবেলা যে চিঠি পাইয়াছে, তাহাতেও সেই ভাবের কথাও একটু লেখা ছিল। না, তথাপি যাইতেই হইবে। না গিয়া কি হেনরিয়েটা থাকিতে পারে?

মহিলা হেনরিয়েটার গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "অত জোরে কথা বলিও না।" কেন? কি হইয়াছে? হেনরিয়েটা ফিরিয়া চাহিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ভদ্রলোকটি জাগিয়াছেন। খবরের কাগজে নিবিষ্ট মন। তিনি কি সব শুনিয়াছেন? হেনরিয়েটা ভদ্রলোকের দিকে চাহিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভদ্রলোকটিও মাথা তুলিয়া হেনরিয়েটার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন—তাহার দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু, সন্দেহপূর্ণ। সে দৃষ্টি হেনরিয়েটার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল। ভদ্রলোক পূর্ব্বস্থানে বসিলেন।

হেনরিয়েটার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কিছুতেই সে ভয় দূর হইল না। নানা কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। সে শুনিয়াছিল, ট্রেণে গুপ্তচর ভ্রমণ করে, আরোহীদের উপর লক্ষ্য রাখা তাহাদের কাজ। সে নিজের দোষেই ধরা পড়িল। অসাবধানতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। মহিলা তাহার মনের ভাব অনু-

তবে বুঝিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

বার-লে-ডাকে হেনরিয়েটা নামিয়া ষ্টেসনে বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেই একজন অফিসার আসিয়া গেটে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। হেনরিয়েটার মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণা করিল। আরোহিদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য সকলকে একস্থানে দাঁড় করান হইল। কি সর্ব্বনাশ! তবে ত হেনরিয়েটার কোন আশাই নাই। ট্রেণের সেই ভদ্রলোক যখন আগে আগে যাইতে লাগিলেন, তখন হেনরিয়েটার সব ভরসা লোপ পাইল, লাইনে দাঁড়াইবার সময় হেনরিয়েটা দেখিল, ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। ভদ্রলোক সেনাধ্যক্ষের তাঁবুর নিকট গিয়া একজন আর্দ্দালির হাতে একখানা কাগজ দিলেন।

হেনরিয়েটার পা কাঁপিতে লাগিল। হাত হইতে ব্যাগ পড়িয়া যাইবার মত হইল। সে বিনা চেষ্টায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার প্রাক্‌কালেই দেখিতে পাইল— তাহার শত্রু সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ট ভাবে আলাপ করিতেছেন। ভগবান্! হেনরিয়েটা বুঝিতে পারিল, তাহার সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইতেছে। ভদ্রলোক করমর্দ্দন করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। এইবার হেনরিয়েটার পালা। তাহার মনে হইল, তাহাকে যেন জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, "আপনি ভার্দ্দুন রো তে মাদাম রোজের নিকট যাইতেছেন? আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন" বলিয়া একখানি বড় খাতা খুলিয়া বলিলেন, মাদাম ২৩শে মার্চ্চ সে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার আশা বৃথা হইয়াছে।"

"কিন্তু"—

"পারিসের গাড়ী দুইঘণ্টার ভিতরে ছাড়িবে।"

"কিন্তু—"

"দয়া কোরে ওয়েটিংরুমে যান।"

কিন্তু কি আশ্চর্য্য!

সেনাধ্যক্ষ সাধারণ গুটি কত প্রশ্ন করিলেন। বোধ হইল, হেনরিয়েটার জবাবে সন্তুষ্ট হইলেন।

"মাদাম, আপনি যাইতে পারেন।" সেনাধ্যক্ষের কথা অতি কোমল।

হেনরিয়েটা বাহিরে আসিলেন। বুকের বোঝা নামিয়া গেল। নির্ভাবনার নিশ্বাস ফেলিল। লোক কত না অস্বাভাবিক কথাই কল্পনা করে!

একজন কুলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখান থেকে ভি যাবার কোন গাড়ীর ব্যবস্থা আছে?"

"এভেনিউয়ের শেষ দিকে হোটেল ডি-পারির সাম্‌নে। আর আধ ঘণ্টার ভিতরেই ছাড়িবে, কিন্তু আপনার যদি টিকিট করা না হইয়া থাকে"—

হেনরিয়েটা দ্রুতপদে সেই দিকে গেল। ঐ ত দরজার সামনে অমনিবাস।

কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সিট খালি আছে?"

"সিট? না, সব ভর্ত্তি।"

"সামান্য একটু স্থান?"

"বড় সিটেরও যে দাম, ছোট সিটেরও তাহাই।"

"আমি এইমাত্র পারিস হইতে আসিয়াছি।"

"আপনি চন্দ্রলোক হইতে আসিলেও সে একই কথা।"

কণ্ডাক্টার অসভ্য, জানোয়ার, তাহার নিকট আর কোন আশা নাই।

হেনরিয়েটা তখন বিভ্রান্তচিত্তে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছিল, আর দেখিতেছিল, আরোহিগণ একে একে আসিয়া দিব্যি আরামে 'বাসে উঠিয়া বসিতেছে। তিনিই নন? ঐ যে ট্রেণের সেই ভদ্রলোক 'বাসের দিকে আসিতেছেন।

এখন তাহাকে দেখিয়া, হেনরিয়েটা আর ভয় পাইল না। বিপদে পড়িয়া তাহার ভয় দূর হইয়াছে। অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! এতদূর আসিয়াও সমস্ত নিস্ফল হয় বুঝি। জেরার্ড হয় ত ট্রেঞ্চে অদ্যই ফিরিয়া যাইবে। কাল হয় ত আর তাহার সহিত দেখা হইবে না। হেনরিয়েটা নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছে।

কণ্ডাক্টার চীৎকার করিয়া বলিল, "সময় হইয়াছে, আপনারা শীঘ্র গাড়ীতে উঠুন।"

ভদ্রলোক হেনরিয়েটার নিকটে আসিয়া নম্রভাবে বলিলেন, "মাদাম, আপনি ভি যাইবেন?"

হেনরিয়েটার আর ভয় কি? তাহার ত সব আশাই লোপ পাইয়াছে। সে বলিল, "হাঁ, মহাশয়, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার আর যাইবার কোন উপায় নাই।"

"আমি একটু চেষ্টা করিয়া দেখি।"

হেনরিয়েটা ভাবিল, তাই ত, ইহাকে এত ভয় করিয়া কি ভুলই না সে করিয়াছে। ভদ্রলোক কণ্ডাক্টারকে বলিলেন, কিন্তু সে লোভে, ভয়ে কিংবা অনুরোধে কিছুতেই রাজী হইল না।

"বার জন, তার বেশী একজনও লইতে পারিব না। সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। আপনি অনর্থক বিলম্ব করাইতেছেন।"

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করিলেন। হেনরিয়েটার দিকে তাকাইলেন। হেনরিয়েটাও নিরাশ ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। ভদ্রলোক দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের টিকিটখানাই হেনরিয়েটার হাতে দিলেন।

হেনরিয়েটা নির্ব্বোধের মত তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। ধন্যবাদ দিতেও ভুলিয়া গেল।

"আপনি? আপনি কিরূপে যাইবেন?"

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তাহার কাজ তত জরুরী নয়। তাহার বিশ্বাস, তাহার চেয়ে হেনরিয়েটার প্রায়োজন বেশী।"

হেনরিয়েটা বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠিল।

কণ্ডাক্টার সশব্দে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া সস্থানে বসিয়া চাবুক তুলিল।

হেনরিয়েটা বিহ্বলভাবে জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়, ধন্যবাদ। কাহার অনুগ্রহে আমি"—

ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার ভ্রু আরও কুঞ্চিত হইল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। তিনি পকেটে হাত দিলেন। পকেট বই ও একখানা কার্ড বাহির হইল। কয়েক পা দৌড়িয়া গিয়া কার্ডখানা হেনরিয়েটার হাতে দিলেন। হেনরিয়েটা কার্ড দেখিল—তখন সমস্তই বুঝিতে পারিল। ভদ্রলোক জেরার্ডের পিতা।

হেনরিয়েটার তখন হাসিমাখা মুখ, চোখে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের অশ্রু। সে কাহার উদ্দেশ্যে হস্ত চুম্বন করিল।

গাড়ী "ডি" ষ্টেশনে আসিল। আমি ও সিডনি নামিয়া পড়িলাম।

লেখক শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বাগ্‌চী B. A.

---

# যৌথ-কারবার।

একার মূলধনে বড় কারবার করা সম্ভব নয় এবং যদি ক্ষতি হয়, তাহাহইলে একজনের সর্ব্বস্ব যায়। এইজন্য অন্ততঃ ৭জন অংশীদার একত্র মিলিয়া মূলধন ন্যস্ত করিয়া যে কারবার করা হয়, তাহাকে বলে যৌথ-কারবার বা লিমিটেড্ কোম্পানী। ৭জন অংশীদারের কম নয়, তাহার উপর যত ইচ্ছা অংশীদার লওয়া যাইতে পারে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন তাহার নাম ইণ্ডিয়ান কোম্পানী আইন। (The Indian Companies Act of 1882 & 19 13, its subsequent act of amendment by Act VI of 1987 এবং এই এই আইন সংক্রান্ত অন্যান্য আইনগুলি যাঁহারা যৌথ কারবার করিতে চাহেন, তাঁহাদের পাঠ করিয়া তাহার সমস্ত নিয়ম কানুন বুঝিয়া তবে একার্য্যে নামা উচিত।

এই যৌথ কারবারের পদ্ধতি বিদেশীয়, এবং এদেশে যত লিমিটেড্ কোম্পানী দক্ষতার সহিত চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই বিদেশীয়গণের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। এখনকার এদেশীয় অনেক ব্যবসায়ী বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের অনুকরণে যৌথ-কারবার করিতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেউলিয়া হইয়া যাইতেছে। ইহার কারণ এদেশীয়গণ এখনও একাজে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। সে বিষয় পরে আলোচনা করিয়া দেখান যাইবে।

এই যৌথ-কারবার খুলিয়া পূর্ব্বে সুদক্ষ আইনজ্ঞ এটর্ণির দ্বারা নিয়মাবলী গঠন করাইয়া লইয়া তবে এই কার্য্যে প্রবেশ করিতে হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে একের মূলধনে বড় কাজ করা অসাধ্য কিন্তু দশ জনের কি সহস্র জনের সামান্য সামান্য মূলধন একত্র হইয়া বড় মূলধন হইলে সে কাজ অসাধ্য এবং অসুবিধাজনক হয় না, এই সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জগতের সমস্ত যৌথ-কারবার চলিতেছে।

যৌথ-কারকার হয় দুই প্রকারের। যথা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (Private Limited Company) এবং পাব্‌লিক Public।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কাহাকে বলে তাহাই বুঝাইতেছি। কোন একটা কারবার ছিল বা আছে, বা নূতন কারবারে পাঁচজন অংশীদার একত্র এবং একমত হইয়া সেই ব্যবসায়ের সমস্ত কার্য্যের দায়িত্ব নিজেরা লইয়া ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আইন

অনুসারে রেজষ্টী করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে বাহিরের কাহাকেও Share বা অংশ বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করা না হয় এইজন্য ইহার নাম প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানী, ইহাতেও লিমিটেড কোম্পানীর মতই কাজ চলিয়া থাকে সেইজন্য লিমিটেড্ কোম্পানীও বলা হইয়া থাকে। Public Limited Company পাবলিক লিমিটেড্ কোম্পানী কাহাকে বলে—যাহাতে উপরোক্ত পাঁচজন অংশীদার ব্যতিত অনেক সাধারণ লোককেও অংশীদার লওয়া হয়, তাহার নাম পাব্লিক লিমিটেড্ কোম্পানী।

রাম, শ্যাম, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির এই পাঁচজন ছেলে তাহাদের পিতার কারবার ছিল, সেইটাকে লিমিটেড্ করিতে ইচ্ছুক হইয়া Indian Company's Act এর নিয়মানুসারে কারবারটীকে লিমিটেড্ করিয়া লইল। এইরূপ কোম্পানীর একটা মূল্য ধরা হইল যেন পাঁচ লক্ষ টাকা, উহারা পাঁচজনেই যেন সেই পাঁচ লক্ষ টাকা দিল—এবং লাভ লোকসান সমস্তরই তাহারা ঐ পাঁচজনেই দায়ী হইয়া কাজ চালাইতে লাগিল, ইহাই হইল প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানী। ইহাদের মধ্য হইতেই কেহ মেম্বর, কেহ ডাইরেক্টার কেহ বা সেক্রেটারী হইয়া কার্য্য চালায়—হিসাব পত্র রাখে।

লাভ সকলেই সর্ত্তানুসারে গ্রহণ করে। পব্লিক লিমিটেড কোম্পানীর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। কাহারও কারবার ছিল বা নাও থাকিতে পারে, একটা কারবারের মোট মূলধন যেন আন্দাজ করিয়া লওয়া হইল মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য ধরা হইল ১০০৲, দশ হাজার জন অংশীদার সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহার ভিতর এমন যদি কেহ থাকেন যে তিনি একাই হয় তো অর্দ্ধেক অংশ খরিদ করিতে পারেন বা ৪।৫ জনে অর্দ্ধেক খরিদ করিলেন, আর বাকি অর্দ্ধেক ক্যানভাষার বা দালাল রাখিয়া অংশীদার সংগ্রহ করিয়া ঐ দশ লক্ষ টাকা উঠিয়া যে কারবার চলিতে লাগিল, তাহাই হইল পব্লিক লিমিটেড্ কোম্পানী। ঐযে ১০০৲ টাকা করিয়া অংশ নামার কাগজ বিক্রয় হইল, তাহার নাম ইংরাজীতে Share বা অংশ। বৎসরের শেষে লাভ লোকসান হিসাব হইয়া খরচ খরচা বাদে যাহা খাঁটী লাভ হইল, সেই লভাংশ সমস্ত অংশীদারকে বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া হইল। ইহাকে ইংরাজীতে বলে Divident ডিভিডেণ্ট বলা হয়।

এইখানে আর একটা কথা বলিবার আছে। শেয়ারের বা অংশের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। যথা প্রাইভেট্ শেয়ার, (Private share) সাধারণ অর্থাৎ Ordinary Share আর Preferential share, যে সমস্ত অংশের কাগজ কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যেই বিক্রয় হইয়া যায়, তাহাই Private share নামে অভিহিত হয়। আর যেসকল Share বা অংশ সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া বা দালাল দ্বারা সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয়, তাহাকেই সাধারণ বা Ordinary share বলে। Preferential share, অনেকটা ঐ অর্ডিনারী শেয়ারের মত, তবে ইহার বিশেষত্ব, ইহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট লভাংশ দিতে হয়। অন্য শ্রেণীর অংশের কারবারের লাভ লোকসানের হিসাব হইয়া যদি লাভ হয়, তবে অংশ পায়। কিন্তু ইহার একটা বিশেষত্ব ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট ডিভিডেণ্ট দেওয়াতো হইয়াই থাকে, আরও একটা সুবিধা, যদি কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া Liquidationএ যায়, অর্থাৎ দেওলিয়া হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দেওলিয়া আফিস আগে এই Share এর টাকা দিয়া তবে অরডিনারী প্রভৃতি শেয়ারের টাকা দিয়া থাকেন।

যৌথ কারবার অর্থাৎ লিমিটেড্ কোম্পানী মাত্রেরই বৎসরের মধ্যে ২ বার হিসাব নিকাশ হয় এবং বৎসরে ২ বার মোনফা দেওয়া হইয়া থাকে। যেসকল কারবারের কোম্পানী যত বেশী ডিভিডেণ্ট বা লাভ দিতে পারেন, তাহাদেরই শেয়ার বা অংশ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এইজন্য ভারতের বড় বড় সহরে যথা বম্বে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে লিমিটেড কোম্পানীর অংশ বিক্রয়ের জন্য বাজার আছে, তাহাকে Share Market বলে। সেখানে প্রত্যহ অংশের কাগজের কেনা বেচা হইতেছে। সে কথা আর একদিন বলা যাইবে।

Lequidation বা দেওলিয়া কি?

কারবারে যখন ক্রমাগত ক্ষতি হইতে থাকে, তখন কারবার আর থাকিতে পারে না। দেউলে হইয়া যায়, যাহাকে বলে ফেল্ হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের হাতে সেই কারবারের হিসাবপত্র যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সেই সকল সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিয়া যাহা পান, তাহাই গবর্ণমেণ্টের খরচা বাদ কোম্পানীর অংশীদারগণের

মধ্যে বাঁটোবারা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ইহারই নাম কারবারের লিকুডেশনে যাওয়া—অর্থাৎ আমাদের চলিত কথায় গণেশ উল্টান। কোম্পানীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যদি তেমন কিছু থাকে, তবে অংশীদারগণ কিছু কিছু পোড়া ঘরের কাঠের মত পায়, নচেৎ কিছুই পায় না। সর্ব্বস্বই যায়।

---

# Indian Coal Business.

## ভারতে কয়লার ব্যবসায়।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে দুইটি শ্রেণীর কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমটি গোন্দওয়ানা খনি, ঐ বিভাগের মধ্যে বঙ্গের গিরিধি, ঝরিয়া, জয়ন্তী, রাণীগঞ্জ, বোখারো, সম্বলপুর, প্রভৃতি মধ্যভারতের সোহাগপুর, উখারিয়া প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের পেঁচ উপত্যকা, মোহপানি ইয়েটন, চন্দা প্রভৃতি এবং হাইদ্রাবাদের সিঙ্গারেনি প্রভৃতি স্থান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিভাগ হইল ভৌগলিক তৃতীয় স্তরের। ইহার মধ্যে বেলুচিস্থানের খোস্ত, কানাড প্রভৃতি, আসামের মাকুম প্রভৃতি, পঞ্জাবের ঝিনাম, মিয়াওয়ানি প্রভৃতি, রাজপুতনায় বিকানির প্রভৃতি ও ব্রহ্মের লৈয়ান প্রভৃতি খনি। সমগ্র ভারতের শতকরা ৯৭॥০ ভাগ কয়লা প্রথম বিভাগের মধ্যে।

### খাদের মুখে কয়লার মূল্য।

১৯১৮ সালে ভারতে খাদের মুখে কয়লার প্রতি টনের মূল্য ছিল ৪।৵০ ১৯২০ সালে তাহা ৫৶০ হয় এবং ১৯২২ সালে ৭॥৶০ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রতিটন কয়লার খাদের মুখে মূল্য ছিল ১৬৶০, ফ্রান্সে ৯৶০ জার্ম্মনিতে ৭৸৴০, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৭৴০ জাপানে ১০৸৵০ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫।০। ইয়ুরোপে মজুরের জন্য অধিক ব্যয় হয়, তাহা ছাড়া খাদগুলি বেশী গভীর এই সকল কারণে পাশ্চাত্যদেশে কয়লার মূল্য অধিক হয়। ভারতে মাটির নিকটেই কয়লা পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া ভারতের মজুর সস্তা।

### রেলভাড়া।

প্রতি টন কয়লা রাণীগঞ্জ হইতে কলিকাতা আনিতে ৩৴০ রেলগাড়ী ভাড়া পড়ে, কানপুরে ৮।০, দিল্লীতে ১১, বোম্বাইতে ১৫।৵০ ও করাচীতে ১৭।৵০ রেলভাড়া পড়ে। জাহাজে প্রতি টন কয়লা কলিকাতা হইতে পাঠাইতে নিম্নলিখিতরূপ ভাড়া পড়ে।

| স্থান | ১৯২০ সাল | ১৯২২ সাল |
|---|---|---|
| বোম্বাই | ১১৶০ | ১০৲ |
| মাদ্রাজ | ১২৲ | ৭৴০ |
| রেঙ্গুন | ১১৸০ | ৬।০ |
| করাচী | ২২॥০ | ১০॥০ |

### মজুর সংখ্যা।

১৯২২ সালে ২০০৯১৩ জন লোক কয়লা তুলিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; ১৯২১ সালে ২০৫৮৭৯ জন লোক ছিল।

| প্রদেশ | পুরুষ | স্ত্রীলোক | বালক বালিকা | মোট | শতকরা | গড়ে কত কয়লা উঠে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিহার উড়িষ্যা | ৭২৪৩৩ | ৪৪৬১০ | ২৭৪৭ | ১১৯৭০০ | ৫৯'৬ | ১০৬ টন |
| বঙ্গদেশ | ২৮৯৫৬ | ১৫৫৫০ | ৩৮৭ | ৪৪৮৯৩ | ২২'৪ | ৯৬'৪ ,, |
| আসাম | ৩০৯৬ | ৪৪৪ | ৯৬ | ৩৬৩৬ | ১'৮ | ৯৫'৭ ,, |
| সমগ্র ভারত | ১১৭৬১০ | ৬৫৬৫৪ | ৪২৪৭ | ২০০৯১৩ | ১০০ | ৯৪'৬ ,, |

### প্রতি লোক কত কয়লা তোলে।

১৯১৯ সালে ভারতীয় মজুরগণ যতটা কয়লা তুলিত, ১৯২০ সন হইতেই প্রায় ২০ টন কয়লা তোলা কম হইয়া গেল। ১৯১৯ সনে উহাদের বেতন বাড়াইয়া দেওয়া হয়; তাহার ফলে মজুরগণ অধিক দিন কার্য্যে অনুপস্থিত থাকিতে লাগিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কম কয়লা তুলিতে লাগিল। ভারতের মজুরগণের দায়ীত্বহীনতার প্রমাণ ইহাপেক্ষা অধিক আর নাই।

জন প্রতি গড়ে

| সাল | কত কয়লা তোলা হইয়াছে |
|---|---|
| ১৯১৮ | ১০৮।০ টন |
| ১৯২০ | ৯৪।০ টন |
| ১৯২১ | ৯৩।০ টন |
| ১৯২২ | ৯৪।০ টন |

অপর দিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কত অধিক কয়লা মজুরগণ উঠায় আহা নিম্নে দেওয়া হইল।

জনপ্রতি গড়ে কত

| স্থান | কয়লা তোলা হইয়াছে |
|---|---|
| আমেরিকার যুক্তরাজ্য | ৭৪৩ টন |
| ইংলণ্ড | ১৪৩ ,, |
| জর্ম্মণী | ১৮৬ ,, |
| ফ্রান্স | ১৩২ ,, |
| ভারতবর্ষ | ৯৪ ,, |

ভারতে যত কয়লা পাওয়া যায়, তাহার শতকরা ৫২।০ ভাগ ঝরিয়া হইতে ও ২৭।০ ভাগ রাণীগঞ্জ হইতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রায় ৮০ ভাগ কয়লা বঙ্গদেশ হইতে পাওয়া যায়।

বাকী ২০ ভাগ ভারতের সর্ব্বত্র হইতে পাওয়া যায়।

ঐ কয়লার শতকরা ৩০॥০ ভাগ রেলে ব্যবহৃত হয়, বস্ত্রের কলে শতকরা ৫।০ ভাগ, পাটের কলে ৪৮০ ভাগ, লৌহের কারখানায় ১২ ভাগ, নদীগামী ষ্টিমারে ৫ ভাগ, ইষ্টকাদি নির্ম্মাণে ১·২ ভাগ, কয়লার খাদে ব্যবহার ও নষ্ট হয় ১২·৩ ভাগ এবং গার্হস্থ্য কার্য্যে ও ক্ষুদ্র শিল্পে শতকরা ২২॥০ ভাগ ব্যবহৃত হয়।

১৯১৩—১৪ সালে ১৪২টা কোম্পানি কয়লার ব্যবসায় করিত এবং উহার মিলিত মূলধন ছিল ৭২৫ লক্ষ টাকা। ১৯২২—২৩ সালে তার স্থানে ২৮৮ কোম্পানি কয়লার ব্যবসায় করিত এবং উহার মিলিত মূলধন ১১৩৭ লক্ষ টাকা ছিল, এই সকল কোম্পানীর মধ্যে একটি কোম্পানির লাভের হিসাবে দেখা যাউক। ঐ কোম্পানি ১৯০১—০৫ সালে শতকরা ৩৭॥০ টাকা লাভ দিয়াছে, ১৯০৬—১০ সালে শতকরা ৯৬ টাকা, ১৯১১—১৫ সালে ৯১ টাকা, ১৯১৬—২০ সালে ১০৯ টাকা, ১৯২১ সালে ১৬০ টাকা এবং ১৯২২ সালে শতকরা ১৪৫ টাকা লাভ দিয়াছে। এইরূপে অনেক কয়লার ব্যবসায়ী লাভ পাইয়াছে।

ভারতে কয়লা বহনের জন্য রেল ভাড়া প্রতি টন ও প্রতি মাইলে ২⅓ পাই। কেবল হাবড়া পর্য্যন্ত ৪॥ পাই প্রতি মাইল কিন্তু জাপানে রেল ভাড়া প্রতি টন প্রতি মাইল ৵ পাই।

সঞ্জীঃ।

---

কৃষি-কথা।

# Indian Sugar Industry.

# ভারতীয় ইক্ষুর চাষ।

ইণ্ডিয়ান ইনডাসট্রিয়াল কনফারেন্সে মিঃ মুকতার সিং ইক্ষু চাষের উন্নতিকল্পে একটা বক্তৃতা পাঠ করেন, তাঁহার মোটামুটী কথা এই যে, ভারতে ইক্ষুর উন্নতির জন্য যে সকল বিশেষ প্রয়োজনীয় উপকরণ আবশ্যক, তাহা অতি সহজেই প্রচলন করা যাইতে পারে।

১ম—উৎকৃষ্ট চিনি উৎপাদনের জন্য যে সকল ইক্ষুর ছাল পাতলা সেইরূপ ইক্ষুই উৎকৃষ্ট। কারণ তাহার রস সহজে এবং নিঃশেষরূপে বাহির হইয়া যায়। কঠিন ছাল-ওয়ালা ইক্ষুর রস সহজে নিঃশেষভাবে বাহির হয় না।

২য় কথা—ইক্ষুর বীজ অর্থাৎ ডগা এদেশে সাধারণতঃ উপরের অংশটুকু লওয়া হইয়া থাকে। বিশেষ বাছাই করিয়া লওয়া হয় না। ইহাতে রুগ্ন গাছ জন্মে। যে সকল ইক্ষু বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তাহারই ডগা বীজরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

৩য় কথা—কৃষকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, ইক্ষুর চাসে অন্য সার অপেক্ষা Green Manureই অধিক উপযোগী। এই গ্রিন মানিওর' বা সবুজ' সার সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে জমিতে ইক্ষুর চাষ করা হইবে, তাহাতে লাঙ্গল দিয়া নীল গাছের বীজ অথবা মটর, না হয় ধৈঞ্চা বীজ ছিটাইয়া দিয়া একবার জল সেচন করিয়া দিলে চারা বাহির হইবে। সেই চারাগুলির ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল দিয়া পুনরায় চাষাইয়া দিয়া উত্তমরূপে জল সেচন করিয়া দিতে হইবে, তাহার পর যখন সেই সকল গাছ পচিয়া মাটীর সহিত মিসিয়া যাইবে, তখন এই সার ইক্ষুর পক্ষে অতি সুন্দর এবং শক্তিপ্রদ সার হইবে। ইক্ষুক্ষেত্রে অনেকে রেড়ীর খোল ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু এদেশে এই গ্রীন বা সবুজ সার কেহই দেন না—দিলে ইহার ফল দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। Hemp শন পাটের বীজের সবুজ সার ইক্ষুর চাষে অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া অভিজ্ঞগণ প্রশংসা করেন। ইক্ষুক্ষেত্রে নীল ও মটরের চারা ইক্ষু চাষে শন গাঁজা পাট গাছের চারার সার অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও অব্যবহার্য্য নহে।

তারপর আবশ্যকীয় বিষয় নিড়ান এবং কোড়া ও জল সেচনের কাজ। এই কাজটী লক্ষ্য রাখিয়া যথাসময়ে না করিলে ইক্ষুর রোগ জন্মে—গাছে পোকা ধরিয়া যায়।

তারপর ইক্ষু কাটিয়াই তাহার যত শীঘ্র পারা যায়—রস মাড়িয়া লওয়া উচিত—নচেৎ ইহার মধ্যে রস খারাপ হয়—ইহার মধ্যে একটা রাসায়নিক বিকৃতি হওয়ার জন্য গুড় ও চিনি খারাপ হইয়া যায়।

---

# ভোজন-প্রণালী।

( লেখক ডাঃ শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী। )

ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ, বহু সহস্র বৎসর গবেষণা করিয়া আহারপ্রণালী সম্বন্ধে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পড়িয়া দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে,—

( ১ ) আর্য্যজাতির আহারের প্রথমে ফল আহার করা চিরপ্রথা, আর অতি আধুনিক উন্নতিশীল বিজ্ঞানও ইহা বুঝিয়াছেন অথচ সাহেবদিগের অনুকরণ করিয়া অনেকে ভোজনের শেষ ভাগে ফল আহার করিয়া থাকেন, তাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। ভোজনের পূর্ব্বে ফলের সঙ্গে মুগের অঙ্কুর, ছোলার অঙ্কুর, আহার করা বঙ্গবাসীদিগের চিরপ্রথা ছিল, এখন এই প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। ইহা অতি উপকারী পদার্থ, ইহা আধুনিক মল্টের সমান উপকারী, অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে ইহা খাইলে আহার্য্য অতি সত্বর পরিপাক হইয়া যায়।

( ২ ) ভোজনের প্রথমে ঘৃত আহার করা আর্য্যজাতির বিশেষ বিধি; এমন কি, এঁঠো পাতে ঘৃত খাওয়া বিশেষ নিষেধ ছিল; ইহার গূঢ় অভিপ্রায় আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে ঠিক করা অতি দুষ্কর কার্য্য, তবে জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার পাউলো, নানা প্রকার পরীক্ষায় বুঝিয়াছেন যে, ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত কিম্বা তৈল মলদ্বারে পিচকারি দ্বারা প্রবেশ করাইলে, অম্ল নিঃসরণ হ্রাস হয়। আবার অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও রুটী খাইলে অম্লবৃদ্ধি করে, কিন্তু গরম গরম লুচি খাইলে অম্ল হ্রাস হয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঋষিবাক্য অবহেলা না করিয়া ভোজনের প্রারম্ভে ঘি খাওয়া কর্ত্তব্য।

( ৩ ) ঘৃতের পর শুক্তো প্রভৃতি ঈষৎ তিক্ত দ্রব্য আহার করা চিরপ্রথা; আধুনিক বিজ্ঞান X—Ray বা রঞ্জন আলোর সাহায্যে অতি বিস্তীর্ণভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন যে অল্প তিক্ত দ্রব্য আহার করিলে আমাদের পাচক রস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, এজন্য অতি আধুনিক উন্নতিশীল বিজ্ঞান আহারের পূর্ব্বে কোয়াসিয়ার কাথ ( Infussion Quassia ) জল মিশাইয়া কম তিক্ত করিয়া খাইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। বিজ্ঞানের এই যুক্তি এতদিন পাশ্চাত্য দেশবাসীরা অবগত ছিলেন না, এজন্য ইহাদের মধ্যে আহারের পূর্ব্বে মুখরোচক এবং ক্ষুধাকারক বলিয়া মাংসের যুস্ (Soup) খাওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। এই মাংসের যুস্ নিতান্ত তামসিক আহার। যাহারা নিরামিষ ভোজী, তাহাদের পক্ষে মাংসের যুসের পরিবর্ত্তে কলাই জাতীয় শস্তের যুস্ ( Peas juice ) আহারের পূর্ব্বে পান করা প্রশস্ত; ইহার ভাবার্থ এই যে, শুক্তোর ঝোল সাত্ত্বিক আহার। তামসিক প্রকৃতির লোকের নিকট ইহার আস্বাদ সুখদ নহে, এজন্য এই শ্রেণীর নিরামিষাশীর পক্ষে অতি অল্পতিক্ত কোয়াসিয়ার জল অথবা কলাই জাতীয় শস্তের কাথ্ ভোজনের প্রথমেই পান করা আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত। ডাক্তার পাউলো ইহার নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

( ৪ ) যাহারা আমিষ ভোজী, তাহারা আপন আপন রুচি অনুসারে মৎস্য এবং মাংসাদি আহার করিবেন এবং নিরামিষ-ভোজী, ডা'ল, তরকারী আদি আহার করিবেন; কিন্তু ইহার মধ্যে একটী জটিল বিচার আছে। ইতিহাস-পাঠে জানা যায়, যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশের যে স্থানের লোকেরা যত পরিমাণ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানানুমোদিত আহারের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সে দেশের সর্ব্বস্থানের লোকেরা আজকাল ( Race degeneration ) অর্থাৎ জাতিগত স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে বলিয়া সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে ঘোষণা করিতেছে। আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার আজকাল আদর্শস্থল বলিয়া সকলে অবগত আছেন। এই আমেরিকায় জাতিগত অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ইংলণ্ডেও জাতিগত অবনতির স্রোত অতি প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতেছে। জাতিগত অবনতির যত কারণ আছে, অনুপযুক্ত আহার তাহার একটী প্রধান কারণ। পৃথিবীতে যত দেশে যত জাতি বাস করে, তাহার মধ্যে ইংরাজ এবং আমেরিকাবাসী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাংসভোজী; তাহার কারণ এই যে, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের পাশ্চাত্য-চিকিৎসকগণ পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে অধিক পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পণ্ডিতগণ জগৎকে নানা প্রকারে এতকাল পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন যে, মাংসস্থ Protied বা ছানা জাতীয় অংশ যে প্রকার সহজে আমাদের উদরে পরিপাক হয়, অন্য কোন খাদ্যস্থ ছানা জাতীয় পদার্থ তত সহজে পরিপাক হয় না। ইহারা আরও উপদেশ

যে, কোন কারণে যদি আমাদের শরীর নিরক্ত এবং শক্তিহীন হয়, তবে মাংস আহার করিলে মাংসন্থ ছানা জাতীয় অংশ সহজে পরিপাক হইয়া, শীঘ্র নিরক্ত বা, শক্তিহীনতা বিদূরিত হইয়া শরীর সবল হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের প্রতি সহরে বহুসংখ্যক উক্ত রোগের হাসপাতাল আছে। তথায় যে সমস্ত রোগী আছে, তাহারা নিজ নিজ বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক যথেষ্ট পরিমাণ মাংস আহার করে। তবে তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে শক্তিক্ষয় রোগে ভোগে কেন ?

আমেরিকা দেশের লোককে, সভ্য জগতের সর্ব্বত্র ( Nation of Dyspeptic) পেটরোগা জাতি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে। ইহাতে বিচারক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই একটী তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, মধ্য-ভারতে "গণ্ড" জাতি, যদি শকুনি গৃধিনীর ন্যায় মৃতদেহের কাঁচা ও পচা মাংস আহার করিয়া দীর্ঘজীবী হইতে পারে, তবে আধুনিক সভ্যতার অনুমোদিত মাংসের চপ্, কাট্‌লেট্, গ্রেল, রোষ্ট, কালিয়া, কোর্ম্মা, কোপ্তা আদি আহার করিয়াও জাতিগত অবনতি হয় কেন ?

ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে আর্য্যঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। আর্য্যঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ সাত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক এই তিন প্রকার আহার-ভোজী জীবের মধ্যে পরস্পরের আহার এক অপরের পক্ষে বিরুদ্ধ, সুতরাং এই প্রকার বিরুদ্ধ আহারে রোগ হয় এবং ইহাই অকালমৃত্যুর কারণ। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি তামসিক আহার-ভোজীর পক্ষে, গরু-মহিষের খাদ্য, ঘাস-বিচালি আহার করা মৃত্যুর কারণ হয়, বানরজাতি ফল-পাতাহারী, মাংস খাওয়া শিখাইলে, তাহাদের রোগ ও অকালমৃত্যু হয়, কেবল তাহা নহে, যে জীবের যত পরিমাণ এবং যত সময় পরে পরে আহার করা অভ্যাস, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া আহার করা অভ্যাস করাইয়া, অভ্যাসমত ক্ষুধা জন্মাইয়া দিলে সে জীবের রোগ হইয়া অকালে মৃত্যু হয়। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণ আলিপুরের Zoological Garden বা পশুশালায় ভিন্ন জাতীয় পশু পক্ষীর আহার-নির্ব্বাচন-প্রণালী মনোযোগ পূর্ব্বক বিচার করিলে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে মনুষ্য জাতির আহার সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মধ্যভারতে বিমিশ্র তামসিক আহার ভোজী গণ্ডজাতি কাঁচা ও পচা মাংস আহার করিয়া যদি ১৩০।১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তবে তাহাদিগকে আলু, পটল আদি করিয়া মাংসের সঙ্গে তরকারী খাইতে আরম্ভ করাইলে, তাহারা আর কখন দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না। এই বিচারে বুঝিতে হইবে, বিরুদ্ধ প্রকৃতি-উপযোগী আহার করিলে, কেহ কখন দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। এদিকে আবার ফল, মূল, তরকারী, ভাত, ডাল, রুটি, মৎস্য, মাংস, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, সন্দেশ, মিঠাই ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রকৃতির উপযোগী আহার্য্য নিত্য নৈমিত্তিক রূপে বাল্যকাল হইতে যথা পরিমাণে সামঞ্জস্যভাবে আহার অভ্যাস করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার, বরং অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং আধুনিক ডাক্তার-দিগের পরামর্শ অনুসারে মিশ্র-ভোজী হওয়া অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইহার ভাবার্থ এই যে, পাশ্চাত্য ডাক্তারী খাদ্য-পুস্তকে যে শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যে প্রকার পরিশ্রম করে, তদনুসারে একটী করিয়া খাদ্যের তালিকা লিখিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি যে প্রকার পরিশ্রম করে, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ, Protied বা ছানা জাতীয়, Carbo-Hydrate বা ঘৃত জাতীয়, Hydro-carbon বা শ্বেতসার জাতীয় অর্থাৎ তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাংস, দুগ্ধ, ছানা, ডাল, ঘৃত, তৈল, চিনি, তরকারী, ফল, ইত্যাদি ভোজন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা হিন্দুর ছেলে, হিন্দু-পরিবারে আশৈশব লালিতপালিত, তাঁহারা তিন পাতা ডাক্তারী পড়িয়া উপাধিগ্রস্ত হইলেই, কি করিয়া এই সমস্ত ভুলিয়া সাহেব-প্রকৃতি হন !

## দুর্ম্মূল্যতা এবং সাংসারিক ব্যয় বাহুল্যতা।

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ১০ বৎসরের আগেকার মূল্যের সহিত তুলনা করিলেই দেখা যায়, প্রায়ই দ্বিগুণের উপর হইয়াছে বা প্রায়ই কাছাকাছি হইয়া উঠিয়াছে। কমিবার নামমাত্র নাই। সে সকলের উৎপন্ন যদি প্রচুরও হয়, তাহা হইলেও দোকানদার-

গণ তাহা কমাইবে না। ঘৃত তখন অন্ততঃ টাকায় তিন পোয়া বিক্রয় হইয়াছে, ১০ বৎসরের পূর্ব্বে টাকায় ৴১ সের ১।০ পূয়া আমরাও দেখিয়াছি, এখন টাকায় ।৵০ পাচ ছটাকও পাওয়া যায় না। দুগ্ধ চারি আনা সের এক রকম চলন সই পাওয়া যাইত. এখন ।৵০ আনা সের—তাহাও অর্দ্ধেক জল অর্দ্ধেক দুগ্ধ—তাহাও প্রায় গাভীর নয়, মহিষের—জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া গাভীর দুগ্ধ বলিয়া বিক্রয় হয়। তরিতরকারী পটল এই চৈত্র মাসেও পাচ আনা হইতে ।৷০ আট আনা সের বিক্রয় হইতেছে। মাছ ৸৵০ হইতে ১৲ সের। বেগুণ দশ পয়সা সের—এক সেরে ৩টী বেগুণ ধরে। কত আর দেখাইব? একটা লোক খুব কষ্টে শ্রষ্টে খাইতে গেলেও সহরে চাল, ডাল, লবণ, ময়দা একটু ঘৃত ও দুধের কথা বাদই দেওয়া গেল, মাছ তরকারী বাড়ী ভাড়া ইত্যাদিতে ১৲ হইতে ১।০ আনার কমে হইবার নয়। পল্লীগ্রামের অবস্থাও ঠিক এইরূপই। একে সেখানের যাহা কিছু জন্মায়, রেলের সাহায্যে সহরে চলিয়া আসে, সেখানকার লোকে খাইতে পায় না। আবার তাহারা এত অকর্ম্মণ্য অলস যে অতি জঘন্য দুরবস্থায় থাকিলেও কেবল দেনা বৃদ্ধি করিতেছে, কিন্তু প্রতিকারের জন্য কোন প্রচেষ্টাই তাহাদের নাই। এই সকল নানাকারণে দৈন্য দশা এতই বৃদ্ধি হইয়া পড়িতেছে যে, এই বাঙ্গালী জাতির আর যে কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি হইবে, এমনতো মনে করিবার কোন আশাই হৃদয়ে স্থান পায় না। এ সকল জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু জন্মিবার পরিমাণ খুবই কম হইতেছে। কারণ এই সকল গার্হস্থ্য অনেক দ্রব্য আগে লোকে আপনাদের পতিত জমীতে আবাদ করিত, বাজারে অনেক জিনিস কিনিত না, সুতরাং আমদানী দ্রব্যের সুলভতা ছিল। লোকে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, ভাল করিয়া খাইতে পাইতেছে না, কাজেই বাঙ্গালীর দেহ রোগের আকর ভূমি হইয়াছে। পয়সা নাই—গোপালন করা আজকের বাজারে সহজ নয়। কাজেই ঘৃত দুগ্ধ অপ্রচুর সুতরাং দুর্ম্মূল্য হইবারতো কথা। তাহার উপর রেলের কল্যাণে পল্লীর মুখের খাবার সহরে চলিয়া আসিতেছে। দেনাদার পল্লীবাসী—মামলা বাজ পল্লীবাসী—টাকার খাঁকতিতে উৎপন্ন দ্রব্য দুদিন ধরিয়াও রাখিতে পারে না সুতরাং তাহাদের ঐ খাটা খুটাই সার. ফলে সব অন্তঃসার শূন্য। পেটে খাইতে পায় না—তাহার উপর কুঁজোর চিত হইয়া শুইবার সাধ কম নয়—ধন কুবেরের স্ত্রীর ন্যায় স্ত্রীকে সাজাইতে চায়,নিজের সিগারেট বিড়ির জন্য, তামাক, টীকে আফিংএর জন্য—অন্যান্য নেসাটা ভাংটার জন্য—পোষাক পরিচ্ছদ আসবাবের জন্য দৈনিক অন্ততঃ আট আনা পয়সা কর্ত্তার চাইতো—এদিকে অনেক লোকেরই দৈনিক এক পয়সার আয় নাই—তবে চলে কিসে—দেনায়। সহরে যাহারা চাকরী করিতে আসে দশ—পনের—বিশ ত্রিশ টাকা যাহা পায়, তাহা এখানকার পেট খরচায় যায়—থাকে কি? টাকাটা সিকেটা হইতে কারও কাহার ৮।১০ টাকা। ১০০ বিঘা জমী যদি পল্লীগ্রামে থাকে কাহারও—তাহাকে বাড়ী করিয়া খাইতে হয়। কেন? দেশ কেবল ধান চাষ করিয়া বসিয়া থাকে—সকল বৎসর ধান হয় না, সমস্ত আকাশ বাহিনী জমী, সকল স্থানেও নদী খাল বিল নাই, কেনেল নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রায় ৫ বৎসর পরে এক বৎসর হয়তো কিছু কিছু ধান পায়, তবে চলে কিসে? ঐ দেনায়—রেজষ্টী আফিসগুলি সর্ব্বদাই সজীব হইয়া আছে, মামলা মোকদ্দমার বিরাম নাই, লোকে পরস্পরকে ধ্বংস করিয়া নিজে অন্নের সংস্থান করিতে চাহিতেছে, তাই এত কামড়া কামড়ী—পরস্পর পরস্পরের রক্ত মাংস খাইবার জন্য সদা লালায়িত। কাজেই ধর্ম্ম, ন্যায়পরতা, মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়া দানবীয় লীলা আরম্ভ হইয়াছে—দেশটার শান্তি মাত্র নাই—অভাবী অনুদ্যোগীদের যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। সহরেও সেই অবস্থা। অসম্ভব ব্যয়—অসম্ভব দুর্ম্মূল্যতা, অসম্ভব বিলাসিতা, অসম্ভব ফেরেববাজী—সহরেও দানবী লীলা।

দেশ যে নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে, এইটাই বিশেষ কথা। কেন না যে জাতীয় ধন সম্পদ থাকে না, সে জাতি হীন সাহস, অকর্ম্মণ্য, অনুদ্যোগী—হইবেই—সে ঘুমাইয়াই থাকিবে—তাকে জাগান কঠিন কথা। নৈতিক জাগরণের সূত্রপাত হইলে ব্যক্তিগত জাগরণ সুরু হয়। তাহার পর সমগ্র জাতি যখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে বা বুঝিবার চেষ্টা করে,তখনই হইল জাগরণ। দেশ এখনও তেমনতো জাগে নাই, পল্লীযুবক এখনও নিশ্চেষ্ট—মিছে আমরা বলিয়া বেড়াই দেশ জাগিয়াছে, হয়তো সে জাগরণ সহরে কতক, কিন্তু পল্লীগ্রাম এখনও নিদ্রিত—তাঁহাদিগকে জাগাইবার কোন চেষ্টাও নাই, খুব চেঁচাচিচিতে কখন কোথাও কেহ চক্ষু মিলিয়াছে বটে—কিন্তু গ্রাহ্য করে নাই।

কেননা এমন মামুলী চিৎকার তাহারা অনেকবারই শুনিয়াছিল জাগিয়াছিল—আবার ঘুমাইয়াছিল। জাগিয়া কি হইবে? অর্থাভাব—সাহস উৎসাহ অভাবের দিকে তাকাইলেই নিভিয়া যায়। কবি কালীদাস ঘরে ভাতের চাল নাই শুনিয়াই কবিতা রচনা ভুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, দরিদ্রতাই আমাদের সাংঘাতিক উপসর্গ। এই দরিদ্রতার অন্যান্য অনেক কারণ আছে, আর দুর্ম্মূল্যতাও একটা বিশিষ্ট কারণ। এই দুর্ম্মূল্যতা আমরাই স্বাবলম্বী হইয়া দূর করিতে পারি, যদি উৎপন্নের দিকে আন্তরিক যত্ন করি। অনেক পতিত জমীতে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন করা অসম্ভব নয়, যদি আমরা দাসত্ব ছাড়িয়া এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে শিখি। সে বিষয় কেহ চিন্তা করিতেছেন এমতো দেখিতেছি না।

দেশের বা নিজের অবস্থার উন্নতি করা সেটাতো মুখের কথায় হইবার নয়। তাই বলি, এই দুর্ম্মূল্যতা কমাইবার ক্ষমতা তোমার হাতেরই মধ্যে—চেষ্টা কর, যাহাতে দুগ্ধ ঘৃত মৎস্য তরিতরকারী উৎপন্ন করিয়া তোমাকে সহজে বাজারে কিনিতে না আসিতে হয়। জাগ তুমি—নিজের অবস্থা নিজে একবার হিসাব নিকাশ করিয়া দেখ—যে নিজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বুঝিতে দেখিতে চেষ্টা করে না—সে আবার সমস্ত জাতীর কি উপকার করিবে? অভাবে যাহার স্বভাব নষ্ট, সে কিছু করিতে পারে না। সে, ঐ সারাদিন জুজুর ভয়ে জড়সড় হইবেই। তাই সকলের অপেক্ষা আগের চেষ্টাই হওয়া উচিত আত্মোন্নতির। কিন্তু অভাব না ঘুচাইতে পারিলে আত্মা হওয়াই অসম্ভব সেইজন্য উৎপাদনের দ্বারা নিজে নিজেই দুর্ম্মূল্যতার হাত হইতে মুক্ত হইতেই হইবে, নচেৎ অন্য উপায় নাই এইটা চিন্তা কর। সঃ

## Household Informations

## গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

পোড়া ঘায়ে চায়ের কেট্‌লি হইতে চা খাওয়ার পর যে চা ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা তুলিয়া দগ্ধ স্থানে বান্ধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয়। যদি ঘরে বিপদের সময় এমন চা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কিছু চা গরম জলে ফেলিয়া দিয়া সামান্য কিছুক্ষণ রাখিলে চার পাতা খুলিয়া যাইবে। সেই চাকে পুনরায় ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া দগ্ধ স্থানে চাপাইয়া দিলেই যন্ত্রণা দূর হইবে।

শরীরকে সুস্থ এবং বলিষ্ঠ রাখিবার জন্য প্রাতে এবং শয়নের পূর্ব্বে এক গ্লাস শীতল জল পান করিলে শরীর খুবই সুস্থ থাকে। যাহাদের অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, তাহাদের এবং দোষযুক্ত যকৃত রোগীদের এইরূপ জলপানে মহৎ উপকার হইয়া থাকে।

## কাপড়ে রঙ্গের দাগ উঠাইবার উপায়।

দোর জানালায় যে সকল রং দেওয়া হয়, সেই রং কাপড়ে লাগিলে উঠান কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এমোনিয়া এবং টারপিন সমপরিমাণ মিশাইয়া যে স্থানটায় রং লাগিয়াছে, তাহাতে লাগাইয়া দাগ গুলিকে বেশ করিয়া ভিজাও—এইরূপ ২।৩ বার করিয়া গরম সাবানের জলে কাচিয়া লইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

## লৌহের মরিচা উঠাইবার উপায়।

মড়িচা ধরা লৌহকে ঠিক আয়নার মত মসৃণ করা যাইতে পারে। এক খণ্ড মোমকে একখণ্ড নাকড়ায় বান্ধিয়া পুটলীর মত করিয়া লইয়া লৌহটাকে গরম করিয়া তাহার উপর ঐ পুটলী দিয়া প্রথমে ঘষিয়া তাহার উপর লবণ ছড়াইয়া দিয়া শুষ্ক কাপড় দিয়া ঘষিলেই সমস্ত মড়িচা উঠিয়া গিয়া চকচকে আয়নার মত মসৃণ হইয়া যাইবে।

## সহজ সাধ্য অগ্নি-নির্ব্বাপক আরক।

যেখানে অগ্নি ভয়ের সম্ভাবনা, সেখানে নিম্নলিখিত উপায়ে আরক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ব্যবহার করিলে অনেকটা উপকার হইতে পারে।

| | |
|---|---|
| লবণ | ৩ পাউণ্ড ১॥ সের |
| জল | ৩ গ্যালন |

বেশ গলিয়া যাইলে তাহাতে যোগ করিতে হইবে—অর্দ্ধ পাউণ্ড Sal-ammoniac স্যালএমোনিয়াক। তাহার পর এই

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দ্রবটা বোতলে বোতলে পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা প্রজ্বলিত আগুনে ছিটাইয়া দিবামাত্রই আগুন নিবাইয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

---

## বস্ত্রে রক্তের দাগ উঠাইবার উপায়।

যে যে স্থানে রক্তের দাগ লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে Starch ষ্টার্চ্চের গুড়াকে জলে গুলিয়া বেশ গাঢ়ভাবে দাগের উপর লাগাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিবে, যখন বেশ শুকাইয়া যাইবে, একটা কোমল ব্রস দ্বারা ঝাড়িয়া দিলেই ষ্টার্চ্চের গুড়া গুলি ঝরিয়া যাইবে এবং কাপড়েও দাগ দেখিতে পাইবে না, কাপড়েরও কোন অনিষ্ট হইবে না।

---

## Home Industries.

## গার্হস্থ্য-শিল্প-শিক্ষা।

### PORTABLE INK. (Ink Paper.)

### কালীর কাগজ।

এই কাগজ যেখানে সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারা যাইবে, অথচ যেখানে সেখানে একটু জল পাইলেই কালী প্রস্তুত করিয়া লেখাও চলিবে। এনিলিন ব্লাক নামক এক প্রকার জর্ম্মাণ রং বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে একটু গাঢ়ভাবে গুলিয়া তাহাতে কাগজ ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, তারপর সেই কাগজখানিকে পোষ্ট-কার্ডের সাইজে কাটিয়া এন্‌ভেলপে পুরিয়া রাখিয়া দাও। যখন কালী প্রস্তুতের আবশ্যক হইবে, তখন এই কাগজের এক খণ্ড একটু জলে ভিজাইলেই সুন্দর কালী হইবে। ইহাকে বলে "Portable Ink" যেখানে ইচ্ছা নিরাপদেই সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায়।

---

## Ink Powder.

## উৎকৃষ্ট কালীর গুড়া।

Nigrosin নাইগ্রোসিন্ নামক একটা জিনিস ডাক্তারখানা সমূহে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার যতটুকু আবশ্যক লইয়া গুড়াইয়া একেবারে খিচশূন্য করিয়া ফেলিতে হইবে। এই চূর্ণ জলে গুলিলেই উৎকৃষ্ট স্থায়ী এবং সুন্দর কাল কালী হইবে।

---

## ভাল কালীর পাউডার।

Extract of Logwood—১৫০ ভাগ।
Bichromate of Potash—১॥ ভাগ।

একত্রে মিশাইয়া চূর্ণ করিয়া ফেল। ইহার সহিত নীলচূর্ণ অন্ততঃ শতকরা ৮ ভাগ মিশাইয়া যে পাউডার হইবে, ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ব্লু-ব্লাক কালী হইবে। ইহার সহিত গঁদের জল মিশাইয়া বড়ীও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

( সায়েন্টেফিক আমেরিকা )।

---

## Essence of Rose.

## গোলাপ নির্যাস প্রস্তুত প্রণালী।

Otto of Rose (Pure) ¼ Dr. Troy.
Alcohol (0·806) 1 Pint.

এই দুটা দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া একটা বোতলে পুরিয়া গরম জলে ডুবাইয়া রাখ, যে পর্য্যন্ত বোতলের ভিতরের জিনিসের উত্তাপ ফারণ হিটে ৮৫ ডিক্রি পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত গরম জলে রাখিয়া দাও। যখন দেখিবে ভিতরের এসেন্সটার উত্তাপ ৮৫ ডিক্রি হইয়াছে, তখন ইহাকে গরম জল হইতে উঠাইয়া বোতলের মুখ বেশ ভাল করিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া বোতল খুব ঝাঁকরাইতে থাক অর্থাৎ আলোড়িত করিতে থাক এবং যখন দেখিবে ভিতরের জিনিস বেশ শীতল হইয়া গিয়াছে, তখন এই যে গোলাপের এসেন্স প্রস্তুত হইল, ইহা বাস্তবিকই উৎকৃষ্ট জিনিস।

---

## Medical Notes.

অতিরিক্ত লবণ ব্যবহারে ঘোরতর অনিষ্টই হইয়া থাকে। Dr. H. L. Harris আমেরিকান চিকিৎসক সম্মিলনীর জর্ণালে লিখিয়াছেন, অতিরিক্ত লবণ খাইলে রক্তাধারে এবং মানুষের সন্ধি সমূহে নানাপ্রকার শরীরস্থ আবর্জ্জনা সঞ্চয়ের সাহায্য করিয়া বাত প্রভৃতি কঠিন রোগ ধরাইয়া দেয়। ইহা হৃদযন্ত্রের টিসুশেল সমূহেরও ঘোর অনিষ্ট সাধন করে। ইহা পাকস্থলী, মূত্রাধার, স্নায়ু

মণ্ডলী, এবং জনন যন্ত্র প্রভৃতিরও অনিষ্ট করিয়া থাকে। তামাক, কপি, চা, ভিনিগার প্রভৃতি খাইতে খাইতে যেমন অভ্যাস হইয়া যায়, কিন্তু ঘোর অনিষ্ট হয়, ইহাও সেইরূপ খাইতে খাইতে অভ্যাস হইলেও অনিষ্ট করিয়া থাকে। অনেকের কুঅভ্যাস আছে দেখিয়াছি, সমস্ত তরকারী প্রভৃতিতে উপযুক্ত লবণ থাকিলেও ইহারা খানিকটা লবণ ভাতের সঙ্গে মাখিয়া খাইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ইহা দ্বারা পরিপাক হইবার সাহায্য করে, কিন্তু বাস্তবিক অতিরিক্ত লবণ ব্যবহারে ঘোর অনিষ্টই হইয়া থাকে। ইহা পিপাসা বৃদ্ধি করে ইহার কারণ লবণ শরীরস্থ জলীয় অংশ, টানিয়া লইয়া পিপাসা সৃষ্টি করিয়া থাকে। ডাক্তার এইচ্ ওবিশন বলেন, একজন লোকের ১৫ হইতে বড় জোর ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত লবণ আবশ্যক, তাহা দ্বারা সমস্ত আবশ্যকতা মিটিয়া যায়। ইহার বেশী খাওয়া কখনও উচিত নয়।

---

মেডিক্যাল সমারি নামক চিকিৎসা বিষয়ক কাগজে প্রকাশ—যে "ভয়ানক বমি হইলে টিন্চার অফ্ আইডিন এক ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত ব্যবহার করাইলেই বমী বন্ধ হয়।"

অতি ভয়ানক বমি, এবং গা বমি বমি করা এক মাত্রা হোমিওপ্যাথিক ইপিক্যাক ৩০, দিলেই তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়, কদাচিৎ অন্য আবশ্যক হয়।

(সম্পাদক "কাজের লোক")

---

## (FOR BUSINESSMAN)

( সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত )

## দেশীয় মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

৺মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জীবনব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা সংগ্রহীত মুষ্টিযোগের খাতা খানি "কাজের লোকের" জন্য মরিবার সময় দিয়া গিয়াছিলেন। তাহা হইতে সাধারণের হিতার্থে বহুপূর্ব্বে কতক "কাজের লোকে" প্রকাশিত হইয়াছিল, আর বাকিটুকু সময় সময় প্রকাশ করিয়া স্বর্গীয় ভদ্রলোকের শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হইবে। মুষ্টিযোগগুলি তিনি বহু রোগীতে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

---

### হিক্কা।

শশার আঁতির রস পান করাইলে হিক্কা বন্ধ হয়। তাল শাঁসের জলও হিক্কার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ছারপোকাকে পোড়াইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলেও হিক্কা বন্ধ হইয়া যায়।

---

### হাঁপানী।

পুরান ঝিঙ্গের বীজের শাঁস ৩।৪টা, দুগ্ধে ভিজাইয়া ১ ঘণ্টা পেষণ করিয়া রোগীকে খাওয়াইলে সর্দ্দি সহজেই নির্গত হইয়া যায়, বমি ও শ্লেষ্মা বাহির হইতে থাকে সে জন্য কোন ভয় নাই।

---

### ত্র্যাহিক পালাজ্বর।

কচি লাউ ডগার রস নাকে টানিলে ভাল হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

---

### স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব।

### (Menorrhagia)

আতা গাছের ছাল উল্টা দিকে কাটিয়া তাহা জলের সহিত বাটিয়া একটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে প্রচুর রজঃস্রাব বন্ধ হয়।

ইহার পরিমাণ লেখা নাই। সুতরাং বিবেচনা করিয়া পরিমাণ ঠিক করাই বোধ হয় অভিপ্রেত।

কাঃ সঃ

---

## শোষ---(Sinus)

ক্যাষ্টর অয়েলের গাছের কচি ডগা অথবা আগা বাটিয়া ক্ষত স্থানে দিলে শোষ ভাল হয়। ক্ষত পরিষ্কার হইলে বোল্তার পুরাতন বাসা পোড়াইয়া তাহার ছাই গো-দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া ক্ষত স্থানে দিলে শোষ ভাল হয়।

---

### শ্বেত বা ধবলের ঔষধ।

১। কুলথ বা কুর্ত্তি কলাইয়ের দাউল জলে বাটিয়া সাদা স্থানে লাগাইলে নাকি ভাল হয়।

২। শ্বেত আকন্দের ডগা ও পাতার রস লাগাইলে সাদা স্থানগুলি স্বাভাবিক রং প্রাপ্ত হয়, এই সহজলভ্য মুষ্টিযোগটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই।

---

## EDITOR IN COUNCIL.

## সম্পাদকীয় মন্ত্রণা-সভা।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, মধ্যমগ্রাম বর্দ্ধমান।

প্রশ্ন। ছিহরীর পাকের বিশেষত্বটুকু জানতে চান।

উত্তরে জানাচ্ছি যে, হাতে কলমে ২।৪ বার কল্লেই কোন সময় পাক ঠিক হলো বুঝ্‌তে পারবেন। এদেশের অভিজ্ঞ কারিকর যদি সে কথা শিখাতে চাইতো, তাহলে সোণার ভারতের কত মূল্যবান কাজ নষ্ট হবে কেন? এদেশে যার দক্ষতা, তারই সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। আপনার অধ্যবসায় দেখে বাস্তবিকই আমার আনন্দ হলো—এমন উদ্যোগী লোক শতকরা একটা পেলেও কৃতার্থ হওয়া যায়। যাক্, আপনি আমার আগের প্রবন্ধে মিছরী প্রস্তুত প্রণালী পড়ে চেষ্টা করেছেন। আবার বলি, রসের ফুট যখন দেখ্‌বেন ছোট হয়ে আস্‌চে, তখনই বুঝবেন রসটা পাকা হয়ে এলো। তারপর দুই আঙ্গুলে করে একটা আঙ্গুলের মাথায় লাগান রসটাকে অর্দ্ধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত টান্‌লে যখন রসের তারটা বেড়ে যাবে, তখন চাপ দিলে যদি মচ্‌মচ্ করে ভেঙ্গে যায়, তখনই ঢাল্‌বার সময় হয়েছে।

একটু অধ্যবসায়ের সহিত কাজে লেগে কর্ম্মে আরম্ভ কল্লেই কোথায় গলদ হবে, তা বুঝতে বাকী থাক্‌বে না।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রক্ষিত।

---

শ্রীরামানন্দ সমধ্যায় (গ্রাহক)

প্রশ্ন। ষ্টিকিং প্লাষ্টার যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানাইয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর। আপনি ১৯০৯ সালের "কাজের লোকে জানুয়ারী সংখ্যায় ইহার প্রস্তুত প্রণালী পাইবেন। ইহা ক্ষতে লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, একবার এটা বাহির হইয়াছে।.. পুনরায় মুদ্রিত করিয়া "কাজের লোকের" স্থান নষ্ট করা আবশ্যক মনে করি না। কাঃ সঃ

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঘোষ (গ্রাহক)

প্রশ্ন। একটী ছেলের টীকা দেওয়ার পর হইতেই পেটের অসুখে কষ্ট পাইতেছে। নানারকম করাও গেল, কিন্তু বিশেষ কোন সুফল হয় নাই। কোন প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা আপনাদের দ্বারা হইতে পারে কি?

উত্তর। আপনি খোকাটীকে থুজা ২০০ শক্তির অনুবটিকা ২টী মাত্র একবার মাত্র দিবেন। টীকা দেওয়ায় কুফলে Thuja একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস আছে, বহু শিশুর এইরূপ উপসর্গ একমাত্রা ঔষধেই সারিয়াছে। ফলাফল জ্ঞাত করিলে বাধিত হইব।

---

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীবসন্ত কুমার দে—আপনার প্রবন্ধে বিশেষ কিছু শিখিবার নাই, সুতরাং প্রকাশিত হইল না।

শ্রীহিমাংশু কুমার সরকার। এ সকল সামাজিক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশের "কাজের লোকে" স্থানাভাব। শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশিত হইবে। ক্ষমা করিবেন।

---

# বিবিধ তথ্য।

মধ্য আফ্রিকায় এক শ্রেণীর যাযাবর বাস করে, তাহারা মেয়েদের বয়স ৯ বৎসর হইলেই তাহাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে এবং মোটা করিবার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সে দেশে মোটা মেয়েরাই সুন্দরী বলিয়া গণ্য হয় এবং বহু টাকা দিয়া বরেরা তাহাদের পাণিগ্রহণ করে।

---

## ডাকাতি সংখ্যা।

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ঐ বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত চারি মাসে ৪১২ টা ডাকাতি হইয়াছে। ১৯২২ সালে ঐ চারি মাসে ৫১৫টা ডাকাতি হইয়াছিল, অর্থাৎ এই বৎসর ১০৩টা ডাকাইতি কম হইয়াছে। উপরোক্ত ৪১২টা ডাকাইতির মধ্যে ৩৫৮টা ডাকাইতিতে কেহ ধরা পড়ে নাই। ৫৪ ডাকাইতির আসামী চালান হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ৯টা ডাকাত অভিযুক্ত হইয়াছে।

---

## জর্ম্মান যুবরাজ।

জর্ম্মণীর ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ যুদ্ধের পর হইতে ডেনমার্কে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে, তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি বার্লিন অথবা আর কোথাও না থামিয়া সাইলেসিয়া অঞ্চলে তাঁহার জমিদারীতে গমন করিয়াছেন।

ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জাপান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ জর্ম্মণ যুবরাজের হল্যাণ্ড হইতে পলায়নের জন্য হলাণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট অতি নির্ভীকতার সহিত এই জবাব দিয়াছেন যে, অন্তর্জাতিক আইন অনুসারে জর্ম্মণ রাজকুমার বন্দী ছিলেন না। তিনি সম্ভ্রান্ত অতিথিরূপেই হলাণ্ডে বাস করিতেন। সুতরাং হল্যাণ্ড তাঁহার পলায়নের জন্য দায়ী নহেন। এই স্পষ্ট জবাব শুনিয়া আশা করি, মিত্ররাজগণের চৈতন্য সম্পাদন হইবে।

---

## শিশু মৃত্যু।

১৯২১ সালে বঙ্গদেশে যত শিশু জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে হাজারকরা ২০৬টী শিশু এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে জন্মের ৪ সপ্তাহের মধ্যেই ৮১টী মরে; ৬ মাসের মধ্যে মারা যায় ৪৩টী এবং বাকী কয়টী মরে ৬ মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে। কলিকাতার অবস্থা আরো ভীষণ; কেন না, প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ৫৩০টী মারা গিয়াছিল। ভারতের অন্যান্য সহরগুলির অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ; পুণাতে প্রতিহাজার শিশুর মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা ৮৭৬ ছিল,বোম্বাইতে হাজারকরা ৬৬৭ এবং কানপুরে ৫৮০।

ইংলণ্ডে গত ১৫ বৎসরের শিশু মৃত্যুসংখ্যা হাজারকরা ১৭২ স্থলে ৮৩ হইয়াছে।

চেষ্টা করিলে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যে হ্রাস করা যায় ইংলণ্ড তাহা প্রমাণ করিয়াছে। চেষ্টা করিলে ভারতবাসীও শিশুদের জীবন রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতা, জড়তা ও কু-সংস্কার বশতঃ ভারতবাসী শিশু জীবন রক্ষার জন্য যাহা করা উচিত, তাহা করিতেছে না।

---

## অনাথ আশ্রমের মামলা।

২৪ পরগণা আলিপুরের পুলীশ ম্যাজিষ্টর খাঁ সাহেব আবদুল গফুরের এজলাসে ভবানী পুরের নিখিল ভারতীয় অনাথ আশ্রমের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শুকদেব শর্ম্মা অভিযুক্ত হইয়াছেন। অভিযোগ,—দুইটী যুবতীকে অবৈধ ভাবে আটক রাখা। গতপূর্ব্ব শুক্রবার এই মামলা উঠিয়াছিল। এদিন এই আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ পালের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। তিনি সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন,—ঘটনার দিন তিনি সুপারিণ্টেণ্ডের খাস গৃহের দিক্ হইতে চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিলেন; তিনি ব্যাপার কি জানিবার জন্য ঐদিকে, যাইতে থাকিলে সিঁড়ির নিকট যে দরোয়ান ছিল, সে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। কিছুকাল পরে আশ্রমের কয়েকজন বালক তাহাকে বলিয়াছিল যে, দুটী যুবতীকে আশ্রমে আটক রাখা হইয়াছে; তিনি একটী গৃহে তিনটী যুবতীকে তালা-বন্ধ অবস্থায় রাখা দেখিয়াছিলেন। অতঃপর ম্যাজিষ্টর আসামীর বিরুদ্ধে পিনালকোডের ৩৪২ ধারার অভিযোগ অর্থাৎ দুইটী অনাথ যুবতীকে বে-আইনী আটক রাখার অভিযোগ স্থাপন করিয়াছেন। মোকর্দ্দমায় যাহা হয় হোক, কিন্তু অনাথ আশ্রমে একি?

---

## কলিকাতায় বেতার টেলিফোঁ।

বোধ হয়, অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীই জানেন যে প্রায় একবৎসর যাবৎ কলিকাতায় "রেডিও ক্লাব অব বেঙ্গল" নামে—এদেশে তারহীন টেলিফোন প্রচারের সহায়তা কল্পে—একটি ক্লাব গঠিত হইয়াছে এবং ঐ ক্লাব কর্ত্তৃক প্রতিদিন নানারূপ ইংরাজী, বাংলা-সঙ্গীত, কনসার্ট, বক্তৃতা, এবং রয়টার, এসোসিয়েটেড প্রেস প্রভৃতি দ্বারা সংগৃহীত দেশ-বিদেশের সংবাদ সমূহ, সংবাদপত্রে প্রকাশের পূর্ব্বে, তারহীন টেলিফোঁ দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইতেছে।

যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবিদিত নাই যে ঐ সব দেশে বেতার টেলিফোঁ বা Broadcasting এর কিরূপ প্রচলন। তথায় ১৫ বৎসরের বালকেও নিজে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার সংবাদ আদান প্রদান করিয়া থাকে। উপরোক্ত ক্লাবের পরিচালকগণ সম্প্রতি লণ্ডন ও আমেরিকা হইতে একাধিকবার Broadcasting শুনিতে পাওয়াতে এবং ক্লাব হইতে প্রেরিত Broadcasting গোয়ালিয়র, সেকেন্দ্রাবাদ, এমন কি সিলোন ও ব্রহ্মদেশ হইতে শুনা গিয়াছে বলিয়া অনেকে ইহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন। উপরোক্ত ক্লাবটি বর্ত্তমানে ইউরোপীয় দ্বারা পরিচালিত ও পৃষ্ঠপোষিত। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে সহজেই একটি নিজস্ব ক্লাব গঠন করিয়া স্বাধীনভাবে ইহার চর্চ্চা করিতে পারেন। শুধু আমোদের দিক ব্যতিত ইহার আরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বিজ্ঞানের এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারটি এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই, ইহার প্রচুর তথ্য এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। Receiving Set শুনিবার যন্ত্রের মূল্য একটি গ্রামোফোনের মূল্যাপেক্ষা অধিক নহে। একটি Crystal Receiving Set প্রস্তুত করিতে ২৫৲।৩০৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় না।

শিশির।

---

## কাজের লোক অফিস।

## ২নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতা ২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

## দেখুন !

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা আপনার আবশ্যক জানাইলে পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o. Manager,
"Businessman."

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ডি, এন, রায়, এম ডি ; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস, অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস ; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস ; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস ; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৵০ ; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৷৵০ । ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

**EXPORT MERCHANTS**

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied ;

**STEAMSHIP LINES**

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

**DEALERS SEEKING AGENCIES**

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,**
**25, Abchurch Lane, London. E. C. 4**
**ENGLAND.**
**Business established in 1814.**

# ছাপার কাজ।

সমস্ত প্রকার ছাপার কাজ আমি সুন্দর রূপে শীঘ্র এবং সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিয়া থাকি। কাজের কাপি পাঠাইলে দর দাম এষ্টিমেট দিয়া থাকি।

ম্যানেজার
"কাজের লোক।"

অগ্রিম মূল্য THE BUSINESSMAN. বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲

# কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.
Office—2, Rajendra Datt Lane, Bowbazar Calcutta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা। | New Series March & April 1924, | নূতন সংস্করণ। মার্চ ও এপ্রেল ১৯২৪। | Vol. XVIII No 3&4. |

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

# ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

**প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৷৹ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১৷৹, হাতে হাতে লইয়া যাউন।**

## আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * * * * "কাজের লোক" is repleted with useful articles on art and Industry.

*Indian Empire.*

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture. *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

*Telegraph.*

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

*Gardeners Magazine.*

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়। *

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ [illegible]গর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * শিক্ষানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকে’র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

## ডাঃ এইচ, এল, বাট্‌লিওয়ালা সন্‌স কোং লিঃ

# ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীসমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার "এগু মিক্‌শ্চার"—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "এগু পিল্‌স"—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক।

বাট্‌লিওয়ালার (কিং অব্) "বাম"—মাথাধরা, সর্ব্ববিধ বেদনা, অগ্নিশূল, কটিবাত এবং বুকের বেদনার জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "ডায়েরিয়া (কলেরা) মিক্‌শ্চার"—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "আসল কুইনাইন্‌ ট্যাবলেট"—১ গ্রেণ ও ২ গ্রেণ ওজনের বড়ি ১০০টী, প্রতি শিশি।

বাট্‌লিওয়ালার "টনিক পিল্‌স"—বিবর্ণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যযুক্ত ও রক্তহীন লোকের।

বাট্‌লিওয়ালার "রিং ওয়ার্ম্‌ অয়েণ্টমেণ্ট"—দাদ, বিখাউজ, সর্ব্ববিধ পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগের জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "টুথ পাউডার"—দাঁতগুলিকে সুন্দররূপে পরিষ্কার ও সুদৃঢ় করে।

ব্যবসায়ীদিগকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

Tele Address—Cawasjapur, Bombay.

Agents wanted everywhere.

ওয়ার্লি পোঃ, বোম্বাই ১৮ নং

---

## কাজের লোক পুস্তক বিভাগ।

# বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি ফিকির ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ্‌ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৵০ আনা। ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY Rs 2/, How a penny became Thousand Pounds Rs 2/-4/- How to mend and how to make secondhand Book Rs. 1/8-, Watch repairing Rs 1/8 V P and postage extra.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

## An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

# কাজের লোক।

## কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৮শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XVIII.

৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা। MARCH & APRIL, 1924. মার্চ্চ ও এপ্রিল, ১৯২৪। No. 3 & 4

গত জানুয়ারী মাসে "কাজের লোক" ১৮ বৎসরে পদার্পণ করেছে, নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের সহৃদয় গ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক মহাশয়দিগকে এবার চিরপ্রথা মত অভিবাদন সম্ভাষণ করতে পারি নাই। কারণ আমি তখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলাম। আমার সহকারীগণ কোনরূপে-কাগজখানি রক্ষা করে এসেছেন, আবার আমি যে ফিরে এসে আমার "কাজের লোকের" পরিচালন ভার গ্রহণ কর্ত্তে পারবো তা মনেও কর্ত্তে পারি নাই। নবেম্বর হতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত আমি ম্যালেরিয়ার বিবিধ উপসর্গে কষ্ট পেয়ে শীর্ণ—সম্পূর্ণ অক্ষমই হয়ে পড়েছিলাম, পরমেশ্বরের করুণায় রক্ষা পেয়ে আমার কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করেছি। আজ আমার সহৃদয় গ্রাহক অনুগ্রাহকগণ নববর্ষের আমার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সম্পাদক।

---

সুখের সময় সংযম এবং দুঃখের দিনে সহিষ্ণুতাই পরম গুণ।

---

অপরের গুণ এবং নিজের দোষ ত্রুটীর প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়, তবে গোটা মানুষ হওয়া যায়।

---

দুঃখ ও ক্ষতির তীব্র কষাঘাতেই মানুষ বিজ্ঞ ও নতশীর হইতে শিক্ষা পায়।

---

কেহ তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিলে ক্রোধে তুমি আত্মহারা হইয়া পড়, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, নিজে তুমি নিজের উপর নির্ভর করিতে পার কিনা। কারণ নিজেকেও বিশ্বাস নাই।

---

সর্ব্বদা কালের গতির অনুকূলে যাইবে, কখন ইহার প্রতিকূলতা করিতে সাহসী হইও না। প্রকৃতির অনুবর্ত্তণই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা।

---

নিজেকে অর্থশালী বলিয়া লোক চক্ষে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় কত ব্যক্তি নিত্যই উৎসন্নের পথে ধাবিত হয়।

---

গন্তব্য স্থানে শীঘ্র পৌছাইবার বাসনা থাকিলে দুর্গম ও ভয়াবহ পথ অবলম্বন করিতেই হয়। সুগম পথ সর্ব্বত্রই দীর্ঘ ও বহুপর্য্যটন সাপেক্ষ।

কত লোক নাম বা উপাধির জন্য যেন পাগল। নিজের মধ্যে গুণ থাকিলে নামের জন্য কি আইসে যায়? গুণবান্ আপনার সৌরভেই ত সর্ব্বত্র বিদিত হইয়া থাকেন। নামের দ্বারা কাহারো কখন যোগ্যতার বৃদ্ধি হয় না, কিংবা নির্গুণ ব্যক্তি সগুণ বলিয়া গণ্য হয় না। অন্ধকে পদ্মলোচন বলিয়া ডাকিলে তাহার দৃষ্টিহীনত্ব কখন দূর হইতে পারে কি? গোলাপকে গোলাপ না বলিয়া অন্য কোন মধুরতর নামে অভিহিত করিলেও উহা অধিকতর সৌরভ প্রদান করিতে কখন কি সমর্থ হয়? নামে কি আসে যায়?

---

বিজ্ঞপ্রবর সলোমন বলিয়াছেন "চিত্তের প্রফুল্লতা উৎকৃষ্ট ভেষজ তুল্য হিতকর।" প্রকৃত পক্ষে মানসিক ব্যাধির এরূপ মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে মন যাহাতে সর্ব্বদা পবিত্র ও প্রফুল্ল থাকে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, প্রফুল্লচিত্ততা যাঁহাদের পক্ষে ভগবদ্দত্ত একটী বিশেষ গুণ বলিয়া বোধ হয়। সহস্রবিধ সাংসারিক ক্লেশ ও দুর্ভাবনার মধ্যে তাঁহাদের বদন মণ্ডল সর্ব্বদাই যেন কেমন হাস্যবিমণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, সংসারের কোন প্রকার দুঃখকেই তাঁহারা যেন দুঃখ বলিয়া গণনা করেন না। এরূপ লোক অতিশয় পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মত লোকের দর্শনেই আমরা স্বর্গসুখের আভাষ পাইয়া থাকি। কোন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, "Cheerfulness is the bright weather of the heart. It is a perpetual song without words." প্রকৃত কথা মানসিক প্রফুল্লতা হৃদয়-কাননের চির-বসন্ত, অথবা মনপ্রাণ-মুগ্ধকর সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন সুধাধারা, যে দিব্য সঙ্গীতের রসাস্বাদনে চিত্তের অবসাদ কখনই সম্ভবপর নয়।

---

জগতের সকল বিষয় বৈষয়িকের মাপ কাঠিতে বিচার করা চলে না। ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা বা হৃদয়ের সদ্বৃত্তি সকলের উপযোগীতা সাংসারিকের দৃষ্টিতে যাহারা দেখিতে চায়, তাহারা নিতান্তই ক্ষীণদৃষ্টি ও হীনচেতা মর্ত্ত্যের জীব। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অতীত যে একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের রাজ্য আছে—যেখানকার পণ্য সম্ভার নিক্তিতৌলে ওজন হয় না কিংবা টাকা পয়সার দ্বারা তাহাদের মূল্য অবধারিত হইতে পারে না, এবং যে রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বের সাধনা পূর্ণ হয়—সে রাজ্যের তাহারা বড় ধার ধারে না। তাহারা যাহা কিছু করে, তাহাতেই অর্থ ও পার্থিব সুখের লালসা পরিতৃপ্ত করিতে চায়।

---

মনুষ্য রচিত পুস্তকে ভ্রম প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থ একেবারেই নির্ভুল। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তির মুলাধার বিশ্বপতি এই গ্রন্থের প্রণয়ন কর্ত্তা। পুস্তক পাঠ যতদূর সাধ্য করিও, কিন্তু সর্ব্বোপরি প্রকৃতির উন্মুক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে কখনও বিস্মৃত হইও না—ইহাতে বহু ভ্রম জ্ঞানের নিরসন হইবে। প্রত্যেক মনুষ্য জীবন এক একখানি নিখুঁত শিক্ষাপ্রদ জীবন্ত উপন্যাস। অপূর্ব্ব মানবজীবন-রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখিবার এরূপ পরিপাটি উপায় থাকিতে আমরা কল্পিত উপন্যাস পাঠের জন্য লালায়িত! মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত জ্ঞান কি বাস্তব জগতের বিধিদত্ত জ্ঞানের অপেক্ষা কখন উচ্চতর হইতে পারে? "Theories are human but facts are divine" এই মহামূল্য বাক্য আজীবন মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ বি, এল্

---

# স্যার ফিলিপ্ সিড্নী

লিদারল্যাণ্ডে জুটফেন্ যুদ্ধে যখন স্যার ফিলিপ্ সিড্নী সাংঘাতিক রূপে আহত হয়ে রণক্ষেত্রে পতিত হলেন—তখন প্রচুর রক্তস্রাবে অতিশয় পিপাসিত হয়ে শুশ্রূষাকারীগণের নিকট একটু জল চেয়েছিলেন—যখন জল তাঁর নিকট আনা হলো, তখন আর একজন আহত সৈন্যিককেও তাঁর পাশ দিয়েই বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যখন স্যার সিড্নী জলের পাত্রটী মুখের নিকট নিয়ে যাচ্ছেন, তখন দেখ্তে পেলেন—সেই আহত সৈন্য জলপাত্রের দিকে আকুল নয়নে চেয়ে আছে। তিনি বুঝ্তে পাল্লেন—সেই জন্যে পাত্রটী তার দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—Brother! thy necessity is yet greater than mine" সে গরীব, একজন সাধারণ সৈন্য মাত্র। তাকে বলেছিলেন, 'ভাই আমাপেক্ষা তোমার

আবশ্যক আরও বেশী।" কি ত্যাগ—কি মহত্বের জাজ্জ্বল্যমান চিত্র! ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই আঘাতেই সমরাঙ্গনেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন, তাঁর বয়স তখন ৩২ বৎসর। সে কত—কত যুগের কথা, কিন্তু এই ত্যাগের জন্য আজ অমর। একটী ক্ষুদ্র বাক্যেই তাঁর ত্যাগী দেব-হৃদয়—তাঁকে অমরত্ব দিয়ে চলে গেছে—ইতিহাস এই ত্যাগের কাহিনী যুগে যুগে ঘোষণা করে আসচে।

স্বার্থের পুতিগন্ধে যাদের হৃদয় কলুষিত, তারা বলে থাকে যে "আপনি বাঁচলে বাবার নাম!" সংকীর্ণ হৃদয় আপনাকেই দেখতে চায়—পারিপার্শ্বিক কাকেও সে দেখতে জানে না। এত ধন দৌলত এই স্বার্থের জন্য করে বটে, কিন্তু মরণের পর সে সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারে না—তার নামও কেউ মনে রাখতে পারে না—কি পরিতাপ! ত্যাগেই মানুষ দেবতা হয়, আর যুগে যুগে জগত তার পূজা করে। তার সেই পবিত্র স্মৃতি কালের কঠোর ঘর্ষণেও কখন মুছে যায় না। মহাত্মা গান্ধী ত্যাগী পুরুষ বলেই সমগ জগত আজ তাঁর বাণী শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে কেন? জগৎ তাঁকে ত্যাগী দেখেই বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছে। এ মহান শক্তির নিকট মানুষ সসম্ভ্রমে মাথা না নুইয়েই থাকতে পারে না। স্বার্থে মানবকে দানব করে তোলে। পরিতাপ—দানবেই জগত পরিপূর্ণ হয়ে উঠচে। ত্যাগীর তুল্য সুখীও কেউ হতে পারে না। তার ধর্ম্ম, অর্থ মোক্ষ কাম সমস্তই পূর্ণ হয়ে যায়।

এই ত্যাগ শিক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য লক্ষ্য ছিল—এদেশ বহুদিন সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দানব প্রকৃতি লাভ করেছে—তাই পরস্পর পরস্পরে অনৈক্যতা। উন্নত জীবন লাভ কর্ত্তে বাসনা থাকলে ত্যাগী হতে হবে। সর্ব্বস্ব হারিয়ে যদি কেউ ত্যাগ ধর্ম্মের সাধনা করে, সমগ্র জগতের লোক তার মহত্বের জন্য স্বেচ্ছায় তার পবিত্র চরণে সর্ব্বস্ব দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ কর্ত্তে চায়—আর স্বার্থপর? সে সম্মান—সে ধন রাশির কথা কখনও মনেও কর্ত্তে পারে না। যদি দেবত্ব লাভ কর্ত্তে চাও, ত্যাগী হয়ে নরনারায়ণের প্রীতি সম্পাদন কর—দেখবে কোন অভাবই থাকবে না।

---

হিন্দুর ধর্ম্ম বারবার কেবল এইকথাই শিখিয়েছে—স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থেই নিরাবিল—পবিত্র সুখের আস্বাদন পাওয়া যায়—অন্য কিছুতে নয়। এই ত্যাগী পুরুষ যাঁরা, তাঁরা আপনার অস্তিত্ব—স্বার্থ ভুলে যেয়ে যা কিছু করেন—তাতে জগতের নীচ উচ্চ ভেদজ্ঞান থাকে না—পরের সুখে পরের কল্যাণেই কৃতার্থ হয়ে সমস্ত বাসনায় পরিতৃপ্তির পিযুষধারা পান করেই সদানন্দ থাকেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাণ হয়ে যায়—এরই নাম মুক্তি—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির নামই মুক্তি। তখন সমগ্র জগত তাঁর চক্ষে আপনারই বোধ হয়—সমস্ত জীবেই সে ভগবানের সত্বা উপলব্ধি ক'রে ধন্য হন—জীবনের কি শান্তি এইটুকু!—এ সুখের জন্য কি আকাঙ্ক্ষা হয় না তোমার? একবার কখনও নিভৃতে ভেবে দেখবে? সাধনা বিশেষ কিছু কঠোর নয়, মানুষ ত্যাগী হলেই হতে পারে। অনেক মানুষই ত্যাগী হয়—হয়েছে। চৈতন্য, বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট এঁরা এ যুগেও অবতাররূপে পূজ্য হচ্চেন। কত জন ত্যাগী পুরুষ অমর নাম রেখে অমর জগতে চলে গেছেন। গেলেও কাল সে পবিত্র স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে নাই কখনও পারবেও না।

S. P. C.

---

# অপরাধী।

( ১ )

সেদিন সেন সাহেব ঘটনাক্রমে ঠিক দুপুর বেলাই বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। এমন অসময়ে বাড়ী ফিরিবার কথা তাঁহার ছিল না। নানাকাজের ভীড়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি কখনও অবসর পান না।

মিসেস সেনও তখন বাড়ী ছিলেন না।

সেন সাহেব মিসেস সেনের শ্বেত-পাথরের গোল টেবিলটার উপরে একটা বাক্স দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, ফুলের বাক্স।

সেন সাহেব বাক্সটি হাতে লইয়া কত কি ভাবিলেন। ফুল কে পাঠাইল? তিনি ত বহুদিন ফুল কেনেন না। মনে নানা চিন্তার উদয় হইল। ললাটে চিন্তার রেখা পড়িল।

এমন সময়ে মিসেস সেন ঘরে ঢুকিলেন।

মিসেস সেন পরমাসুন্দরী। বাহিরে ভ্রমণ করিয়া ক্লান্তির জন্য তাহার গণ্ড রক্তাভ হইয়াছিল। কপোল ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত—তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

মিসেস সেনের ১৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। এখন বয়স ৩০এর কাছাকাছি। এই বয়সেও তাহার সৌন্দর্য্য অটুটই আছে।

বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে সেটা কিছু আশ্চর্য্য বটে, কারণ যে দেশে "কুড়িতেই বুড়ি" হওয়া স্বাভাবিক। সেন সাহেবেরও ৪০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, সামান্য টাক পড়িতেও আরম্ভ হইয়াছে।

"আজ এত সকালেই ফিরেছ ?" মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

সেন সাহেব একটু হাসিলেন।

'মৃণাল, তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

মৃণাল মিসেস সেনের নাম।

মৃণাল। লাহিড়ী সাহেবের বাড়ী কিন্তু আমি যদি জানিতাম, তুমি এত শীঘ্র ফিরিবে. তবে কখনই যাইতাম না।

আমি কি কোরে জান্‌ব বল ?"

সেন সাহেব মৃণালের হাত ধরিয়াছিলেন। মৃণাল বলিলেন, 'নাও ছেড়ে দাও। কাপড় ছেড়ে আসি। আজ রাত্রে বায়স্কোপে যেতে হবে, মনে আছে ত ?"

মিসেস সেন ড্রেসিংরুমে চলিয়া গেলেন। সেন সাহেবের দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিল। তিনি একটি নাতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে সেন সাহেব ড্রেসিং-রুমের দরজায় ঘা দিলেন। তাঁহার সেই সুপরিচিত করাঘাতের শব্দ বুঝিতে পারিয়া মৃণাল বলিলেন, "ভিতরে এস।"

তাঁহার সজ্জা প্রায় শেষ হইয়াছে চুলের শেষ প্রসাধন করিতেছিলেন। তিনি সেন সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন।

সেন সাহেব অনিমেষে মৃণালের মুখের পানে চাহিয়া আছেন এবং নিজে এইরূপ সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী বলিয়া মনে মনে একটু গর্ব্বও অনুভব করিতেছিলেন।

মৃণাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি অমনি কোরে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌বে, তবে আমার চুল বাঁধা কিছুতেই শেষ হবে না। এখন যাও।"

সেন সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাহার মন বিকট হইয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন, একটি ফুলের তোড়ার উপর তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। শুভ্র বেল ফুলের তোড়া মৃণালের বড় প্রিয়। সেন সাহেবের দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মৃতি পটে উদয় হইল! তখন তিনি মৃণালকে বেলফুল উপহার দিতেন।

সেন সাহেবের চমক ভাঙ্গিল, বলিলেন "তোমার টেবিলের উপরে একটা ফুলের বাক্স দেখিয়াছিলাম, তোমাকে সেই কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, হয়ত তুমি সেটা দেখ নাই। একটু থামিয়া বলিলেন, 'এখন দেখিতেছি, তুমি সেটা পাইয়াছ।"

সেন সাহেবের স্বর সংযত অথচ একটু কঠিন। বলিবার সময়ে একটু হাসিলেন। সে হাসি কুটিল—অর্থপূর্ণ, দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু।

মৃণালের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। চক্ষু নত হইল। তিনি কেশের পারিপাট্য সাধনে মন দিলেন।

"হাঁ, আমি পেয়েছি।"

সেন সাহেব দরজার দিকে গেলেন। ডান দিকে দেওয়ালে একটা হুকের সঙ্গে একটি সবুজ ফিতা ঝুলিতেছে। উহাতেই ফুলের বাক্সটি বদ্ধ ছিল। তিনি বাহিরে গেলেন। কিন্তু তাহার মনে হইল, যেন মিসেস সেনের দৃষ্টি তাঁহার দিকেই নিবদ্ধ আছে।

সেন সাহেব পুনরায় লাইব্রেরী ঘরে গিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন খুবই অস্থির ছিল। তিনি ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ফুলের তোড়া? ইহার অর্থ কি ? এ সমস্ত কি হইতেছে ?

তাহার স্ত্রীর স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা, ভাবিতে চেষ্টা করিলেন। কয়েক বৎসর যাবত ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, মৃণালের সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিবার সময়ও তিনি এখন পান নাই। তাহার মনে হইল, যেন মৃণালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারা কেহ কাহাকেও ভালরূপ জানেন না। উভয়েই দূরে দূরে আছেন।

তবে কি— ? সেন সাহেবের মুখভাব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সেন সাহেবের মনে হইল, ফুলের তোড়া ত পূর্ব্বেও দেখিয়াছেন। হাঁ, অনেকবার। মৃণালের ঘরে ত তিনি এখন বেশী যান না। কিন্তু যখনই গিয়াছেন, —তাহার মনে হইল—সযত্নে সাজান ফুলের তোড়া দেখিয়াছেন!

মৃণাল কি তাহাই— ? কে তবে ? মৃণাল অসতী! এ কথা মনে উদয় হওয়ামাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি মন হইতে এ ভাবনা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। না, এ কখনও সত্য হইতে পারে না। মৃণালকে সন্দেহ করিয়া তিনি ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন। কিন্তু ফুলের তোড়া—ফুলের তোড়া কোথা হইতে আসিল ? কে উপহার দিয়াছে ? তিনি একে একে সমস্ত বন্ধু বান্ধবের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেন। কিন্তু

কাহাকেও তিনি সন্দেহ করিতে পারিলেন না। তবে দোষী কে? এরূপ সন্দেহ মনের ভিতর পুষিয়া রাখিয়া তিনি ভয়ঙ্কর বৃশ্চিক দংশনের যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তা'হলে এই লোকের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই মৃণাল প্রতিদিন বিকালে বাহির হয়! ক্রোধে সেন সাহেবের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। মৃণালকে সুখী করিবার জন্য তিনি কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করেন? এই বুঝি তাহার পুরস্কার!

( ২ )

রাত্রি হইয়াছে। সেন সাহেব পায়ের শব্দ শুনিয়া দরজার পানে চাহিলেন। দেখিলেন, অপরিম্লান সৌন্দর্য্য দীপ্ত মৃণাল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া। পরিধানে তাহার নীলাম্বরী! সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কুঞ্চিত অঞ্চল, অনাবৃত স্কন্ধের এক পার্শ্বে সজ্জিত। বাহুদ্বয় পুষ্ট শুভ্র—সমুদ্রে ফেনিল তরঙ্গের মত শোভা পাইতেছে।

হাসি মুখে মৃণাল বলিলেন, "রান্না হইয়াছে। খাবে এস।"

সেন সাহেব আত্মবিস্মৃত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সে সৌন্দর্য্য প্রতিমার দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকাইলেন, পরে শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন "যাচ্ছি, চল।"

( ৩ )

ড্রয়িংরুম।

সেন সাহেব ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আজ টেবিলে কোন ফুল নাই। তোমার বেল ফুল গুলি এখানে আনিতে পার কি?"

মৃণালের মুখ চোখ পুনরায় লাল হইয়া উঠিল। সেন সাহেব তাহা লক্ষ্য করিলেন।

'আমি এখনি আনিতেছি," বলিয়া মৃণাল উঠিতে যাইতেছিলেন। সেন সাহেব তাহাকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং উঠিলেন।

ফুলের তোড়াটি হাতে লইয়া অনাবিল সৌন্দর্য্যে ও প্রাণমাতান গন্ধে বিভোর হইলেন। তাহার দশ বৎসর পুর্ব্বের বিলুপ্ত স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। কি সুখের দিনই না গিয়াছে। এই ভাব শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। সেন সাহেব কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিলেন।

ফুলের তোড়াটি টেবিলের উপর রাখিলেন। তাহার মুখে চোখে একটু কঠিন ভাব।

"তুমি বেলফুল পছন্দ কর?"

মৃণাল। "হাঁ, খুব ভালবাসি।

সেন সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত। তিনি বলিলেন "তোমাকে সর্ব্বদাই বেলফুলের মতই মনে করিয়া থাকি।" মৃণাল বলিলেন, "সে কি রকম?"

"বেলফুলের সৌরভ যেমন মন মাতান, —ছোঁয়া যায় না (Elusive) ঠিক বোঝা যায় না (Subtle) যেন ভালরূপে স্পর্শ করাও যায় না। তুমিও তেমনি।"

মৃণাল হাসিলেন। সে হাসি রমণীর—সে হাসি লাস্যভাব বিজড়িত। বোধ হইল, তিনি একথায় সুখী হইয়াছেন। "হ্যাঁ, এখনও তুমি আমাকে তেমনি মনে কর নাকি?" মৃণালের স্বর আবেগপূর্ণ অথচ গাঢ়। মৃণাল বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বেও তুমি আমাকে উহাই বলিতে। সে আজ দশ বৎসরের কথা। তবুও আমি সে কথা একদিনের জন্যও ভুলি নাই। আমাকে ভাবপ্রবণ (Sentimental) ও ছেলেমানুষ (Silly) মনে করিতে পার, কিন্তু তখন হইতেই আমি "বেলফুল" নিয়মিত কিনিয়া থাকি।"

মৃণাল ধীরে ধীরে তোড়াটি কাছে টানিয়া লইলেন। শ্বেত পাপড়ীগুলির ভিতর মুখ ঢাকিলেন।

সেন সাহেব এই ভুলের জন্য নিজকে বড়ই অপরাধী মনে করিলেন।

সেদিন আর তাহাদের বায়স্কোপ দেখা হইল না। *

প্রফুল্লকুমার বাগচী, বি, এ।

---

## জেলেপাড়ার সং।

প্রতি বৎসর চৈত্রের সংক্রান্তির দিন বহু বাজার জেলেপাড়া হইতে সং বাহির হয়। এবারেও সং হয়েছিল সংএর সংখ্যা অনেক, সেগুলি দেখ্‌বার বিষয়ও বটে, লক্ষ লক্ষ নর নারী এই সং দেখ্‌তে অনেক দূর দুরান্তর হতে আসে। সংএর ছড়ার দু—একটা নমুনা পাঠকগণকে দিলাম—ছড়াগুলি বড় বড়, কাজেই "কাজের লোকে" তাদের আংশিক বিবরণ দেওয়াও একরূপ অসম্ভব। এই সংএ লোক শিক্ষার ও দেখ্‌বারও অনেক থাকে। মাটীর পুতুলগুলি এবার বড় সুন্দর হয়েছিল।

---

* তাহলে শিক্ষিত সুসভ্য সমাজ স্ত্রী-স্বাধীনতা দিয়েও বড় নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন না। কাঃ সঃ।

# "এবার মরা বাঁচা একটা চাই!"

গুণ্ডা—

এবার উড়িয়ে ধ্বজা করিম চাচা
মারব দেদার মজা।
দিন দুপুরে হিন্দুর ঘরে
লুটব রে মাল তাজা।
ভয় কি মেনে, আনব টেনে,
যত ঘরের ক'ণে।
নিত্য নূতন, হরেক রতন,
মিলবে রাতে দিনে॥

( তারা )
পথে ঘাটে, হাটে মাঠে,
থাক্‌না শুয়ে খাটে।
দেখবে এবার দিন দুনিয়ার
মালিক কারা বটে॥

( ও ভাই )
যাদের লাঠী, তাদের মাটী

( ভাই )
লাঠীর চোটে, নিচ্ছি লুটে,
সব-সাচ্চা-পরিপাটি॥

( মোরা )
ক'জন মিলে, অবহেলে,
কর্‌ছি হাঁসিল কাজ।
যতেক পতি, খাচ্চে লাথি
ভাঙছি সতীর ঝাঁঝ॥
দুষ্যি নাকি, মার্‌লে উকি,
এদের যেত জাত।

( হা-হা-এখন তাদের )
এই বুকের পরে, রাখছি ধরে
কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ॥

## অত্যাচারিতা নারী—

( ওগো )
হিন্দুসমাজ, নেই কিগো লাজ?
মুখে যে চুণ কালি!
মান অপমান, হারিয়ে সে জ্ঞান,
কাটছ ন্যায়ের বুলি?
নাড়ছ টিকি, দেখছ নাকি,
নারীর অপমান?

( আজ )
মায়ের ছেলে, অবহেলে,
( এ সব ) কর্‌ছ থোড়াই জ্ঞান!
ঘরের লক্ষ্মী, আজ কলঙ্কী,
দেখছ নাকি তাও।
এর প্রতিকার, করবে কে আর,
( যদি ) তোমরা নিদ্রা যাও?
হিন্দু সভা, করছ কিবা,
( তোমার ) ধর্ম্ম যে খায় খাবি।
সমাজ কাঁটা, কটা পাঁঠা,
আজ—কর্‌ছে লাফালাফি॥
(ওগো) লয়ে পতি, ঘুমায় সতী,
নীরব—নিঝুম রাত।
গুণ্ডা এসে, ঘরে পশে,
দেয়—সতীর গায়ে হাত॥
ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল,
সতীর গেল মান।
(এই) অত্যাচারের, খাঁড়ার তলে,
সমাজ যে শ্মশান॥
যারা—রাখতে ধর্ম্ম, প'রে বর্ম্ম,
দিত গো প্রাণ বলি।
লুঠেরা—তাদের দাওয়ায়, আজ লুঠে যায়,
সতীর—সকলি॥
আজ মোদের সম্বল, আর কিবা বল?
—শুধুই কলসী দড়ি।
আর যাবার আগে, সমাজ মুখে—
এই শতেক ঝাঁটার বাড়ি॥

## হিন্দু-যুবক—

দীন-দুঃখিনি, মা-জননি,
ফেলিস নে আর চোখের জল।
এর প্রতিকার, করব এবার,
নইলে মোরা ভেড়ার দল॥
হিঁদুর ছেলে, অবহেলে,
এ অপমান সইব না।
তাহার আগে, নেব মেগে,
সিন্ধুজলে আস্তানা॥
শিরায় শিরায়, রক্তধারা,
টগবগিয়ে আজকে ফোট।
জ্বল-জ্বল-জ্বল, আজকে অনল,
নয়নকোণে জ্বলে ওঠ॥
বাপের বেটা, আছিস কেটা,
মুখ লুকিয়ে থাকবি বল?
মায়ের ছেলে আজ কি ছলে,
তন্দ্রাঘোরে কাটাস কাল?
সকল ফেলে, আয় রে চলে,
প্রাণের বলি—দে রে ভাই।
প্রাণ পেয়েছি, মায়ের কাছেই,
মার কাজে তার অর্ঘ্য চাই॥
দুর্ব্বল মোরা, শক্তি-হারা
কে বলেছে?—ভোল রে ভোল।
শাক্ত যারা, শক্তি তাদের,
ভক্তিতে তা জাগিয়ে তোল॥

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

শোন শিবানীর,— অভয় বাণী,
মায়ের আশিস মাথায় নে।
( ভুলে ) অবহেলায়, রেখেছিস যা,
প্রাণ দিয়ে তা সুধরে নে॥
ওরে অত্যাচারে, ঘরে, ঘরে,
কান পেতে শোন কিসের রোল!
পুরুষ হ'রে, মানুষ হ'রে,
মায়ের হাসি ফুটিয়ে তোল॥
ওরে গেছে কুরু, ভাঙতে উরু,
দুর্য্যোধনের অভাব নাই।
সতীর—অপমানে, দুঃশাসনের,
রক্তপান যে সদাই চাই॥
যদিই হারিস, তা না পারিস,
জহর ব্রত খুলে দে।
এ অপমান, তীব্র দহন,
সহিস নে আর সহিস নে॥
ওঠ রে জেগে, ঘুমটা রেখে,
ঝড়ের বেগে লাফিয়ে ওঠ।
দানব-দলন, কর্‌বি এখন,
ভীমবেগে সব ছোট্ রে ছোট্॥
শক্তি জাগা, ভক্তি জাগা,
ভক্তি বিনা মুক্তি নাই।
শক্তি চাই রে, ভক্তি চাই রে,
মুক্তি এলে—স্বর্গ পাই॥

---

**গীত**—বাউল সুর।

এবার মরা, বাঁচা একটা চাই।
কান পেতে শোন হিন্দু ভাই॥
( ও ভাই ) মরার মত মরা ভাল
বাঁচলে প্রাণের সাড়া চাই,
যাদের জীবন-ধারণ একটা মরণ
ধরায় তাদের নাইক ঠাঁই॥
( মরা বাঁচা একটা চাই। )

আজ হিন্দু নামে অপমানের
দারুণ বোঝা বয়েই যাই।
এর প্রতিকার করবে কে আর,
মানুষ হ'রে তোরা ভাই॥
( মরা বাঁচা একটা চাই )
ওরে পঙ্গু সমাজ, করছে কি আজ,
নাড়ছে নেউড়—তুলছে হাই।
ও তার বুকের পরে, নৃত্য করে,
কটা পাঁঠা—চাচা ভাই॥
( মরা বাঁচা একটা চাই )
আজ অত্যাচারে, অশ্রু ঝরে,
মায়ের চোখে দেখ না ভাই।
মোরা ছেলে, অবহেলে,
নীরব হয়েই সইছি তাই॥
[ মরা বাঁচা একটা চাই ]
আয় সব মায়ের ছেলে, মা মা ব'লে,
এর প্রতিকার করাই চাই।
সমাজের মরণ কাঠি, জীবন কাঠি,
তোদের কাছেই,—কোথাও নাই॥
মরা বাঁচা একটা চাই )

---

## সামাজিক ছড়া।

হিন্দু, তোরা আর কতকাল
টিকির শাসন মেনে,
বসে' বসে' কাঁদবি শুধু
কপালে কর হেনে?
শাস্ত্র দেখে শাস্ত্র নেড়ে,
করিস বাড়াবাড়ি;
ঐ দিকে তোর স্ত্রী দুহিতার
বিপদ ঘটে ভারী!
লোচ্চা কামুক কুত্তাগুলা
যাচ্ছে কেড়ে নিয়ে;
ধর্ম্ম তাদের নষ্ট করে
মুখে কাপড় দিয়ে!
লুণ্ঠিত মা বোনের প্রতি
ভীষণ অত্যাচার!
চোখের উপর দেখ্‌বি শুধু,
কার্য্য নাহি আর?
মৈমনসিংহ রঙ্গপুর এবং
পাবনা ফরিদপুর—
এসব জেলার হিন্দুগুলা
দেশ থেকে হোক্ দূর!
ডুবে মরুক্ নদ-নদীতে
গলায় কল্‌সী বেঁধে।
মর্‌লে তারা হিন্দুনারী
মরবে না আর কেঁদে।
নপুংসকের কাজ কি বেঁচে?
খ্যাদাও ঝাঁটা মেরে!
এরা সবাই ঘোমটা দিয়ে
পরুক্ পাছা পেড়ে!
খড়্গ হাতে গর্জ্জে উঠো,
ওগো হিন্দু নারি!
কে তোমাদের স্বামী পুত্র?
পাপের সহায়কারী!
অত্যাচারে গায় না সাড়া
কেবল ভাখে চেয়ে!
সমাজ-ভয়ে ত্যাগ করে'
ফের্ লুকায় ঘরে যেয়ে।
আবার নূতন বিয়ে করে,
কামের অবতার;
তোমরা নারী, সইবে শুধুই
এসব অত্যাচার?

নারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর,
তোমরা হিন্দু নারী
রুধির এবার পান কর, মা,
মরুক্ অত্যাচারী !
হিন্দু যদি থাক্‌ত বেঁচে
রাখত সতীর মান !
দেশটা জুড়ে' পৌরুষের
আজ গাইতো জয়গান !

---

## চুটকী।

গোবিন্দচন্দ্র বাবুর বাড়ীর পুরান চাকর, দেশে যাবার জন্যে ছুটী চাইলে। বাবু বল্লেন, একটা কাজের লোক দিয়ে যাস্, যেন আমাদের অসুবিধে না হয়।

গোবিন্দ চারদিন পর বাবুর কাছে যেয়ে বল্লে আজ্ঞে "কাজের লোক" এনেছি। বাবু বল্লেন—কৈ দেখি নিয়ে আয়।

গোবিন্দ—আজ্ঞে নিজের গাঁট থেকে ৶৹ আনা পয়সা দিয়ে এনেছিলাম, ছোটবাবু পড়্‌চেন।

বাবু। দূর বোকা—সে যে "কাজের লোক", কাগজ।

গোবিন্দ। বাজারে খুঁজছিলাম, তাই এই দিলে।

---

ডাক্তার—জীভ্ দেখি—আরও বের কর—সবটা—

ছেলে—আমি আর বের কর্ত্তে পাচ্ছি না, ওদিকে জীবটা আঁটা আছে যে, নইলে সব্‌টা বের ক'রে দিতাম।

---

## বড় মোরগ আর মুরগী।

বড় মোরগ—আমি তোকে একটা পরামর্শ দিতে চাই।

মুরগী—কি পরামর্শ—

বড় মুরগী—যদি বাঁচতে চাস, তা হ'লে দিন একটা করে ডিম পাড়্‌বি, তাহলে কসাই শীগ্‌গির আর গলায় ছুরি বসাবে না।

---

সহরের ক্লেভার চাকর। বাবুর মেয়ের গাল ফেটেছে, তিনি বল্লেন যা—শিশির নিয়ে আয়—বেলা হলে পাবি না। চাকর বাজারে যেয়ে এক পয়সার একখানি "শিশির" এনে দিলে।

বাবুর মেয়ে—একিরে বেটা বদমায়েস্!

চাকর—এই তো শিশির, ছোট বাবুকে এনে দিই।

বাবুর মেয়ে—হতভাগা—শিশির যা ঘাসের উপর পড়ে—

চাকর—ও তাই বল্‌তে হয়!

---

বিজ্ঞাপন দাতা—এই 'পাউডার মুখে মাখ্‌লে husband (স্বামী) খুব Loyal অর্থাৎ বশীভূত হয়ে ওঠে—ম্যাডাম্।

ম্যাডাম্—কিন্তু আমি শুনেছি অনেক স্ত্রীলোকেই বলে যে পাউডার অপেক্ষা Gun-powder (বারুদে) বেশী বশীভূত রাখ্‌তে পারা যায়।

---

খোকা ইস্কুল যাচ্চেন?

কাকা বল্‌লেন—কি সুধীর পড়্‌তে যাচ্ছ। পড়্‌চো কেমন?

খোকা—মন্দ নয়—লিখ্‌চি পড়্‌চি, অঙ্ক কসি—আবার আমাদের কেলাসে ধর্ম্ম শিখানো হচ্চে।

কাকা—ধর্ম্ম! বল কি?

খোকা। হাঁ, কিন্তু আমাদের যে ধর্ম্ম শেখান হয়—তা বড়দা'র ধর্ম্মর মত নয়—কিছু তফাৎ আছে।

কাকা—বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বল্লেন, কি রকম খোকা?

খোকা—আমাদিকে শেখান হয়—আমরা সবাই আদম হতে জন্মেছি, কিন্তু দাদার মাষ্টাররা শেখায়—আমরা সব বান্দর হতেই মানুষ হয়েছি!

প্রবোধ চক্রবর্ত্তী

---

# ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা।

—:•:—

## যৌথ কারবার।

( ২ )

গতবারে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, যৌথ কারবার কেমন করিয়া গঠন করা হয়। আমাদের দেশের যৌথ কারবার আজকাল অনেক হইতেছে বটে, কিন্তু ২।৪ বৎসর পরে অধিকাংশ যৌথ কারবারই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার কারণ এদেশে যৌথ কারবার চালাই বার জন্য যাঁহারা উদ্যোগী, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাবে কোন প্রকার দক্ষতা নাই। এ দেশের ব্যবসায়ের যাঁহারা ডাইরেক্টর হইয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই বারিষ্টার, উকিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অথবা জমীদারগণ। ব্যবসায় বাণিজ্য এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকেই হয়ত হাতে হেতেরে কখন কিছু করেন নাই সুতরাং অভিজ্ঞতা কম, তাহার উপর আইন কানুনে ইহারা খুবই চালবাজ—বাবুশ্রেণীর। চালচলন বড়লোকের—সুতরাং পরের পয়সার উপর ইহাদের দরদ বোধ হওয়া স্বাভাবিক নয়। খরচা বাড়াইয়া সাধারণের অর্থে গঠিত যৌথ কারবারে আপনার আত্মীয় স্বজনকে ঢুকাইয়া উচ্চ হারে বেতন দিয়া সর্ব্বস্ব যখন শেষ করিয়া ফেলেন, তখন লাল বাতি জালিয়া দিয়া সরিয়া পড়েন। তাহার পর কারবার লিকুইডেশনে যায়। আর সাধারণ লোক যাহারা সেইরূপ কারবারের অংশ খরিদ করিয়াছিল, তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়। লাভের কথাতো দূরের কথা, আসল টাকাও নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কারণে দেশের লোক আর বড় যৌথ কারবারের দিকে ঘেঁসিতে চায় না।

বাঙ্গালীর ২।৪টী যৌথ কারবার বেশই চলিতেছে। যেমন, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস কোং লিমিটেড্, বঙ্গলক্ষ্মী ইত্যাদি এইরূপ ২।৪টী ফারম আছে—ইহারা দাঁড়াইয়া গিয়াছে—অংশীদারগণ মুনফাও পাইয়া থাকে। বাস্তবিক যে সে যৌথ কারবারের অংশ খরিদ করাও উচিত নয়। পল্লীগ্রামবাসীগণ যেন বড় বড় লোকের নাম দেখিয়াই অংশ খরিদ না করেন, কারণ যাঁহারাই যৌথ কারবারের উদ্যোক্তা, (organizer) তাঁহারা প্রথম মুখপাতেই বড় বড় রাজা রাজড়া, উকিল, ব্যারিষ্টারের নাম সংযোগ করিয়া দিয়া খুবই চটকদার করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ সকল ডাইরেক্টারগণের মধ্যে কখনও কেহ কারবারের কাজ দেখেন না, দেখিবার তাহাদের সময়ও থাকে না। আফিসে দুরন্ত খাতাপত্র চেয়ার টেবিলের ধুমধাম, এদিকে মোটর গাড়ীতে ছোটাছুটী, দালাল কানুভাষারে সরগরম থাকে, বাহিরের লোক দেখিতে আসিলে মনে করিতেই পারে, না জানি কি কারবারই চলিতেছে। কিন্তু আসল কারবারের ভিতরে যে কি হইতেছে, সে খবর সহজে কাহারও পাইবার উপায় নাই। বাৎসরিক কি ষাণ্মাসিক যে রিপোর্ট বাহির হয়, তাহা এত জটীলভাবায়, এত পেঁচাল করিয়া বলা হয় যে, কাহারও মাথায় চট্ করিয়া ঢোকা সম্ভব নয়। এইরূপ নানা গলদে লোকে অনেক যৌথ কারবারে টাকা, ন্যস্ত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে অসাধুতার জন্যও যৌথ কারবারের উপর লোকের এত অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সহজে আর কেহ যৌথ কারবারের ভিতর যাইতে চাহে না। ইহা অবশ্যই দেশের পক্ষে শুভজনক নহে, কারণ দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যৌথ কারবারই অতি আবশ্যকীয় উপকরণ—যেহেতুক একের অর্থ দ্বারা কখনও কোন দেশেই বড় কল কারখানা কারবার চলিতে পারে না। এ দেশের দেশীয় যৌথ কারবারের শেয়ার দালালরা বিক্রয় করিতে চাহে না। কিন্তু ইয়োরোপীয় যৌথ কারবারের প্রচুর অংশ দেশীয় লোকে আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকে। তাহার প্রমাণ, বড় বড় ব্যাঙ্ক, জুট মিল প্রভৃতি। বহু দেশীয় লোকে সে সকল শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসরই মুনফা পাইতেছেন। ইহার কারণ বিশ্বাস। এ দেশের কারবারে এদেশের লোকেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না—ইহা অতিশয় ঘৃণা এবং লজ্জার কথা তাহার আর সন্দেহ নাই। যেদিকেই দেখ দেখিবে, সেই নৈতিক অবনতি। এই নৈতিক উন্নতির দিকে উন্নতি না হইলে এদেশের সমস্ত আলোচনা গবেষণাই নিছক নিরর্থক। দেশের ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই পরস্পর পরস্পরকে আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, এদেশ এত অধঃপতনে গিয়াছে। বিশেষ শিক্ষিত সমাজকে দেখিলে সাধারণ লোকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া সরিয়া পড়ে। আহা—বাঙ্গালায় শিক্ষার কি মহিমাময় গৌরবই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই শিক্ষারই এত বড়াই, এত অহঙ্কার!

যাহাদিগকে একটা নিরীহ নিরক্ষর লোকেও বিশ্বাস করিতে পারে না, তাঁহাদের আবার দেশের মধ্যে মূল্য কি? সে যাহাই হউক, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত নীতিবান সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া দশজনকে সঙ্গে লইয়া কাজ কারবার করিতে প্রকৃতই ইচ্ছুক, তাঁহারা যদি সৎ এবং ন্যায়বান্ না হয়েন—তবে দেশের সাধারণ লোক তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে যদি না অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাহাতে দেশের ঘোর অনিষ্ট আছে, কারণ জনশক্তি সংঘীভূত না হইলে কোন কাজই সুফল হইতে পারে না। সুতরাং সেই গোড়ার গলদের কথাই মনে পড়ে—সে-ই নৈতিক অবনতি। যৌথকার গঠন করিতে হইলে দেশের শিক্ষিত সমাজকে নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

---

# বিবিধ তথ্য সংগ্রহ।

## বঙ্গে যৌথ কারবার।

গত জানুয়ারী মাসে বঙ্গে ১৭টা নূতন যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে, উহার সমবেত মূলধন ৩৪।০ লক্ষ টাকা। উহার দ্বারা ২টা ব্যাঙ্ক, ৪টা টাকা ধার দিবার ব্যবসায়, ১টা ছাপাখানা, ১টা রাসায়নিক ব্যবসায়, ১টা যান চলাচলের ব্যবসায়, ১টা তামাকের ব্যবসায়, ১টা দিয়াশলাইর ব্যবসায়, ২টা চা বাগানের ব্যবসায়, ১টা হোটেল ও থিয়েটারের ব্যবসায়, ৩টা অন্যান্য ব্যবসায় স্থাপিত হইবে।

---

## আমন ধান্য।

### শেষ অনুমান।

বঙ্গদেশে এই বৎসর ১৪৯৫৪৪০০০ একর জমীতে আমন ধান্য হইয়াছে এবং ৫৮৩৬৮০০ টন ধান্য হইবে এবং গড়ে প্রতি একর জমীতে ১২।০ মণ ধান্য হইয়াছে। বিহারে এই বৎসর ১০২১৩০০০ একর জমীতে আমন ধান্য হইয়াছে এবং ৭৫৬৩৪৬০০ হন্দর ধান্য হইবে এবং গড়ে প্রতি একর জমীতে ১২ মণ ধান্য হইবে।

---

## চিনাবাদামের চাষ।

সমগ্র ভারতে এই বৎসর ১০৭৮০০০ টন চিনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছে গত বৎসর ১২৩১০০০ টন হইয়াছিল। এই বৎসর ২৭৩১০০০ একর জমীতে চিনাবাদামের চাষ হইয়াছে গত বৎসর ২৬৩৩০০০ একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। এই বৎসর প্রতি একর জমীতে ৪৪২ সের করিয়া চিনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছে, গত বৎসর ৫২৬ সের উৎপন্ন হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতে যত চিনাবাদাম উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৭৩ ভাগ মাদ্রাজে, ১৫৩ ভাগ ব্রহ্মে, ১০·৭ ভাগ বোম্বাইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

---

## তুলার চাষ।

### শেষ অনুমান।

এই বৎসর সমগ্র ভারতে ২২৪১০০০ একর জমীতে তুলার চাষ হইয়াছে, তাহাতে ৫ মণ বস্তার ৫০৪২০০০ বস্তা তুলা হইয়াছে এবং গড়ে প্রতি একর জমীতে ৪৪ সের তুলা জন্মিয়াছে। বঙ্গদেশে ৭০০০ একর জমীতে এবৎসর তুলা জন্মিয়াছে, তাহাতে ২৫০০০ বস্তা তুলা হইয়াছে এবং গড়ে প্রতি একরে ৫৯ সের তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। বিহারে ৮১০০০ একর জমীতে তুলা জন্মিয়াছে তাহাতে ১৬০০০ বস্তা তুলা হইয়াছে এবং গড়ে প্রতি একর জমীতে ৩৯ সের তুলা জন্মিয়াছে। আসামে এই বৎসর ৩০০০০ একর জমীতে তুলা জন্মিয়াছে, তাহাতে ১৪০০০ বস্তা তুলা হইয়াছে এবং গড়ে প্রতি একর জমীতে ৭২ সের তুলা জন্মিয়াছে।

সমগ্র ভারতে যত তুলা জন্মে, তাহার শতকরা ২৭·৯ ভাগ বোম্বাইতে, ২০·৩ ভাগ মধ্যপ্রদেশে, ১০·৯ ভাগ মাদ্রাজে, ৮·২ ভাগ পঞ্জাবে, ৫ ভাগ যুক্তপ্রদেশে, ১·৬ ভাগ ব্রহ্মে, ০·৪ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যায়, ০·৩ ভাগ বঙ্গে, ০·২ ভাগ আসামে, ১৩·৯ ভাগ হাই-দ্রাবাদে উৎপন্ন হয়।

এই বৎসর ভারতে যত তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ২২৩০০০ বস্তা ইংলণ্ডে, ৫০১০০০ বস্তা ইউরোপে, ২১৩৫০০০ বস্তা চীন প্রভৃতি পূর্ব্বদেশে, ৬১৪০০০ বস্তা অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইয়াছে। ভারতে ২১০৯০০০ বস্তা তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। সঙ্গীঃ

---

# Indian Coal Business.

# ভারতের কয়লার কাজ।

( ২ )

## কত কয়লা পাওয়া যায়।

ভারতের কয়েকটা প্রদেশে কত টন কয়লা উত্তোলিত হয় তাহার হিসাব।

| বৎসর | আসাম | বঙ্গ | বিহার | সমগ্র ভারত |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৮১—১৮৮৬ | ১২০০০ | ১১১০০০০ | × | ১২২৭০০০ |
| ১৯০৬ | ২০৫৪৯০ | ৩২৯২৫২৯ | ৫৩২৫২৯১ | ৯৭৮৩২৫০ |
| ১৯১৫ | ৩১১২৯৬ | ৪৯৭৫৪৬০ | ১০৭১৮১৫৫ | ১৭১০৩৯৩২ |
| ১৯২০ | ৩২৫৫৩৫ | ৪২০৭৬৫২ | ১১৯৭৫৬৫৬ | ১৭৯৬২২১৪ |
| ১৯২২ | ৩৪৮১০০ | ৪৩২৮৯৮৬ | ১২৭১১৩২৮ | ১৯০১০৯৮৬ |

## কলিকাতায় কয়লার দর।

কলিকাতায় প্রতিটন কয়লার কত মূল্য ছিল তাহার হিসাব।

| বৎসর। | | প্রথম শ্রেণীর ঝরিয়ার কয়লা। | দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝরিয়ার কয়লা। |
|---|---|---|---|
| ১৯২১ | জানুয়ারী | ৮৲ | ৫৲ হইতে ৬৲ |
| ১৯২২ | ঐ | ১২৲ | ৮৲ |
| ১৯২৩ | ঐ | ২০৲ | ৭৲ |

## প্রতি টন কয়লার গড়ে মূল্য।

| সন | আসাম | বঙ্গ | বিহার | সমগ্র ভারত |
|---|---|---|---|---|
| ১৯০৮ | ৪৸০ | ৩৸০ | × | ৩৸৶০ |
| ১৯১৫ | ৬৸৶০ | ৩৶০ | ২৸৶০ | ৩।০ |
| ১৯১৯ | ৭॥৶০ | ৫৲ | ৪।০ | ৪॥০ |
| ১৯২২ | ৮।০ | ৯॥৶০ | ৬৸৶০ | ৮॥৶০ |

## ভারতে কয়লা খরচ।

| | ১৯১৩ | ১৯১৯ | ১৯২২ |
|---|---|---|---|
| কত কয়লা উঠিয়াছে | ১৬২০৮০০০ টন | ২২৬২৮০০০ টন | ১৯০১১০০০ টন |
| কয়লার মূল্য | ৫৬৯১২০০০ টাকা | ১০১১৯৩০০০ টাকা | ১৪৬৩৩০০০০ টাকা |
| খাদের মুখে গড়পড়তা মূল্য | ৩৷০ | ৪॥০ | ৭॥৶০ |
| গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি কত কয়লা উঠাইয়াছে | ১১২ টন | ১১১ টন | ৯৫ টন |
| ভারতের লোক সংখ্যা | ৩১৫৮৫৯০০০ জন | ৩১৮১৯৮০০০০ জন | ৩১৯১২৬৮০০০ |
| প্রতি ব্যক্তি কত কয়লা ব্যবহার করিয়াছে | ˙০৫ টন | ˙০৭ টন | ˙০৬ টন |

# নারী শিক্ষা।

স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী লোক এখন খুব কম। লোকে বুঝিতে শিখিতেছে যে, মূর্খ নারী অপেক্ষা আবর্জ্জনা বোধ হয় সংসারের মধ্যে খুব কমই আছে। শিক্ষা দ্বারা নারী হৃদয় কতক কোমল হয়, নারী কোমল-স্বভাবা না হইলে অতি ভয়ানক জীব। অবশ্য নাটক নভেল পড়া মহিলাগণ দ্বারা সাংসারে যে অশান্তি আজ কাল উপস্থিত হইতেছে, তেমন শিক্ষা দ্বারা উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই ইহারা সংসারের কাজ কর্ম্মে উদাসীনা। সুতরাং একান্নবর্ত্তী সংসারে দশজনের ন্যায় কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে সংসারে অপর সকলের পক্ষে তাহা অসন্তোষের কারণ হইয়া থাকে। প্রকৃত নৈতিক উন্নতির জন্য যে শিক্ষা, তাহা সমস্ত নর নারীর পক্ষেই হিতকর। শিক্ষা দ্বারা চরিত্র গঠিত হইলে সেরূপ নারী দ্বারা সংসারের অশেষ কল্যান সাধিত হয়—সেইজন্য স্ত্রী-শিক্ষার সংসারে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আমাদের বাঙ্গালাদেশ স্ত্রী-শিক্ষায় পশ্চাদপদ। বহু হিন্দুস্থানী মহিলা—বহু উৎকল দেশবাসিনী লিখিতে পড়িতে জানে, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে সহর এবং সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ব্যতিত সুদূর পল্লী-গ্রামের বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিখাই-বার আগ্রহ দেখা যায় না। সেখানকার বালিকাগণ শৈশবে ধূলা মাটী লইয়া খেলিয়া বেড়ায়, একটু বড় হইলে মায়ের ছেলে ধরে। জননীর শাসন মারধর খাইয়া অতি কষ্টেই বিবাহ যোগ্য বয়সে উপনীত হয়, তাহার পর বিবাহিত হইলেই শ্বশুর বাড়ী যায়। সে শৈশবে সুশিক্ষা পায় খুব কম। কাজেই বালিকা লেখা পড়া শিখে না, মাতার শাসন, কর্কশ ব্যবহারই সে শৈশবে দেখিতে পায়। সেও বড় হইয়া নিজের সংসারে তাহারই

অভিনয় করিয়া থাকে। স্বামীর সহিত তাহার পত্র ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই, লিখিতেও জানে না, পড়িতেও পারে না, সর্ব্বদাই পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার তাহার শক্তি নাই—সকল মনোভাব পরের হাত দিয়াও লেখানও তাহার পক্ষে সঙ্কট হইয়া পড়ে—স্বামী শিক্ষিত হইলেও কোন কথা লিখিবার উপায় নাই—স্ত্রী পড়িতে লিখিতে জানে না—এ বড় সাধারণ বিড়ম্বনা নয়। সে কেবল মজুরাণীদের মত সংসারে গাধার খাটুনি খাটিয়া সন্ধ্যায় অবসন্ন হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে, সংসারের ভাল মন্দ তাহার ভাবিবার বা পরামর্শ করিবার অবসর থাকে না। এইরূপে তাহার কোমল হৃদয় কঠোর হইয়া পড়ে—কর্কশ ভাষিনী হয়। মার্জ্জিত বুদ্ধি নয়—হিতাহিত জ্ঞানেরঅভাব—সুতরাং পরচর্চ্চা দ্বারা প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি—যে তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহারই সহিত বিবাদ কলহ বাধাইয়া বসে। নারী অশিক্ষিত হইলে সংসারে এই সকল অপ্রিয় ঘটনা ঘটিতে থাকে, তখন মনে মনে হয়, স্ত্রী যদি একটু শিক্ষিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এতটা হইত না।

কাজে কর্ম্মে ব্যবসায় বাণিজ্যে যাহাতেই তুমি থাক, অশিক্ষিতা মহিলা দ্বারা পর্য্যাপ্ত সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যেও শান্তি পাইবার আশা বড় কম।

শিক্ষা দ্বারা হৃদয় কোমল হইবে, তাহা সু-নিশ্চিত। তবে নাটক নভেল পড়িয়া তাহার নায়ক নায়িকার আদর্শে যদি বিলাসিনী ও সাংসারিক গৃহস্থালীর কার্য্যে উদাসীনা হয়, তাহা হইলে তেমন শিক্ষার দ্বারা হিতের পরিবর্ত্তে অহিতই হয়।

নারী সংসারের অলঙ্কার, যদি তাহার হৃদয় কোমল হয়, মৃদুভাষিনী, স্নেহপরায়না, প্রিয়বাদিনী শ্রমশীলা হয়েন, তবে সে শান্তি পাদবের ছায়ায় মানুষ মাত্রেই শান্তি পায়, এমন কি পশু পক্ষীও সুখে থাকে। এইরূপ যাহাতে হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষাই আমাদের মধ্যবৃত্ত গৃহস্থগণের জন্য যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহার আর ভুল নাই। পল্লীগ্রামে এইরূপ শিক্ষার বড় অভাব। প্রত্যেক বালিকাকে ছেলেদের মতই শিক্ষা দিতে হইবে, নানা সদুপদেশ, নানা আদর্শ চরিত্র পড়াইয়া—তাহার চরিত্র গঠন করিয়া দেওয়া—প্রত্যেক পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইরূপে শিক্ষিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে যাইলে সে নারী সুখী হইবেন—ইহা সুনিশ্চিত।

পল্লী-গ্রামে এই মাতৃজাতি বিশেষ উপেক্ষিতা। ছেলেদের আদর, খাওয়া দাওয়া সব সুন্দর—বালিকা গুলি কেবল মায়ের ছেলে বহিয়া বেড়ায়, ছেলেদের মত খাইতে পরিতে পায় না—খাটিয়া খাটিয়া অশিক্ষিতা জননীর তিরস্কার এবং অযথা প্রহারের মধ্য দিয়া সে জীবন অতিবাহিত করিয়া বয়সকালে সে কখনও কোমল হৃদয়া হইতে পারে না। দেশ, জন্মভূমি, ছেলের লেখাপড়া কিছুই সে বুঝে না। খাটে খায়—স্নেহ ভালবাসা সে হৃদয়ে স্থান পায় না। এ কি ভাল? সেইজন্য বালিকা বয়সেই তাহাকে শিক্ষিতা করিবার চেষ্টা কর—সংসার সুখের হইবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা যদি এদেশে প্রচলনের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালায় এত নরনারী মূর্খ থাকিত না। মূর্খ লইয়া সংসার করা বড় বিড়ম্বনা।

---

## রমণী-নিগ্রহ।

পত্রান্তরে প্রকাশ, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল থানার অন্তর্গত বেতাগরি গ্রামের নিকটবর্ত্তী পাড়াকাটানি গ্রামের ইছামদ্দি সেখের বিবাহিতা কন্যাকে কয়েক দিন হইল কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ইছামদ্দি গরীব, সে মামলা করিতে অসমর্থ। শুনা যায়, দুর্ব্বৃত্তগণ রমণীকে সাগরাদী গ্রামে রাখিয়াছে। হরণকারীদের নামও জানা গিয়াছে, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া রমণীকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। তাহারা ইহাকে গোপন করিয়া রাখিতেছে ও পশুভাব চরিতার্থ করিতেছে। সময়।

---

কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহে আমরা বিভিন্ন জেলায় কয়েকটী রমণী-নিগ্রহ মূলক অভিযোগ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অতঃপর এই শ্রেণীর আরও যে কয়টি অভিযোগের কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও নিম্নে বিবৃত হইল। এই সকল অভিযোগের অবিলম্বে যথোচিত তদন্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

( ১ )

সতীর হস্তে লম্পটের শাস্তি—ঢাকা ধামরাই থানার অধীন এক গ্রামে বিনোদ-বিহারী সাহার বাস। গত জানুয়ারী মাসে একদিন রাত্রিকালে বিনোদ তাহার পুরো-হিত ললিত আচার্য্যের অনুপস্থিতিতে

তাহার যুবতী স্ত্রীর নিকটে নিজের কু-অভিপ্রায় জানায়। ব্রাহ্মণ পত্নী বিনোদকে তিরস্কার করিয়া বলে যে, যদি সে তাহার গায়ে হস্তক্ষেপ করে, তবে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবে। বিনোদ বলিষ্ঠ। যুবতীর কথা শুনিয়া হাসিয়া তাহাকে "এস এস বলিয়া ধরিতে যায়। সতী রমণীর দেহে শতগুণ বলের সঞ্চার হইল। সে এক দাও লইয়া "তবে রে পিশাচ এই দেখ" বলিয়া ললিতের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিল। স্বামী ফিরিয়া আসিয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। সময়।

---

হিন্দু-বিধবার উপর অত্যাচারে গুরু কারাদণ্ড।—খুল্‌নায় সেসন জজের নিকট গোপাল গাজী ও আর তিন জন মুসলমানের বিরুদ্ধে কুঞ্জবালা দাসী নাম্নী একটী হিন্দু বিধবাকে তাহার শাশুড়ীর আশ্রয় হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার অভিযোগ আনা হয়। আসামীরা কুঞ্জের নিকট অনেকবার কু-প্রস্তাব করে, কিন্তু সে বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে। ঘটনার রাত্রিতে কুঞ্জ তাহার শাশুড়ীর সহিত বাহিরে গেলে আসামীরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। শাশুড়ী অগ্রসর হইলে দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে প্রহার করে এবং পরিশেষে কুঞ্জকে নিকটবর্ত্তী পাটের ক্ষেতে লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে, তৎপরে তাহাকে বাড়ীর দরজায় রাখিয়া তাহারা পলায়ন করে। পুলিশ আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেয়। অধিকাংশ জুরীর মত অনুসারে জজ প্রত্যেক আসামীর ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। তথাপি এই শ্রেণীর পশুদের চৈতন্য হইতেছে না। প্রায় প্রত্যেক দিন এই ঘটনা ঘটিতেছে, বহুলোক লোক-লজ্জা এবং সমাজের ভয়ে অত্যাচারিত হইয়াও প্রকাশ করেনা বলিয়া চাপা পড়ে। পূর্ব্ববঙ্গই এইরূপ পাশাবিক অত্যাচারের লীলা ক্ষেত্র, কিন্তু আশ্চর্য্য! তাহাদের বিশেষ স্পন্দন নাই—গা সহা হইয়া গিয়াছে বোধ হয়?

কাঃ সঃ

---

## Homœopathic Veterinary Treatment.
## হোমিওপ্যাথিক পশু চিকিৎসা।

পশু চিকিৎসকের পল্লীগ্রামে বড় অভাব, একদল পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ বলিয়া পরিচিত গো-বৈদ্য পশ্চিমবঙ্গে শীতকালে আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া চলিয়া যায় বটে, কিন্তু কোন কাজের চিকিৎসা বলিয়া মনে হয় না। সেকালের গোয়ালাগণ কিছু কিছু গবাদির চিকিৎসা জানিত, কিন্তু এখনকার গোয়ালাগণ সাধারণ লোক অপেক্ষাও অজ্ঞ। এই সকল কারণে আমি আমেরিকা হইতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তকাদি আনাইয়া গরু এবং অশ্বের চিকিৎসা করিয়া দেখিতেছি। এই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার প্রচলন হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আমি যতগুলি চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাহা দ্বারা আমার হোমিওপ্যাথিক পশু-চিকিৎসার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সেইজন্য এই বৎসরের "কাজের লোকে" এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি, এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতাও সেই সঙ্গে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। সাধারণের ইহা দ্বারা উপকার হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

"কাজের লোক" সম্পাদক।

---

## Hæmaturea—
## রক্তপ্রস্রাব।

Bloody urine বা রক্ত প্রস্রাব। এই রোগটী গরু বাছুরেরও প্রায়ই হইতে দেখা যায়। ইহার চিকিৎসা হোমিপ্যাথিতে অতি সুন্দর এবং প্রায়ই ২।৩ মাত্রা ঔষধেই সারিয়া যায়।

লক্ষণ ঃ—প্রস্রাব রক্ত মিশ্রিত, লোহিত বর্ণ। প্রস্রাব কড়া হইয়া যে চায়ের মত হয়, ইহা সেরূপ নয়। প্রস্রাব করিলে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, যে ইহা রক্ত প্রস্রাব অথবা রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব। ইহার সহিত কখন কখন জ্বর, কোমরে বেদনা থাকে, গাত্র শুষ্ক উত্তাপযুক্ত। মুখের মধ্যে হাত দিলেই গরম বোধ হয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন কখন নাদীতে শোণিত চিহ্ন ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

এই রোগোৎপত্তির কারণ :—আঘাত, মূত্র যন্ত্রের প্রদাহ, কঠোর পরিশ্রম, অথবা কিড্‌নী বা মূত্রযন্ত্রে ও Bladder বা মূত্র-স্থালীতে প্রস্তর বা পাথ্‌রী জন্মাইলে, এবং Spanish flies নামক এক প্রকার মক্ষিকা-জাত ঔষধ বাহ্য বা আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

রক্ত প্রস্রাবের সহিত জ্বর লক্ষণ থাকিলে একোনাইট ৩ বা ৬ ডাইলিশন ২।৩ বার সমস্ত দিনে দিলেই এ অবস্থাটা কাটিয়া যায়।

আঘাত পাইয়া অথবা অধিক খাটুনির জন্ত রক্ত প্রস্রাব হইলে আর্ণিকা ৬ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

---

## কাম্থারিস—Cantharis.

প্রস্রাবে রক্তের ভাগ অধিক থাকিলে এবং তৎসঙ্গে প্রস্রাব অল্প হইলে এই ঔষধ এক দুই মাত্রা দিলেই আরোগ্য হইয়া যায়।

কলিকাতা বহুবাজার রাজেন্দ্র দত্তের লেনে শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের গাভীর একটী বাছুরের রক্ত প্রস্রাব হইতে-ছিল। আমি তাহাকে ক্যান্থারিস ৩০ শক্তির ৪টী অনুবটিকা সন্ধ্যার সময় সেবন করাই। পরদিন প্রাতে আর রক্তস্রাব দেখা যায় নাই। এত আশু উপকার দেখিয়া তাঁহারাও মুগ্ধ হইয়া এখন গো-চিকিৎসার একটী বাক্স এবং ছয় টাকা দিয়া একখানি পুস্তক কিনিয়া-ছেন। তাহা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের ঘোড়া এবং গরুগুলির চিকিৎসা করিতে-ছেন।

Teribinth ( টেরিবিন্থ ) একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যবহারের লক্ষণাবলী ক্যান্থা-রিসের লক্ষণেরই সমতুল্য, ইহার একটী বিশেষত্ব এই যদি কিড্নী বা মূত্রযন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে টেরিবিন্থই ক্যান্থারিস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা:—রক্ত প্রস্রাব অধিক হইলে উপরোক্ত ঔষধ সেবনের সঙ্গে একটা গরম কাপড় বা কম্বলকে শীতল জলে ভিজাইয়া কোমরের উপর ঢাকা দিলে মহৎ উপকার হইবে। পথ্য—শীতল ভাতের মাড়, শীতল জল, বার্লি ওয়াটার, কচি ঘাস দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ পীড়ায় পশুকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। ভেড়া, ছাগল, কুকুর, গরু ঘোড়া সকল পশুর জন্যই এই একই ব্যবস্থা দ্বারা উপকার হইবে।

---

## Household Informtions.
## গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

### মাটীর বাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার উপায়।

হাঁড়ী হোলা প্রভৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে প্রথমে পাত্রটীতে ঠাণ্ডা জল দিয়ে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হয়। তাহার পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে খুব কম জোর আগুনে সেই জলটাকে আস্তে আস্তে সেই পাত্রের করেই ফুটাতে হয়। তাহার পর জলটা ফেলিয়া দিয়ে সেই পাত্রে রন্ধন করলে হাঁড়ী সহজে আর ফেটে যাবে না।

---

### মড়িচা ধরা ছুরি পরিষ্কারের উপায়।

কাষ্ঠের কয়লাকে খুব সূক্ষ্মরূপে পরিণত করিয়া একখানা প্লেন কাষ্ঠের উপর সেই কয়লার গুড়া ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর ছুরির ফলাকে ঘর্ষণ করিলেই ময়লা উঠিয়া যাইবে, অথচ জিনিসটার আঁচড় লাগিবে না, উত্তম পালিস হইয়া যাইবে।

---

### আলপাকার জামা পরিস্কার করিবার উপায়।

সুলভে ও সুন্দররূপে আলপাকা পরিষ্কার করিতে হইলে ১ পাঃ চাউলে ১ গ্যালন জল দিয়া ৩ ঘণ্টা কাল অগ্নির তাপে সিদ্ধ কর। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে উহা হইতে কতকটা জলীয় অংশ একটা পাত্রে ঢালিয়া রাখ। বাকী অংশটা অগ্নি হইতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইলে জামাটীকে ইহাতে উত্তমরূপে থাসিয়া জলে ধৌত কর। তৎপরে জামাটীকে নিংড়াইয়া লইয়া অপর পাত্রে যে তরল ফেন আছে, তাহাতে ডুবাইয়া লইয়া সূর্য্যের উত্তাপে শীঘ্র শীঘ্র শুখাইয়া লও এবং ঠাণ্ডা ইস্ত্রি দ্বারা ইস্ত্রি করিয়া লও।

---

### কড্‌লিভার অয়েলকে সুখসেব্য করিবার উপায়।

কড্‌লিভার অয়েলের বিকট আস্বাদের জন্য অনেকের পক্ষে ইহা পান করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। ইহাকে সুখসেব্য করিবার উপায় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—

( ১ ) ইহার সহিত Extract of malt মিশাইয়া লইলে খাইতে কোন কষ্ট হয় না। এরূপ করিয়া কড্‌লিভার অয়েল খাইলে গা বমি বমি করে না এবং ঔষধেরও উপ-কারিতা বৃদ্ধি পায়।

( ২ ) দারুচিনি (Cinnamon) ভিজার জলের সহিত খাইলে ইহার গন্ধ টের পাওয়া যায় না। প্রতি ডোজে চা চামচের এক চামচ জল মিশাইতে হয়।

(৩) কফি, সদ্য দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত খাইতেও কোন প্রকার কষ্ট অনুভূত হয় না।

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি
ঘরে বসে পুছে বাত
তার ঘরে হা ভাত"

চাস যদি করে থাক তবে এই কয়টী কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখ্‌বার জন্যে দরজার সাম্‌নে লিখে রেখে দিও। নিজে খাট্‌তে হবে, লোকজনকে খাটাতে হবে। না খাট্‌তে পাল্লে ছাতি কান্ধে করে জন মজুরদের কাছে হাজির থাক্‌লেও তবু কাজ হবে অর্দ্ধেকও পাবে। আর যদি ঘরে বসে বচন অর্থাৎ সংবাদ লাও, তা'হলে তোমার ঘরে অন্নের হাহাকার উঠ্‌বে। চাসে তোমার কিছুই হবে না।

## টোট্‌কা।

বহুদিবস পূর্ব্বে কোন একখানি প্রাচীন গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়টী পাঠ করিয়াছিলাম। কৌতুহলী পাঠকের পরীক্ষার জন্য ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম—

হরিদ্রাবর্ণের ব্যাঙের জিহ্বা ঘৃতে ভাজিবে। উহাতে শর্করা মাখিয়া নিদ্রাকালে স্ত্রী কি পুরুষের বুকে স্থাপন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি আত্মকৃত কর্ম্ম ব্যক্ত করিবে। চোর ও সাধু ইহাতে টের পাওয়া যায়।

দ্রব্যগুণে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, কেহ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ফলাফল জানাইলে বড়ই বাধিত হইব।

শ্রীপঞ্চানন

## মুখরঞ্জন।

(১) দারুচিনি, এলাচি, নখী, জাই-ফল ও শিলারস একত্র পেষণ করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা করিবে। দিবা ও রাত্রিতে পানের সহিত ভক্ষণ করিলে অল্প দিনে মুখে সুগন্ধ বাহির হইবে।

(২) পিপ্পলি চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত প্রতিদিন ভক্ষণ করিলে মাস মধ্যে মুখে কেতকী পুষ্পের গন্ধ হয়।

(৩) মসুর ও কর্পূর একত্র পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে ১৫ দিনের মধ্যে মুখের দুর্গন্ধ ও মুখজাত ব্রণ নষ্ট হয়।

(৪) শাল্মলী বৃক্ষের কণ্টক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে ৩ দিনে স্ত্রী ও পুরুষের গণ্ডস্থলজাত ব্রণ নষ্ট হয়।

### বিবিধ প্রসঙ্গ।

## বেকার।

ভারতে ৮০০০০০ (আটলক্ষ) জন যুবক বেকার বসিয়া সকল যায়গায় চাকরির চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। ইহারা সকলেই বিদ্বান ও কাজ পাইলে কাজ করিতে পারে, কিন্তু কোন জায়গায়ই সুবিধা করিতে পারিতেছে না। কি বিষম যুগই আসিয়া পড়িল।

## টিপ সই।

এটি আবিষ্কার করিল কে? অনেকেই জানেন, ইহার আবিষ্কর্ত্তা একজন ফরাসী। কিন্তু বাস্তবিক ইহা সার এডওয়ার্ড হেনরি নামক একজন ইংরাজের মস্তিষ্কপ্রসূত। সার হেনরি বঙ্গদেশেই ১২৯৭ সালে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ছিলেন। তিনি যখন বঙ্গদেশে ছিলেন, সেই সময় তিনি টিপ সই প্রথা আবিষ্কার করেন। এখন সমগ্র সভ্যদেশে ইহার প্রচলন হইয়াছে।

(দৈনিক বসুমতী)

## বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপরাধী পরীক্ষা।

এই বৈজ্ঞানিক যুগে মিথ্যা কথার কৌশলে নিজের অপরাধ গোপনের চেষ্টা আর ফলবতী হইবার আশা রহিল না। আমেরিকার পুলিশ বিভাগে লাইক্যাচার (Lie-catcher) নামে একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষ তাহা নির্ণয় করা হইতেছে। মনুষ্যের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবীণ চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতার ফলে এই যন্ত্রটির উদ্ভব হইয়াছে। বাহ্যতঃ অবি-চলিতভাবে মানুষ অনর্গল মিথ্যা কথা বলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরস্থ রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া না হইয়া যায় না। স্বীয় অপরাধ সম্বন্ধে অপ্রিয় প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহার উপযুক্ত উত্তর আহরণ করিবার প্রচেষ্টা হইবামাত্রই রক্ত প্রবাহে ও শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া বৈগুণ্য উপস্থিত হয় এবং তাহা উক্ত Lie-Catcher যন্ত্রের সাহায্যে বিচারকের জ্ঞান গোচরে আসিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত করিয়া দেয়।

# কুলপীর বরফে বিপদ।

কলকাতার বাবুদের সন্ধ্যার পর কুল্পী বরফ না খাইলে চলে না। গরম যত বাড়ে, বাবুরা ততই মসগুল হইয়া বরফ খাইয়া থাকেন। আমরা একাধিকবার লিখিয়াছি, কুল্পী বরফ যে দুগ্ধে প্রস্তুত হয়, তাহা দোষদুষ্ট। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সহরে কুল্পী বরফ খাওয়ার সখ ও রেওয়াজ কমে ত নাই-ই, বরং দিনের দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে কুষ্ঠ হাঁসপাতালের কুষ্ঠ ধোয়া দুগ্ধ বাজারে বিক্রীত হয়; কুল্পওয়ালারা সেই দুগ্ধে কুল্পী প্রস্তুত করে। বাবুরা জানিয়া শুনিয়াও যদি সর্ব্বনাশ ডাকিয়া লয়েন, আমরা কি করিতে পারি!

সম্প্রতি কলিকাতার স্বাস্থ্য চিকিৎসক ডাক্তার ক্রেক কুলপী বরফ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, যে দুগ্ধে কুলপী তৈয়ার হয়, তাহা অতি দোষদুষ্ট এবং মানুষের খাওয়ার অযোগ্য! এ কথার পরও কি বাবুরা কুলপী খাইবেন?

আচ্ছা, কর্ত্তৃপক্ষ কি কিছুই করিতে পারেন না? তাঁহাদের ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহার পর সহরে কুল্পী বরফ বিক্রয় করিতে না দিলেই ত হয়! কর্ত্তৃপক্ষ এত কাজ করেন, আর সহরবাসীর উপকারার্থ এটুকু যদি না করেন, তবে যে লোকে তাঁহাদের কার্য্যের নিন্দা করিবে!

(শিশির)

---

# Home Industries

# গৃহ-শিল্প-শিক্ষা।

## ফল সংরক্ষণের প্রণালী।

অসময়ে সকল ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন উপায়ে ফল রক্ষা করিতে পারিলে বেশ থাকে, আর অসময়ে খাইতে পাওয়া যায়। এই ফল সংরক্ষণের প্রথা "কাজের লোকে" অনেকবার লেখা হইয়াছে। আজ আর একটা নূতন উপায় বলা যাইতেছে।

## Reynold's Plan.

রেনল্ড্ সাহেবের সংরক্ষণ পদ্ধতির ইয়োরোপে বেশ আদর আছে। ইনি বলেন;—

৩॥ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট দানাদার চিনি ১ গালন্ ফিল্টার্ড জলে গুলিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াইলে Syrup সীরপ (রসের মত) হইবে, তাহাকে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। তাহার পর ফলগুলিকে বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া তাহার ছাল ও আঁটী বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া টীনের কৌটার মধ্যে পুরিয়া তাহার উপর উপরোক্ত ঠাণ্ডা চিনির রস্টাকে ঢালিয়া দাও এবং সেই ফলের টীনটার ডালা বন্ধ করিয়া একটা কড়াইয়ে জল দিয়া তাহার ভিতর বসাইয়া দাও, যেন জল আর টীনের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে, অথবা ডালাটা একেবারে ঝালিয়া আটিয়া দিয়া কেবল ডালাটার মধ্যস্থলে একটা মোটা সূচ দ্বারা ছিদ্র করিয়া দাও। ইহার উদ্দেশ্য কি জান? কড়াইয়ের জলে টীনটী ডুবাইয়া দিলেই এবং নীচে আল দিলেই কড়াইয়ের জল ফুটিতে থাকিবে, এবং সেই উত্তাপে টীনের ভিতরের রসও ফুটতে থাকিবে। তখন টীনের ভিতরের বায়ু টীনের ডালার ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। বায়ু ভিতরে থাকিলেই ভিতরের ফল সংরক্ষিত হইতে পারিত না—পচিয়া যাইত, এইজন্য ছিদ্র করিয়া রাখা। গরম জলে এইরূপ তিন চারি মিনিট রাখিলেই কাজ শেষ হইবে, তাহার পর তৎপরতার সহিত ফলের টীনটী তুলিয়াই উপরের ছিদ্রটী রাং ঝাল দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেই ফল সুরক্ষিত থাকিবে। এই উপায়ে প্রায় সকল ফলই সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। এই আমের সময় আম, বর্ষাকালে আনারস কলা প্রভৃতি এই উপায়ে সংরক্ষিত করিয়া অসময়ে খাওয়া চলে। ইহা একটী উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ও বটে।

---

# মার্কিং ইঙ্ক।

কাপড়ে নাম লিখিবার জন্য মার্কিং ইঙ্ক ব্যবহার হয়। অনেক প্রকার প্রস্তুত প্রণালী আছে, "কাজের লোকেও" ইতিপূর্ব্বে ২।৪টী ফরমুলা দেওয়া হইয়া থাকিবে কিন্তু আজ একটী সহজ প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

নাইট্রেট্ অফ্ সিলভারের যে বাতি পাওয়া যায়, তাহার এক ইঞ্চি পরিমাণ লইয়া সামান্য জলে প্রথমে সেটাকে গলাইয়া লইয়া ১ গালন আন্দাজ জলে সেইটা সমস্ত ঢালিয়া দিয়া খুব নাড়িয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে, সেই কালি দ্বারা কাপড়ে নাম লিখিলে ধোবা বাড়ীতে যাইলেও উঠিবে

না—"makes first rate Marking Ink for cloth."

# Health & Hygine

## স্বাস্থ্য বিষয়ক কথা।

### রোগীর গৃহে যাইবার সতর্কতা।

কখনও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রোগীর নিকট যাইবে না, শরীর যখন ঘর্ম্ম হইয়া ঠাণ্ডা হয়, তখন সুস্থ শরীরও রোগ বীজ টানিয়া লইয়া নিজেকে রোগাক্রান্ত করিয়া তুলে।

খালি পেটে রোগী দেখিতে যাইতে নাই, বিশেষতঃ যে সকল রোগ সংক্রামক যথা—কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি। খালি পেটে এই সকল রোগীর নিকট যাইলে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। রোগী দেখিতে যাইয়া কদাচ দরজা বা জানালার নিকট দাঁড়াইতে নাই, অথবা যদি ঘরে আগুণ থাকে, রোগীর বিছানা এবং আগুনের মধ্যস্থলে কদাচ দাঁড়াইতে নাই। কারণ রোগ বীজাণু বায়ুর সহিত ঘরের গরম হাওয়ার সহিত বাহিরে যায় বা ভিতরে ঢুকিয়া থাকে, তাহা দ্বারা দর্শকের রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। ঘরে আগুন থাকিলে অগ্নির উত্তাপ রোগের বীজ আকর্ষণ করিয়া থাকে, রোগী এবং আগুনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে দর্শকের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

রোগীর নিকটবর্ত্তী স্থানে যদি যাওয়াই একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে রোগীর মস্তকের দিকে দাঁড়ান বা উপবেশন করাই নিরাপদ, কেননা রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস তাহা হইলে দর্শকের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের সহিত তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে পায় না।

---

ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থান সমূহে মশারী ব্যতিত শয়ন করা উচিত নয়। মশকের দংশন হইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করা উচিত। বাড়ীর পার্শ্বে পচা সার ডোবা পুকুর, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত এবং যদি তাহা করিবার সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে কেরোসীন তৈল ছিটাইয়া দিলে মশক বংশ নষ্ট হয়। নিজেরা বাঁচিবার চেষ্টা না করিলে কেহ বাঁচাইতে পারে না। পাড়াগায়ের লোক এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়াই রোগে জর্জ্জরিত হয়।

সামান্য ব্যয়ে ফিনাইল পাওয়া যায়, প্রতিদিন জলের সহিত ফিনাইল দিলে বাড়ীর দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়, মশক ও মরিয়া যায়। ফিনাইলের গন্ধে গৃহ প্রাঙ্গণে সাপ আসিতে পারে না। মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে জানে কিন্তু এক বোতল ফিনাইল যাহার মূল্য ৵০ আনার বেশী নয় কোন সংসারে তাহা নাই এমন কি অবস্থাপন্ন লোকের ঘরেও না।

---

গ্রামের মধ্যে সংক্রামক পীড়ায় প্রাদুর্ভাব হইলে গৃহ প্রাঙ্গণে আল্‌কাতরা, ধুনা পোড়ান উচিত, তাহা দ্বারা দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়।

---

জল গরম করিয়া ফুটাইয়া তাহার পর ফিল্‌টার করিয়া লইয়া পান করা উচিত। যদি ফিল্‌টার করিবার উপায়ও না থাকে, তবে জল গরম করিয়া শুধু নয়—জব্বর মত ফুটাইয়া ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহার করা উচিত।

জলে কর্পূর দিয়া খাওয়া উচিত নয়, কারণ কর্পূরের পরিমাণ অধিক হইলে ঠিক কলেরার মত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অকস্মাৎ হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া ঠিক শুক কলেরার মত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেকের ধারণা আছে, কর্পূর শুঁকিলে, বা পান ও জলের সহিত খাইলে বুঝি কলেরার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে, এইজন্য ভয়ে কর্পূর অপব্যবহার করিয়াই কলেরা দ্বারা বা তদ্রূপ উপসর্গে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

মাছি ও বিড়ালে অনেক সময় সংক্রামক ব্যাধির বীজ বহন করিয়া আনিয়া থাকে, সুতরাং এই গুলির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

খাদ্যদ্রব্য আঢাকা থাকিলে কদাচ ব্যবহার করিবে না। ঠাণ্ডা খাদ্যদ্রব্য, পচা মাছ, বাসি মাংস, বাসি তরকারী এসকল কদাচ খাওয়া উচিত নয়।

---

## নূতন কাগজ।

কলিকাতা ১৭।১৮ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট রোড হতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় "যাত্রী" নামক একখানি পাক্ষিক পত্র বাহির হচ্ছে, নগদ মূল্য এক পয়সা মাত্র। আমরা সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা কচ্ছি। ১লা বৈশাখ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, ফুলিসকেপ কাগজের ৪ পৃষ্ঠা পাঠ্য বিষয় আছে। মাসে ২টী পয়সা খরচ, তাই মনে হয় জনসমাজে "যাত্রীর" আদর হতে পারে।

---

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর নূতন।

## সমালোচনা

নূতন কলেরা চিকিৎসা—( Modern treatment of Cholera in Bengali ) ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ হালদার সঙ্কলিত এবং "চিকিৎসা প্রকাশ" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, নূতন সংস্করণ মূল্য ৩৲ টাকা। আমরা ডাক্তার ধীরেন্দ্র নাথ হালদার মহাশয়ের প্রথম সংস্করণের কলেরা চিকিৎসাও বহু পূর্ব্বে পাঠ করিয়া ছিলাম, সেই কলেরা চিকিৎসা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান নূতন "কলেরা চিকিৎসা" হইয়াছে। ইহাতে কলেরার লক্ষণ, ইতিবৃত্ত, রোগের প্রকার ভেদ আনুষঙ্গিক উপসর্গ এবং তাহাদের লক্ষণাবলী এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রণালী এত বিষদ ও বিস্তারিত রূপে সুব্যবস্থায় সহিত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যে শুদ্ধ চিকিৎসকগণের নহে, সাধারণ সাংসারিক লোকেরও অপরিহার্য্য পুস্তক তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। এলোপ্যাথিক কলেরা চিকিৎসায় আধুনিক সালাইন ইঞ্জেকসন একটী কার্য্যকরী চিকিৎসা, এই নূতন কলেরা চিকিৎসায় সেই বিষয়টী চিত্র দ্বারা কোথায় কিরূপে ইঞ্জেকসন দেওয়া হয়, তাহা প্রদর্শিত হওয়ায় পল্লীর চিকিৎসকগণের অশেষ উপকার করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে এমন পুস্তক আমরা আর যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ধীরেন বাবু একটী বহুদিনের অভাব পূর্ণ করিলেন। পুস্তকের ছাপা উৎকৃষ্ট, বাঁধাই মনোহর যেন ঠিক বিলাতি পুস্তক। পল্লীগ্রামের গৃহস্থ এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এত জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ যে "কাজের লোকের সঙ্কীর্ণ স্থানে বিষয় সমূহের সামান্ত পরিচয় দেওয়াও এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাপ্তিস্থান ;—আন্দুল বাড়ীয়া, ( নদীয়া )

---

## বিস্তৃত কালাজ্বর চিকিৎসা

১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড এবং পরিশিষ্ট সমেৎ ৭২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ডাক্তার শ্রীরাম চন্দ্র রায় ( Dr. R. C. Ray ) সঙ্কলিত এবং ১৯৭ নং চিকিৎসা প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ হালদার দ্বারা প্রকাশিত। বহুদর্শী ডাক্তার কালাজ্বরের যাবতীয় লক্ষণ, আনুসঙ্গিক উপসর্গ, রোগ চিনিবার উপায়, কালাজ্বর সম্বন্ধে বিদেশীয় এবং দেশীয় ডাক্তারগণের চিকিৎসা এবং গবেষণার ফল, চিকিৎসিত রোগীর আরোগ্যলাভ, ইঞ্জেকসনের প্রণালী ইত্যাদির সহিত নিজের বহুদর্শিতা লব্ধ সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শ সন্নিবেশিত করিয়া বঙ্গভাষাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, কালাজ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার এবং শিখিবার তাহা বিস্তারিত রূপে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কালাজ্বর পূর্ব্বে আসাম অঞ্চলেই হইত, কিন্তু এখন সমগ্র ভারতে এমন কি চীন দেশেও ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের ডাক্তারগণ অনেক সময় কালাজ্বরকে ম্যালেরিয়া ভাবিয়া চিকিৎসা করিয়া রোগীর জীবন রক্ষা করিতে পারেন না, এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। সেসকল রোগীর দুই একটী কলিকাতায় আনিয়া কালাজ্বরের চিকিৎসা করায় আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। এই বৃহৎ পুস্তকে প্রকৃত কালাজ্বর চিনিবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, এবং এই পুস্তকের সাহায্যে পল্লী-চিকিৎসকগণ অনায়াসেই কালাজ্বরের চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। বিলাতি বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে পুস্তকের নাম, উৎকৃষ্ট কাগজ ৭২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ৩৷৹ টাকা মাত্র। এরূপ পুস্তক যে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই হাতে আদৃত হইবে, তাহার সংশয় নাই।

---

বিশুদ্ধ লাগ্নিক পঞ্জিকা ১ বর্ষ ১ম সংখ্যা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন জ্যোতির্ভূষণ সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় জ্যোতিবিদ্যালয় ১০।বি ভবনাথ সেনের লেন হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রকাশিত, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶৹ আনা মাত্র—বার্ষিক মূল্য ২৲। ইহাতে সাধারণ পঞ্জিকায় জ্ঞাতব্য সমস্তই আছে, অধিকন্তু রাশি চক্রাদি দিয়া প্রত্যেক দিনের পঞ্জিকার ফলাফল আছে—পঞ্জিকায় অভিনবত্ব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি, কিন্তু ভয় হয়, মাসিক ৶৹ ব্যয়ে পঞ্জিকা এ দরিদ্র বাঙ্গলায় কত জন ক্রয় করিতে সক্ষম ?

---

# ছেলেদের সান্ধ্য-বৈঠক।

আদিত্যকুমার। দাদু! উননে যখন কাঠ জলতে থাকে, তখন কাট খানার আগাটা জললেও গোড়ায় উত্তাপ থাকে না কেন?

দাদু। কাঠের উত্তাপ পরিচালনার ক্ষমতা কম, সেই জন্য আগার উত্তাপ গোড়ায় পৌছাতে পারে না "wood is a bad conductor of heat."

আদি। কেন দাদু—কাঠে উত্তাপ পরিচালনা, কত্তে পারে না, লোহাকে যদি উনানে তার একমুখ দিই, একটু পরেই গোড়া পর্য্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, কাটের তা—হয় না কেন?

দাদু—কাঠের ভিতর যে সকল পদার্থের সমষ্টিতে কাঠ হয়েছে, তারা লোহার কি কোন ধাতব জিনিসের পদার্থ সমষ্টির মত নয়। কাঠের মধ্যে—যে সকল Particle আছে, তারা উত্তাপ বহন করিতে তেমন কার্য্যকারী পদার্থ নয়।

আদি। দাদু, আমি দেখেছি আমাদের কাপড় চোপড়ের মধ্যে কতকগুলো গরম, কতকগুলো ঠাণ্ডা কেন দাদু—কাপড় তো তারা সকলেই—তবে এমন হয় কেন?

দাদু—ঐ একই কারণে—কতকগুলো কাপড় চোপড়ের মধ্য দিয়ে উত্তাপ চলাচল কত্তে পারে এমন উপকরণ আছে আর কতকগুলোর সে উপকরণ নাই। আমাদের শরীরের একটা উত্তাপ আছে তা জানতো?—এমন কতকগুলো কাপড় আছে, তাদের —আমাদের শরীরের উত্তাপ টানবার বিশেষঃ ক্ষমতা আছে—তাই শীঘ্রই তারা গরম হয়ে উঠে। আর কতকগুলো কাপড়ে সেই কাজ করবার মত উপকরণ নাই, সেই জন্য আমাদের শরীরের উপর থাকলেও ঠাণ্ডাই থাকে। এরা হলো Bad Conductor of heat উত্তাপ পরিচালনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাল মসলা বুঝেছ?

আদি। আচ্ছা দাদু—কন্‌ডকটার (Conductor) আর Non-condoctor, কাকে বলে।

দাদু—কন্‌ডক্‌টার বলে যে পরিচালনা করে—যে উত্তাপ পরিচালন কর্ত্তে পারে, তাকে বলে পরিচালক, আর যে পরিচালন কর্ত্তে না পারে, তাকে বলে অপরিচালক। কাঠ—অপরিচালক আর লৌহ পরিচালক। লৌহ উত্তাপ টেনে নিয়ে নিজে উত্তপ্ত হয়ে উঠে বলেই একে উত্তাপের পরিচালক বলা যায়, কিন্তু কাঠ উত্তাপ টেনে নিয়ে নিজের সমস্তটা গরম কত্তে পারে না বলেই এটা নন্—কন্‌ডাক্‌টার বা উত্তাপের অপরিচালক। এখন বুঝেছ তো?

আদি। আমি বুঝতে পেরেছি। এর মধ্যে নন্ কন্‌ডকটার কি কন্‌ডক্‌টার—কোন্ প্রকারের কাপড় চোপড় হতে আমরা বেশী গরম বোধ করি।

দাদু।—যে সকল কাপড় নন্-কন্‌ডক-টার, তা হতেই আমরা অধিক উত্তাপ বোধ কর্ত্তে পারি, যে হেতুক এরা সহজেই আমাদের দেহের উত্তাপ টেনে নিতে পারে না—সেই জন্যে দেহ গরম থাকে। মেলা গুচ্চেন গরম কাপড় চাপালেই যে শরীর গরম থাকে তা নয়, এরা শীঘ্রই শরীরের উত্তাপ টেনে নিয়ে ফেলে বলেই অনেকক্ষণ পরেই—শরীর ঠাণ্ডা হয়ে শীত করে কিন্তু কাপাসের কাপড়, কোঁচার টেপ্ গায়ে দিয়ে বেশ থাকা যায়, শীত করে না।

আদি। হা দাদু, তা—দেখেছি, কেন এমন হয়?

দাদু।—ঐ যে বল্লেম, পশমের অপেক্ষা সূতার কাপড় হলো Bad conductor of heat—মন্দ পরিচালক পদার্থ, সেই জন্য দেহের উত্তাপটা তত শীঘ্র টেনে নিতে পারে না, কাজেই দেহের উত্তাপেই দেহ গরম থাকে।

আদি। বুঝতে পেরেছি দাদু—এত ভারি মজার কথা আগে জানতুম না। আচ্ছা দাদু—জগতের কোন জিনিস উত্তম উত্তাপ পরিচালক পদার্থ?

দাদু—স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহ তামা এবং যাবতীয় কঠিন পদার্থ যথা পাথর, ইত্যাদি।

আদি। আর কোন্ গুলো অধম পরিচালক?

দাদু। পালক, (Rawsilk) কাঁচা রেশম, কাঠ, ভুঁসো, তুলো, চর্ব্বি, কাঠ-কয়লা প্রভৃতি।

আদি। দাদু! তবে তো গরম কাপড় গায়ে দিলে অনিষ্ট হতে পারে?

দাদু। গরম কাপড় সারাদিন আমাদের দেশে ভাল নয়। গরম কাপড়ে দেহের উত্তাপ টেনে নিয়ে নিজে গরম হয় বটে কিন্তু বাহিরের শীতল বাতাসে সে নিজে শিঘ্রই ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সেই জন্য যতই গরম কাপড় চাপাও তবু শীত কমে না। আর একটা অনিষ্ট হয়—শরীরটার উত্তাপ টেনে নেওয়ার জন্যে শরীর শীতল হয়ে থাকে, তারপর গায়ের গরম কাপড় খুলে ফেল্লেই বেশ ঠাণ্ডা লেগে নানা অসুখও হয়ে পড়বার

সুবিধা হয়। শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ যদি শরীরে থাকে, তাতে হঠাৎ বাইরের ঠাণ্ডা সহজে অনিষ্ট করে উঠ্‌তে পারে না।

আদি। ও—আচ্ছা দাদু অনেক ছেলেকে তো লোকে গরম কাপড়ে মুড়ে রাখে, সেটা কি ভাল নয়।

দাদু।—না, খুব কচি ছেলের শারিরীক উত্তাপ কম বলে তাদের বেশী কাপড় চোপড় দিয়ে গরম রাখ্‌তে হয়, নইলে যে সকল কাপড় শরীরের উত্তাপ টেনে লয় না, সেইরূপ কাপড় চোপড়ই ব্যবহার করা উচিত। এসকল কথা আর একদিন বলা যাবে—আজ রাত হয়েছে—শোও গে—

আদি।—( প্রণাম করিয়া প্রস্থান )

## গ্রাহকগণের প্রতি।

কাগজ বেরুতে কিছু বিলম্ব হয়ে ছিল; বলে অপরাধী ছিলাম, বার্ষিক মূল্যের কথা তুলতে সাহস করিনি। সে ত্রুটী শুধ্‌রে নিতে পেরেছি অনেক ব্যয় করে—এখন এবৎসরের বার্ষিক মূল্যের কথা একবার মনে করিয়ে দিতে পারি কি?—রুগ্ন কাতর শরীর—ভিপি কর্‌বার সামর্থ—এবার নাই—আপনাদের চিরানুগ্রীহিত বিপন্ন বন্ধুকে এবার "কাজের লোকের" বার্ষিক মূল্য ২॥ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়ে ভিঃ পিঃ করার কঠোর কষ্ট হতে রক্ষা করবেন কি? বড় কাতর বলেই এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। যাঁরা এবারে গ্রাহক না থাক্‌তে চান, তাঁরা দয়া করে একখানি পোষ্টকার্ড লিখে জানালেই আমি বাধিত হবো।

আপনাদের একান্ত বশম্বদ
"কাজের লোক", পরিচালক।

## দোক্তা খাওয়ায় বিপদ।

বাঙ্গালা দেশে অনেক ভদ্রমহিলা পানের সহিত দোক্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতেও নিকোটাইন বিষ অনেক সময়ে শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই দোক্তা-খাওয়াও অতি বিপজ্জনক ব্যাপার। নিকোটাইনের মাত্রা অধিক হইলে শরীরে অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়; ঘাড় লুটাইয়া পড়ে, নাড়ীর গতি মৃদু ও ক্ষীণ হয়, মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, হস্তপদ অবশ ও শীতল হয়, দৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ পায়, ক্রমে শরীর হিম হইয়া মূর্চ্ছা ও পরে কেহ কেহ বা "পটোল তুলিয়া থাকেন।" ইহা ভিন্ন দোক্তা ও তামাকের পাতা চিবাইলে মুখ-গহ্বরের আবরণ স্বরূপ যে অভ্যন্তর-ত্বক বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে, তদ্দারাও তামাকের বিষ বা নিকোটাইন শরীরের ভিতর পরিশোষিত হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারেই হউক, নিকোটাইন্ রক্তস্রোতের সহিত মিশ্রিত হইলে একই রকমে ইহার বিষ ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ দোক্তা বা সুর্ত্তি ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার কেহ বা তামাকের পাতা চুণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখের ভিতর রাখিয়া আস্তে আস্তে উহার রস শোষণ করিয়া থাকে। ইহাদেরও দোক্তা-সেবীদের ন্যায় মুখের ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দ্বারা নিকোটাইন শরীরে প্রবেশ করিয়া উহার বিষ দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হইবার কথা। তবে অধিকাংশ স্থলে এরূপ না হইবার কারণ এই যে, তামাক বা তামাক-চূর্ণ একত্র মুখের ভিতর রাখিলে মুখের লালা বহু পরিমাণে স্রাব হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত ছিপ নির্গম বা থুতুফেলার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ নিকোটাইন বহির্গত হইয়া যায়।

### বসন্তের ঔষধ।

উলুবেড়িয়া সেবা সমিতির সেক্রেটারী আমাদিগকে বসন্তরোগের একটী অমোঘ মহৌষধ জানাইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

লাল্‌চে রংয়ের একটী নারিকেল ( যাহার খোলা পুরু হয় নাই ) লইয়া তাহার জল বসন্ত রোগীর শরীরে বহুবার লেপন করিতে হইবে। উক্ত নারিকেলের জল অন্য কোন পাত্রে ঢালা হইবে না। এই ঔষধে বহু হতাশ রোগীকে নিরাময় করা হইয়াছে। ঘা শুকাইয়া গেলেও এই ঔষধ নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। —স্বরাজ।



কাজের লোক অফিস।
২নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

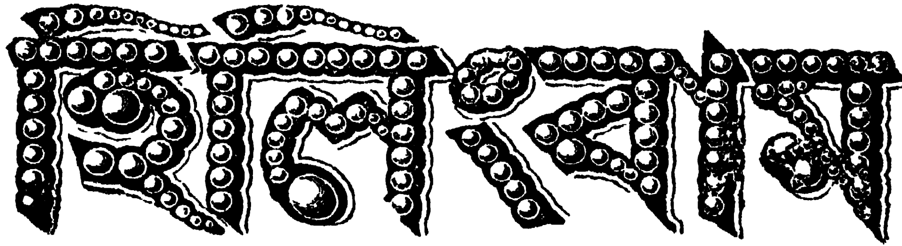
কলিকাতা ২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

# টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা!

## কাজের লোক হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে বুঝে, যাচিয়ে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিন্ত আরাম হয়ই, খামখা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অষুদে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য কর্‌তে হলে দামী মশলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্রথম মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২৷৽, ছোট ১৷৽

**আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌,**

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চোমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

---

## গ্রাহকগণের জন্য

# অভিনব সুযোগ।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪, সালের "কাজের লোক" সেট্ শেষ হওয়ার জন্য নাম ছাপার দরে বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যেক ভলিউমের মূল্য ৩৲, এই বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্রেই অর্ডার করিলে প্রত্যেক ভলিউম ৸৽ বারো আনা হিসাবে পাইবেন। ভিপি স্বতন্ত্র। এই কয় ভলিউমই কৃষি, নানাপ্রকার গৃহশিল্প প্রস্তুতপ্রণালী, ব্যবসায়ের বিবিধ কূটনীতি, ফন্দিসন্ধিতে এবং চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আজই আসিয়া লইয়া যাউন, বা ডাকে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার,

"কাজের লোক।"

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার কলিকাতা।

16. 6. 24 (Registered) No. C. 431.

# THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৸০



Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Datt Lane. Bowbazar Calcutta.

১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। | New Series, May 1924. | নূতন সংস্করণ মে ১৯২৪। | Vol. XVIII No 5.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

# জ্বরমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

## একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নূতন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রদ

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲টাকা। গ্রোস ৫০৲ ডাক ও রেল মাশুল স্বতন্ত্র

পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

আর, গেভিন এণ্ড কোং,

হেড আফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড,
ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co., Germline Laboratory, Tale :—Germline, phone :—1388.

---

# হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

সমস্ত প্রকার বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ, কর্ক, শিশি, সুগার অফ্ মিল্ক এবং চিকিৎসা পুস্তক, বাক্স, লেবেল, অতি তৎপরতার সহিত সরবরাহ করি।

ডাঃ দাস প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে অতি যত্নের সহিত দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করেন। রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে মফঃস্বলের রোগীর ঔষধ ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। অতি জটীল রোগ ফুরাইয়া চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত আছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

# 'কাজের লোক' সমস্ত লইলে

**প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৷৷০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১৷০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।**

## আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

**"Kajer-Loke" or Businessman—** • • • **is repleted with useful articles on art and Industry.**

*Indian Empire.*

**"Contains interesting articles on trade and speculation."** *Indian Daily News.*

**"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture.** *Bengalee.*

**"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.**

*The Indian Nation.*

• • **"The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."**

*Telegraph.*

**"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."**

*Gardeners Magazine.*

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

• • • "কাজের লোক"

"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি 'কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় • • • •

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। • • • বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

ডাঃ এইচ, এল, বাট্‌লিওয়ালা সন্‌স কোং লিঃ

# ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীসমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার "এগু মিক্‌শ্চার"—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার 'এগু পিল্‌স'—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক।

বাট্‌লিওয়ালার (কিওর অল্) "বাম"—মাথাধরা, সর্ব্ববিধ বেদনা, স্নায়ুশূল, কটিবাত এবং বুকের বেদনার জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "ডায়েরিয়া (কলেরা) মিক্‌শ্চার"—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "আসল কুইনাইন্ ট্যাব্‌লেট"—১ গ্রেণ ও ২ গ্রেণ ওজনের বড়ি ১০০টী, প্রতি শিশি।

বাট্‌লিওয়ালার "টনিক পিলস"—বিবর্ণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যযুক্ত ও রক্তহীন লোকের।

বাট্‌লিওয়ালার "রিং ওয়ার্ম্ ওয়েণ্টমেণ্ট"—দাদ, বিখাউজ, সর্ব্ববিধ পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগের জন্য।

বাট্‌লিওয়ালার "টুথ পাউডার"—দাঁতগুলিকে সুন্দররূপে পরিষ্কার ও সুদৃঢ় করে।

ব্যবসায়ীদিগকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

Tele. Address—Cawashapur, Bombay.

Agents wanted everywhere.

ওয়ার্লি পোঃ, বোম্বাই ১৮ নং

---

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ।

# বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি ন্দি ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম ধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত ইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে হিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৵০ আনা। ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY Rs. 2/, How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/-4/- How to mend and ow to make secondhand Book Rs. 1/8-, Watch repairing Rs. 1/8-. V. P.and postage extra.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

**An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.**

# কাজের লোক।

**কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক**

**সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।**

**Edited by S. P. CHATTERJEE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮শ বর্ষ। | New Series. | নব পর্য্যায়। | Vol. XVIII |
| ৫ম সংখ্যা। | MAY 1924. | মে, ১৯২৪। | No. 5 |


## Plain living and High thinking.

## আড়ম্বরশূন্য জীবন এবং উচ্চচিন্তা।

কোন ইংরাজ নীতিজ্ঞ বলেছেন "Plain living and high thinking"ই উন্নতিব বিশিষ্ট উপাদান। খাওয়া দাওয়া পোষাক পরিচ্ছদে যদি অধিক আড়ম্বর করে জীবনটা কাটাবার চেষ্টা কর, উচ্চচিন্তা তোমার দ্বারা হওয়া সম্ভব হতে পারে না। যেখানে মিতব্যয়েব অভাব, সেখানে আত্মরক্ষা করাই দায় হয়ে উঠে। পেটেব ভাত, পরণের কাপড়, বিলাসের সামগ্রী জোটাতেই জীবনটা হায়রান হয়ে যায়—কাজেই উচ্চ চিন্তা, দেশেব ও দশেব কথা ভাব্বেব আর অবসর কোথা? এমন সকল লোক সব কাজই "আপ্‌কো ওয়াস্তে" কর্ত্তেই বাধ্য হয়ে পড়ে। সুতবাং উচ্চ চিন্তা যারা কর্ত্তে প্রয়াসী, তাদিকে সহজ জীবনই অতিবাহিত কর্ত্তে হয়। এই জগতেব যত মহৎ জীবণেব উচ্চ চিন্তাব পরিচয় আমরা পাই, তাঁবা সবই দেখেছি অতি সরল ও সহজ ভাবেই জীবন অতিবাহিত করে জগতেব হিত-চিন্তায় সারা জীবন কাটিয়ে অমর নাম রেখে গিয়েছেন। সেকালেব ঋষিগণ সরল ও সহজ ভাবে সামান্য ফল মূলাহারে—এত সকল উচ্চ চিন্তা প্রসূত শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করে রেখে গিয়েছেন যে, আজ সে সকল নীতিপূর্ণ গভীব গবেষণাময় গ্রন্থরাজী দেখে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। —কত স্মবণাতীত কাল তাঁরা চলে গেছেন, কিন্তু তাঁদেব অমব স্মৃতি কালের কঠোর ঘর্ষণেও এখন মুছে যায় নি—অমর অক্ষয় হয়েই রয়ে গেছে।

দেহ বক্ষার জন্য আমরা কত চেষ্টাই না করে আসচি—দীর্ঘ জীবন লাভ করবার জন্যে—সংসারে সুখী হবাব জন্যে মাংস চপ্ কাট্‌লেট হোটেল খানায় প্রচুর পয়সা খরচ করে এত গিলে, শরীর রাখ্‌তে পাচ্চি না—তিরিশের উপর বড় যেতে হয় না। শরীরকে এতটুকু কষ্ট দিতে আমরা রাজী নয়, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, পাল্‌কী মানুষ টানা গাড়ী, ট্রেণ, নৌকা, মটর বাইসিকেল আরও কত কি—পাছে শরীরের কষ্ট হয়—পাছে দেহের কষ্টে দেহ ভেঙ্গে যায়, এই দেহ রক্ষার জন্য কত ডাক্তার, কত

কবিরাজ, কত হাকিম, কিন্তু এত যত্নের দেহ সেকালের কলা মুলো—গলিত পত্র ভোজী মুনি ঋষিদের দীর্ঘ জীবণের সঙ্গে তুলনা কর্ত্তে পার কি? তুলনা তো দুরের কথা—কল্পনাও কর্ত্তে পারা যায় না। আমরা এখন জন্মি কেবল খেতে—আর পরতে, আর পটল তুলতে। ত্রিশ বছরেরই ভেতরেই, সুতরাং উচ্চ চিন্তায় অবসর দেয় কৈ—।

এযুগটার সুখের ঠিক্ স্বরূপই বোঝা যায় না, তবে হাঁ—এটা বোঝা যায় যে নিজের সুখই জীবণের লক্ষ্য বটে। তবে জীবন সে সুখ ভোগ কর্ত্তে পায় না। এত চেষ্টাতেও জীবনকে সুখী কর্ত্তে কেউ পেরেছে, এমনটা কোথাও দেখ্তে পাওয়া যায় না—রোগে শোকে স্বার্থে—স্বার্থ রক্ষার বিবাদ বিসম্বাদে জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে শেষ কালে—দুর্ব্বিসহ জীবণের শেষ হয়ে সব ল্যাটা চুকে যায়। তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে—আমরা এ যুগে সুখের জন্য যত কিছু করি, সেটা ঠিক পথ নয়—সহজ ভাবে জীবন যারা সে যুগে কাটাতো, তাদের পন্থাই ঠিক। কিন্তু এ নবযুগে পুরানো পন্থার আদর নাই—মতিচ্ছন্ন ধরেছে এইখানে। আমরা চাই জগতটা গঠন কর্ত্তে, কিন্তু এ যুগের জীবনের দৌড় তো তিরিশের কোটায়—তখনকে তো ফুটা ফাঁক্ হয়ে প্রাণটুকু বেরিয়েই চলে যাবে—গঠন করব কখন?

মানুষের উচ্চ চিন্তা কি? নিজের নয়; —যাতে জগতের ভাল হয় তাই। স্বার্থে নয়—পরার্থের চিন্তায়। সেই যে বড় চিন্তা, সেটা পবিত্র হৃদয় না হলে উঠতে পারে না। চিত্তের শান্ত ভাব সহজ জীবনেই সম্ভব। পাঁচশ ঝঞ্ঝাটে চিত্তটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে সে মন নিজেকেই সাম্লাতে পারে না—পরের হিতচিন্তা করে কখন! তবে যে আমরা দেখ্তে পাই, কেউ কেউ স্বার্থ শূন্যতার অভিনয় প্রদর্শন করে, সেটা অভিনয়ই বটে, সেই স্বার্থের প্রেতমূর্ত্তি রাজ পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন মাত্র, অভিনয় শেষ হলেই সব ফুরিয়ে যায়, আবার প্রেত লীলাই পরিদৃশ্যমান হয়।

যাই হউক বল্ছিলাম, হৃদয়কে বড় কাজে লাগাতে হলে তার আড়ম্বর শূন্য জীবন যাপন কর্ত্তেই হবে—Economy অর্থাৎ মিতাচার—মিতব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখ্তেই হবে, নচেৎ সে হৃদয় বড় উচ্চ চিন্তার দিকে এগুতেই পার্‌বে না। কিন্তু এটা ঠিক—যে ঐ উচ্চ চিন্তার মধ্যে প্রকৃত সুখ শান্তির জাগ্রত স্বরূপ নিহিত আছে। জীবণে আত্মপ্রসাদ, মরণে অমর অক্ষয় স্মৃতি। চিত্তের এই অনির্ব্বচনীয় সুখের অমৃত ধারায় দেহের ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রশান্তাবস্থা জীবনকে সুদীর্ঘও করে। সেই শান্তি পিযুষ অবিরত ভাবেই ভোগ কর্ত্তে দ্যায়। কারণ সরল জীবণের তো ক্লান্তি নাই। Exhustion kills more men than desease" রোগ অপেক্ষা শ্রান্তি অধিক মানুষকে প্রতিনিয়ত হত্যা করে। পরিতাপ! এযুগে এই সাধারণ কথাটাও কেউ বুঝতে চায় না—সে যে ধ্বংশের পথেই মহাযাত্রা করেই চলেছে কিনা—সৎ পথের কথা সে শুনুতেও চায় না।

বিকট সভ্যতার মদিরায় আজ মাতোয়ারা—অভাবের তাড়নায় তার দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নাই। এদেশের সর্ব্বনাশ এই বিকট সভ্যতার মদিরাতেই হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিই হচ্চে বিলাসীতা, আমরা সেই বিলাসীতার দায়েই আজ মরেচি—সেই বিলাসিতার ব্যয় যোগাতে যেয়েই—সকল মহত্ব বিসর্জ্জন দিচ্চি। তাই সমস্ত উচ্চ চিন্তা এদেশ হতে অন্তর্হিত হচ্চে। এদেশ আবার কি ভারতের সেই অতিতের Plain living and high thinkingএর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আবার মানুষ হবে? ফিরে এস—আবার মিতাচারী হও, আবার সেই ঋষি জীবনের ন্যায় জীবন অতি বাহিত করে—দেশের জন্য—দেশের দশের জন্য উচ্চ চিন্তা করে দেশ এবং নিজেকে ধন্য কর—আর এগুয়োনা—ঐ দেখ ধ্বংশ তোমায় আলিঙ্গন কর্‌বার জন্যে বাহুপ্রসারণ করে দাঁড়িয়ে আছে।

S. P.

## "ছেলে কেন মানুষ হইতেছে না।"

এত নব্য সম্প্রদায়ের জাগরণ, এত সভ্যতা ভব্যতার যুগে কিন্তু একটা গগনভেদী হাহাকার উঠিতেছে, কেহ শুনিতে পাইতেছ কি?

"ছেলে কেন মানুষ হইতেছে না" যেদিকেই তাকান যায়—নব্য সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতা, সভ্যতার অজুহাতে অসভ্যতা, স্বাধীনতার ভানে অবাধ্যতা এইগুলি মূর্ত্ত হইয়া চক্ষের সম্মুখে যখন উপস্থিত হয়—তখন বাস্তবিকই অতিশয় মর্ম্মবেদনাই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহার প্রতিকারের জন্য সকলেই উদাসীন। শিক্ষায় তো চরিত্র

গঠনই হইতেছে না, আধুনিক শিক্ষার সে লক্ষ্যও নহে। ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করিয়া লোকচক্ষে গৌরবান্বিত দেখাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক পুতিগন্ধময় জঘন্য আচার ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, এ শিক্ষা তাহার না হওয়াই শ্রেয় ছিল। তাহার শিক্ষার অভিমান ওরফে—দাম্ভিকতা প্রত্যেক পিতামাতা ও গুরুজনের অতি মনস্তাপেরই বিষয় হইয়া উঠিতেছে কেহ লক্ষ্য করিতেছেন কি? এইরূপ শিক্ষিত সন্তান সন্ততির অধিকাংশই পাকা চুলো লোকগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, ইহা লক্ষ্য করিলেই পদে পদে সুপ্রমাণিত হইয়া যায়। উচ্চ শিক্ষিত শ্বশুরের অর্থে অহঙ্কৃত বহু যুবককে আমি দেখিয়াছি—সমস্ত প্রকার অন্যায় কার্য্যই ইহারা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া প্রকাশ করে, অথচ রাস্তার কুলির চক্ষেও তাহা ঘৃণিত বলিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। মুখস্থ করিয়া কোনরূপে পাশ হইয়া বিবাহের পণের দর বাড়াইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে মাত্র, কিন্তু মানুষের ছেলে মানুষ হইতে পারে নাই।

ইহাদের আপনার ধর্ম্ম ও জাতীয়তায় তো শ্রদ্ধাই নাই, হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান কোন ধর্ম্মের আলোচনা ইহারা কখনও না করিয়াই তার্কিক হইয়া অশিতি বর্ষীয় তাহার প্রপিতামহ স্থানীয় লোকের সহিত ধর্ম্মের অসারত্ব প্রমাণ করিতে লাগিয়া যায়, এমন ইচড় পক্বতা, এমন অসভ্যতা নব্য শিক্ষাভিমানী আধুনিক বালকগণের অনেকেরই ভিতর কেহ যে লক্ষ্য না করিতেছেন এমন নহে। কিন্তু আটিয়া উঠিবার উপায় নাই। তাহার কারণ হইয়াছে সে স্কুল কলেজে যাইয়া চরিত্র গঠনের তো কোন চেষ্টাই করে নাই মুখস্থ করিয়া সে পাশ হইয়াছে, আর এই দেশ সেই সকল ছেলের হাতে কন্যারত্ন দিবার জন্য তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। সুতরাং সংসারে প্রবেশ করিবার জন্য তাহার শ্বশুরদত্ত ধনে তাহার কিছুকাল অনায়াসেই চলিয়া যায় বটে, যাহা সে চায়, খাট, পালং, হারমোনিয়ম রূপা সোণার কলম, মূল্যবান এসেন্স, সাবান, পোষাক পরিচ্ছদ, মাসে মাসে বৃষোৎসর্গের আয়োজনে তত্ত তল্লাস ইত্যাদিতেও তাহাকে বিলাসিতার চরমে উঠাইয়া দেওয়া হয়, কাজেই সে বিনা আয়াসে আপনাকে বড় দেখিয়া দুনিয়াকে সরা জ্ঞান করাকেই একমাত্র জীবনের সফল-উদ্দেশ্য মনে করিয়া বসিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সেই ছেলে যদি স্বয়ং উপার্জ্জনের জন্য বাহির হয়,—ধর ওকালতী করিতে বা কেরাণীগিরি করিতে, তখন যখন আদালতের ঝাউ তলায় বসিয়া বা বার লাইব্রেরীতে তাস দাবা খেলিয়া শুষ্ক মুখে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়, তখন বোঝা যায়—ছেলের শিক্ষার এবং meritএর কিম্মৎ অর্থাৎ মূল্য কতদূর। এমন বিলাসে লালিত পালিত নব্য সম্প্রদায়ের সকলেরই ভাগ্যে মাতব্বর শ্বশুর অবশ্য জোটে না, তবে যেখানে জোটে, সেখানে বুঝিতে হইবে শ্বশুরের একটী মেয়ে দিয়ে আর একটী জামাইরূপী মেয়েকেও নানা প্রকারে তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য অন্তঃসার শূন্য হইতে হইতেছে।

আমরা কেমন হইয়াছি এখন? দেবার্চ্চনায় পুরোহিতরূপী মোক্তার নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুক্তির আশায় যেমন বসিয়া থাকিতে শিখিয়াছি, পুরোহিত টীকি নাড়িয়া, ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেই আমরা যেমন মনে করি, স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ হইয়া গেল, মুক্তির আর কোন সংশয়ই নাই, সেইরূপ ছেলেমানুষ করিতে বুঝিয়াছি গোটা দুই প্রাইভেট টিউটার আর স্কুলের শিক্ষকের হাতে ছেলে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত, নিজের যে আর কিছু দেখিবার বা করিবার আছে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হই, ছেলে কোন রকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হইয়া বাহির হইয়া আসিলেই হইল—বাস্ তাহা হইলেই বর পণের দর বাড়িয়া যাইবে, তা সে ছেলে মানুষই হোক, আর পিশাচই হোক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

সেকালের শিক্ষার নীতি ছিল, ছেলেকে মানুষ করা—সামাজিক করা, গুরু লঘু জ্ঞান করান, সংযমী, স্বধর্ম্ম পরায়ণ করা। তাই তেমন ছেলে সর্ব্বদাই সংসারের সুখ শান্তির প্রতি, সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মানুষ হইত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরও তমো জন্মিত না, দুঃখী—গরীব দেখিয়া তাহার ঘৃণা হইত না। সেদিনতো এখন আর নাই—পিতামাতা ছেলের স্বভাব চরিত্রের দিকে লক্ষ্যও রাখেন না,—আধুনিক শিক্ষালয়ের গুরুরও তাহা লক্ষ্য রাখিবার সাবকাশও নাই, অনুরাগও নাই। ছেলেদের গুরুভক্তিও যেমন, গুরুর শিষ্য প্রীতিও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে, এখনকার ছেলেদের অনেকের গুরু মারা বিদ্যেও আছে।

গুরুজনের সম্মুখে ভঙ্গিমায় দাঁড়ান, অপ্রাসঙ্গিক আলাপ, অসহনীয় তার্কিকতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অছিলায় অবাধ্যতা, Recreationএর জন্য হাতে অহোরাত্র পান

বাজনা করা, এ সকল আরও কত কি এখানকার নব্য সম্পদায়ের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, অবশ্য সৎছেলেও যে দেখিতে পাওয়া যায় না, এমন বলিতেছি না,যাহারা সে প্রকারের সৎ, তাহারা সমাজের উচ্চস্থানও অধিকার করিয়া থাকে—লোকমান্য হয়, তাহাদের দ্বারা জাতির এবং দেশের উপকার হইয়া থাকে ও হইতেছে।

মানুষ অভ্যাসের দাস, ছেলেবেলা হইতে যদি লোকমত উপেক্ষা করিতে অভ্যাস হয়, বড় হইলেও সে কিছু করিতে পারিবে না—কারণ লোকেও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, তাহার কথা উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিবে, একটী লোকও তাহার বশীভূত হইতে পারিবে না লোক চক্ষে সে ঘৃণ্য—সুতরাং কোন মহৎ কাজ, জাতীয় বা দেশের কাজে সে অপ্রসিদ্ধ। এমন সকল নব্য সম্প্রদায়ের উপর দেশ কোন ভবিষ্যতের আশা করিতে পারে না, এই কথা তাহাদিগকে কে বুঝাইয়া দেয়? এদিকে শিক্ষা দ্বারা চরিত্র আদৌ তো নম্র হয় নাই যে তাহারা কোন প্রবীণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। শুধু তাহাই নহে, আধুনিক নব্য সম্প্রদায় সর্ব্ব প্রকার প্রাচীন মতেরই বিরোধী এবং বিদ্রোহী—সে ভালই হউক বা মন্দই হউক, সেকেলে শাস্ত্র, আচার পদ্ধতি সমাজ, শিষ্টাচারাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গঠন করিতে চায়। ইহাই তাহাদের গঠন মূলক পদ্ধতির ধারণা। এইজন্য যাদের খাইয়া পরিয়া আজ তাহারা শিক্ষিত বলিয়া বক্ষ স্ফীত করিয়া বেড়ায়, তাহাদের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া আজ প্রায় অনেক পিতামাতাকেই সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইতেছে—এত ব্যয়, এত যত্ন, এত স্নেহ করিয়া ছেলে মানুষ হইল না। এগুলি নিশ্চয়ই অপ্রিয় কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যই এইরূপ দাঁড়াইতেছে। এখন আর সে হাহাকারে কোন ফল নাই। গতস্য শোচনা নাস্তি।

কিন্তু এখনও যাহারা শিশু, তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য প্রত্যেক পিতামাতার চেষ্টা করিতে হইবে। ছেলেদিগকে এখন আর শুদ্ধ শিক্ষকের হাতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, মনুষ্যত্ব স্বয়ং শিক্ষা দিতে হইবে—ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করিয়া ধীরভাবে তাহাকে সৎ উপদেশ দিয়া সৎ করিতে হইবে—বেওয়ারিশের মত ছেলে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর পিতামাতা কাজে ব্যস্ত থাকিবে, এরূপ করিলে ভবিষ্যতের আশা কুজ্ঝটিকাময় হইবে, একটু বড় হইলে সে কামড়াইতে আসিবে, আর পোষ মানিবে না। তাহাকে সৌজন্যতা শিক্ষা দাও, বসিতে দাঁড়াইতে শিক্ষা দাও, নিজের ধর্ম্মে আস্থাবান কর, বশীভূত কর—দেখিবে ছেলে মানুষ হইল না বলিয়া আর আক্ষেপ করিতে হইবে না। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া স্নেহের শীতল বারি সিঞ্চন করিয়া কোমল হৃদয়কে শিক্ষা দিলে কেন সে মানুষ হইবে না? আধুনিক পিতা তো আধুনিক শিক্ষারই মানুষ, ছেলে লইয়া কে এত করে বাবা? ততক্ষণ কোথাও দুঘণ্টা তাস পাশা খেলিয়া বেড়াইলে মনের শান্তি পাওয়া যায় —এরূপেই ছেলেকে উপেক্ষা করা হয়। তাহার পর ছেলে যখন যথেচ্ছাচারী হইয়া বয়স কালে সম্পদ সম্ভ্রম বিপন্ন করিয়া তুলে, তখন আর হায় হায় করিয়া কোন ফলই হয় না।

বহুকালই এরূপে আমরা ছেলে মানুষ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। নানাপ্রকার বিলাসিতার জিনিস দিয়া ছেলেকে পাঁচ বৎসরের বেলা হইতেই বিলাসী, শ্রমকাতর, অলস, অসৎ করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিই—সে কি আর কর্ম্ম জীবনের কঠোরতা সহ্য করিতে পারে? সে যে তখন অভ্যাসের দাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সে দোষ পিতামাতারই অধিক, সুতরাং কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

অবশ্য সহরে এবং মফঃস্বলে অনেক অর্থশালী লোকের ছেলেরা আলালের ঘরের দুলাল হয়—কিন্তু সমাজে তাহার প্রতিপত্তি হওয়া সম্ভব নয়, অর্থবলে কতকগুলি চাটুকারের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে পারে বটে, কিন্তু জনসাধারণ বিশেষঃ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। তাহারা কারণ ধনের অহঙ্কারে জনসাধারণকে আপনারই মত জীব—এ ভাবিতে তাহারা শিক্ষা করে নাই—তাহারা মানুষ হয় নাই। আর লিখিতে পড়িতে শিখিলেই মানুষ হয় না, প্রকৃত শিক্ষায় মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। কে মহাপুরুষ আছেন—যিনি প্রকৃত শিক্ষা দিয়া দেশের ছেলেকে মানুষ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন?

---

## বুঝে চল।

সর্ব্বস্তহি পরীক্ষস্তে স্বভাবো নেতরে গুণাঃ।

অতিত্যহি গুণান্ সর্ব্বান স্বভাবো মূর্দ্ধনি বর্ত্তনে॥

লোকের গুণের পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে স্বভাব পরীক্ষা করা উচিত, যেহেতুক স্বভাবই সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসে।

যঃ স্বভাবো হি যস্যাস্তি স নিত্যং দুরতিক্রমঃ।

শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা তৎ কিং নাশ্নাত্যু চানহং॥

যার যে স্বভাব, তা চিরকালই থাকে। কুকুরকে রাজা কল্লেও সে কি চর্ম্ম পাদুকা আহার কর্ত্তে চায় না?

কথায় বলে—

"কুকুর যদি বাদসা হয়
মতি দোলে যদি কানে,
তবু সে আড়চোখে আড়চোখে
চায় ছেঁড়া জুতোর পানে।"

স্বভাব যাবে কোথা?

স্বেদিতো মর্দ্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।

মুক্তো দ্বাদশভির্ব্বর্ষৈঃ শ্বপুচ্ছং প্রকৃতি গতঃ।

হিতোপদেশ

কুকুরের ন্যাজ বাঁকা দেখেছেন তো, তাকে যদি ঘী দিয়ে দলাই মলাই করে দড়ী জড়িয়ে আচ্ছা করে সোজা করে ১২টী বছর বেঁধে রেখে তার পরেও খুলে দেওয়া যায়, তবু সেই প্রকৃতিগত বাঁকা তার ঘোচে কি? তাই বল্‌চি যা ভেবেছ, তা হবে না—বুঝে চল।

---

## Agricultural Notes.

## কৃষি-তথ্য।

ল্যানড্রেথ বেগুন—অর্থাৎ ছ সেরা বেগুণ। ইহা আমেরিকার বেগুণ, বিজ্ঞাপন দিয়া এই ছয় সেরা বেগুণের বীজ এদেশেও উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু সুবিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ, F. R. H. S. 'কৃষি সম্পদ' পত্রে লিখিয়াছেন যে আমি বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া এই বীজ পরীক্ষা করিয়া ছিলাম, তাহাতে দেখিয়াছি. ছসের বেগুণ হওয়া তো দূরের কথা, ময়মনসিং জেলায় সাধারণ বেগুণের মত ও হয় না, অথচ এই বীজের জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপণের চটকে লোকে প্রতারিত হইলেও তাহাদের চৈতন্য হয় না।

---

বাঙ্গালাভাষায়

## কৃষি-গ্রন্থ।

সে কালেও কৃষির আলোচনাদির গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। নিম্নে কয়েকখানি কৃষি গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল এ সকল পুস্তক এখনও পাওয়া যায় কিনা বলিতে পারি না।

কৃষি-চন্দ্রিকা—উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত, ১৮৭১ সালে জমোহর প্রেসে মুদ্রিত এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵১০ আনা মাত্র দাম ছিল।

* কৃষি-কার্য্যের মত—প্রসন্নচন্দ্র সেন প্রণীত, ঢাকা—বাবুরবাজার সুলভপ্রেসে ১৮৬৭ সালের ২রা অক্টোবর ঈশানচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৴ আনা।

* কৃষি-কর্ম্মের বিবরণ—মূল্য ১৲ টাকা।

* কৃষি-কর্ম্মের গ্রন্থ—মূল্য ২৲ টাকা।

কৃষিতত্ত্ব—বীরভূম—সিউড়ীর ষ্টেন্‌হোপ প্রেসে ১৮৭০ সালে মুদ্রিত। ২৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵১০ মাত্র।

কৃষিপাঠ—হরিমোহন মুখার্জ্জি প্রণীত ও সংস্কৃত-প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য ।০ আনা মাত্র।

উদ্ভিদ-বিদ্যা—Rev. J. Long প্রণীত ও ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা।

---

## Home Industries.

## গার্হস্থ্য-শিল্প শিক্ষা।

### স্বাধীন জীবিকা।

(সহজে সাবান প্রস্তুতের উপায়)

লেখক—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বাগ্‌চী বি, এ

বঙ্গে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য 'কাজের লোক' নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। অল্প মূলধনে কারবার করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় "কাজের লোক" প্রতিমাসেই কিছু না কিছু দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ক'জন লোক 'কাজেরলোকের' অমূল্য উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতেছেন; জানি না। এ দেশের শিক্ষিত (?) লোক দাসত্যকেই স্বাধীনতার চেয়ে মূল্য

বান মনে করিতেন !! তার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত বিদেশীর হাতে চলিয়াছে। বাঙ্গালী শুধু কেরাণী। মাড়োয়ারী ভাটিয়া, ইংরেজ প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামিবার মত সাহস, অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে বাঙ্গালীর এখনও বহু বিলম্ব আছে। হাতে কলমে শিক্ষালাভ না করিয়া অনেকে শুধু (গোলাম খানায়) ইউনিভার্সিটি শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়ে হাত দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ফলে দেশের বহু মূলধন নষ্ট হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট হইয়াছে এই, যে এখন লোকে সাহস করিয়া কোন স্বদেশী প্রতিষ্ঠানে মূলধন নিয়োগ করিতে ভরসা পায় না। বাস্তবিক এজন্য দেশের লোকের দোষ দেওয়া যায় না। আমরা বলিয়া থাকি, এদেশের ব্যবসায়ে নিয়োগ করিবার উপযুক্ত মূলধন পাওয়া যায় না (Capital shy) কিন্তু এ কথা কি সত্য? লোকে বহুবার ঠকিয়া তবে দেশের লোককে (এমেচার ব্যবসায়ীকে!) অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য শিক্ষানবীশ থাকিয়া, হাতে কলমে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে উপযুক্ত লোকের অর্থের অভাব হয় না।

সামান্য ব্যবসায়ে যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা নাই বা অতি অল্পই আছে, তাহাতেই প্রথমে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

আমরা একটী সহজ অথচ যথেষ্ট লাভজনক ব্যবসায়ের কথা বলিতেছি। "কাজের লোক" এ সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই তাই পুনরুক্তি দোষে দোষী হইয়াও আমরা আবার পাঠকগণকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। অন্ততঃ একজন লোকও যদি এ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বেকার নাম ঘুচাইতে পারেন, তবে আমরা কৃতার্থ হইব।

সাবান গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। নানাকারণে সাবান না হইলে গৃহস্থের এখন চলে না। আজকাল ধনীই হউন কিংবা দরিদ্রই হউন, সাবানের প্রয়োজনীয়তা উভয়েই তুল্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। দেশের কত কোটী টাকা যে শুধু সাবানের জন্য প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যায়, তাহা গবর্ণমেণ্টের আমদানী রিপোর্ট দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

আমরা নিম্নে একটি সহজসাধ্য এবং বহু পরীক্ষিত প্রণালী বর্ণন করিতেছি। গায়ে মাখিবার ও কাপড় কাচা উভয় প্রকার সাবানই এই প্রণালীতে প্রস্তুত করা চলিবে। মাল মসলা (Ingredients) প্রয়োজন হইলে আমরাই সরবরাহ করিতে পারি। মেয়েরাও অবসর সময়ে ঘরে বসিয়া এই প্রণালীতে সাবান প্রস্তুত করিতে পারেন।

টয়লেট সোপ বা গায়ে মাখিবার সাবান

| | |
|---|---|
| কষ্টিক সোডা | তৈলের $\frac{1}{2}$ ভাগ |
| পরিস্কার জল | কষ্টিকের ২$\frac{1}{2}$ ভাগ |
| সোপষ্টোন্ | তৈলের শতকরা |

৫ হইতে ১০ ভাগ দেওয়া যাইতে পারে।

---

কাপড় কাচিবার সাবান।

| | |
|---|---|
| কষ্টিক সোডা | তৈলের $\frac{1}{2}$ ভাগ |
| পরিস্কার জল | কষ্টিকের ৩ গুণ |
| সোপ ষ্টোন | তৈলের শতকরা |

৬০ হইতে ৮০ ভাগ।

সোপ ষ্টোনের মূল্য স্বল্প সুলভ। ইহা সাবানের ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সাবানে তৈল বলিতে উৎকৃষ্ট কোচীন নারিকেল তৈল বুঝিতে হইবে।

সাবান দুই প্রকার প্রণালীতে প্রস্তুত হয় (১) সিদ্ধ না করিয়া, (২) সিদ্ধ করিয়া। প্রথমোক্ত প্রণালীকে Cold Process বলে। আমরা এই প্রণালীই বর্ণনা করিব।

প্রথম একটি পাত্রে (টিনের পাত্রে হইবে না) এনামেল হইলেই ভাল হয়) সোডা গুলিলে জল অত্যন্ত গরম হইবে। একটা কাঠের তাড়ু দিয়া অল্পক্ষণ নাড়িলেই গলিয়া যাইবে। ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত একপার্শ্বে রাখিয়া দিতে হইবে। সাবধান। গুলিবার সময় হাত দিয়া নাড়িবেন না।

দ্বিতীয় অন্য একটি পাত্রে তৈলের সহিত সোপষ্টোন অতি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে।

সোডার জল ঠাণ্ডা হইলে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পাত্রে ঢালিয়া সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত নাড়িয়া বেশ করিয়া মিশাইতে হইবে। ৪।৫ মিনিট দ্রুত নাড়িলেই হইবে। নাড়িবার জন্য কাঠের তাড়ু ব্যবহার করিলে ভাল হয়। যখন দুইটি মিশিয়া মধুর মত হইয়াছে দেখিবেন, তখন বুঝিবেন ঠিক হইয়াছে। অতিরিক্ত নাড়িলে তৈল জল হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে।

এইরূপ মিশান হইয়া গেলে কাঠের ছাচের ভিতর সমুদয় ঢালিয়া দিতে হইবে, তারপর কম্বল বা অন্য কোন গরম কাপড় দ্বারা বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিবেন। এইরূপ স্থির ভাবে ১০।১২ ঘণ্টা থাকিবে।

এইবার সাবান প্রস্তুত হইল। এক্ষণে ইচ্ছামত আকারে তার দিয়া কাটিয়া লইলেই হইল।

যদি কোন প্রকার রঙ্গীন বা সুগন্ধি সাবান করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ছাঁচে ঢালিবার পূর্ব্বেই রং এবং এসেন্স মিশাইয়া লইতে হইবে। *

* উপরোক্ত সাবান প্রস্তুতের যাবতীয় মাল মসলা আমরা অতি সুলভে সরবরাহ করিয়া থাকি। P.K. Bagchi. P.O. Box No 10821. Amherst st, Calcutta.

## কমলা রংরক্ষণ।

মার্কিণ কালিফর্ণিয়া হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র এম্, এস, মহোদয় কমলা সংরক্ষণসম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্ণকুমারবাবু মার্কিণের সংরক্ষণ-প্রথাই লিখিয়াছেন; তিনি আমাদের দেশীয় রক্ষণ-পদ্ধতিসম্বন্ধে কোনও কথারই উল্লেখ করেন নাই। এ জন্য দেশীয় সংরক্ষণ-প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) গাছ হইতে কমলাগুলি বিশেষ সাবধানতার সহিত) যেন উহাতে কোন প্রকারে আঘাত বা আঁচর না লাগে) পাড়িতে হয়। তৎপর ফলগুলি একটী বাঁশের মাচার উপর (এই মঞ্চ ঘরের ভিতরে বা দালানের মধ্যে ছাদ হইতে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এমনভাবে রাখিতে হইবে, যেন তাহাতে আলো ও বাতাস লাগিতে বাধা না পায়।) এরূপভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে যে, একটী যেন তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্যটীর গাত্র সংস্পর্শ না করে। এইরূপ পৃথকভাবে না রাখিলে, একটী কমলা পচিতে আরম্ভ করিলেই, তৎসংলগ্ন সমস্ত কমলা ক্রমে ক্রমে পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। মধ্যে মধ্যে রক্ষিত ফলগুলি পরীক্ষা করিয়া, তাহা হইতে পচাধরা কমলাগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। এই উপায়ে প্রায় একবৎসর পর্য্যন্ত কমলা ভাল রাখা যায়।

(২) কাচের বৈয়ম অথবা টীনের মধ্যে কতকগুলি কমলা রাখিয়া (এমনভাবে রাখিতে হইবে, যেন তাহাতে অর্দ্ধাংশের অধিক ফলপূর্ণ না হয়), বাকী অংশ মধু দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। তৎপর, এমন ভাবে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে যেন, কোন প্রকারেই তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এই উপায়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত কমলা বেশ টাট্কা থাকে। আবশ্যকমত বাহির করিয়া, ফলগুলি পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া লইলেই হইত। ইহাতে স্বাদেরও কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না।

কৃঃ সঃ

## কমলাসংরক্ষণ।

(Canning Oranges)

[শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র এম্, এস্ (বার্কলী) লিখিত]

কমলা অতি উপাদেয় ফল। ভারতের মধ্য-প্রদেশে, আসামের খাসিয়া-পাহাড়ে এবং হিমালয়-পর্ব্বতের নানাস্থানে—বিশেষতঃ দার্জ্জিলিঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কমলা জন্মে। কিন্তু আকৃতি অথবা আস্বাদনে, কোনও স্থানের কমলাই খাসিয়া-পাহাড়ের কমলার অনুরূপ নহে। দার্জ্জিলিঙ্গের কমলার আকার ক্ষুদ্র; উহার রসও খাসিয়া-কমলার মত তত মিষ্ট হয় না। মধ্য-প্রদেশজাত কমলার আকার দার্জ্জিলিঙ্গের কমলার তুলনায় অত্যধিক বড় হইলেও, মিষ্টতা উভয়েরই প্রায় একরূপ। খাসিয়া-কমলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা শীতকালে যে কমলা খাইয়া থাকি, উহাই খাসিয়া-পাহাড়ের কমলা। খাসিয়া-পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে কমলা জন্মে; এবং উহাই শ্রীহট্টের কমলা নামে প্রসিদ্ধ।

অগ্রহায়ণমাসের প্রথমভাগ হইতেই কমলা পাকিতে আরম্ভ করে, এবং দুই তিন মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। তৎকালে প্রচুর পরিমাণে কমলা পাওয়া যায়; এবং উহার মূল্যও সুলভ। কিন্তু শীতাবসানে উহা ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াই পড়ে। আমাদের দেশে ফল-সংরক্ষনোপযোগী কোনও ঠাণ্ডা গুদামঘর (Cold-storage) না থাকায়, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কমলা রক্ষাকরা যায় না। তদ্ভিন্ন, কমলা হইতে কোনও প্রকারের পণ্যদ্রব্য (by-

product) প্রস্তুত করিবার কারখানাও আমাদের দেশে নাই। ফলে, প্রয়োজনাতিরিক্ত (surplus) কমলা অনেকসময়ে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হয় না;—বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। এমতাবস্থায় কমলার সংরক্ষণ-পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে, সাধারণ গৃহস্থেরাও উহা অনায়াসে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে এবং আবশ্যকমত ব্যবহার করিতে পারেন। কিরূপ সহজ উপায়ে এবং সামান্য অর্থব্যয়ে কাচের ও মাটির 'বয়াম' (jar) অথবা টীনের ডিবা প্রভৃতি পাত্রে কমলা সংরক্ষিত হইতে পারে, আমি তদ্বিষয়েই কএকটি কথা বলিতেছি।

১। যখন বাজারে ভাল কমলার প্রচুর আমদানী হয়, এবং কমলার দর সস্তা থাকে, সেই সময়েই কমলা ক্রয় করা সঙ্গত। তৎপূর্ব্বে কমলারক্ষণোপযোগী 'বৈয়ম' অথবা টীনের ডিবা কিনিয়া রাখিতে হইবে।

(২) একটা বড় চেপ্টা-পাত্রে জল গরম করিয়া, উহাতে কমলাগুলি ভালরূপে ধুইতে হইবে।

(৩) উক্ত পাত্রের অনুরূপ অপর একটি পাত্রে জল গরম করিয়া, উহাতে বৈয়মগুলিও ধুইতে হইবে। যদি কাচের বৈয়ম্ হয়, তবে সেগুলিকে গরম জলে বসাইয়া রাখা ভাল।

(৪) তৎপর, কমলাগুলির খোসা ছাড়াইতে, এবং উহার কোষগুলি পৃথক করিয়া ও বীচি বাছিয়া ফেলিতে হইবে। ঐ বীজশূন্য কোষগুলি দ্বারা বৈয়ম বা ডিবার তিনচতুর্থাংশ ভরিতে হয়। পাত্রের বার আনা অংশের বেশী ফল দ্বারা পূর্ণ করা সঙ্গত নহে।

(৫) ইতিমধ্যে একটা ডেক্‌চি বা কড়াইতে চিনির সিরাপ (Syrups) প্রস্তুত করিতে হইবে, সিরাপ তৈয়ার করিতে হইলেই একটা তাপমান যন্ত্র (Thermometer) এবং একটা তরলদ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব পরিমাপক-যন্ত্র (Beaume hydrometer or Brix Spindle) ক্রয় করা অত্যাবশ্যক। উক্ত উভয়বিধ যন্ত্র দ্বারা যে কোন পরিমাণের (Strength of sugar) সিরাপ তৈয়ার করা যাইতে পারে। কমলা রক্ষা করিতে সাধারণতঃ ৩০ হইতে ৪০ ভাগ চিনির সিরাপ (30—40 % Sugar Syrup) প্রস্তুত করা আবশ্যক।

(৬) সিরাপ তৈয়ারি হইলে, উহা বৈয়ম বা ডিবাতে ফলের উপর ঢালিয়া পাত্রগুলি পূর্ণ করিতে হইবে। কাচের বৈয়ম্ ধুইবার পর, উহা গরমজলে বসাইয়া রাখা সঙ্গত। কারণ, তাহা হইলে উহাতে গরম সিরাপ ঢালিয়া দিলেও ফাটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিবে না।

(৭) তৎপর, কাচপাত্রের মুখগুলি রবার যুক্ত টীন অথবা পিতলের ঢাকনী দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, টীনের ডিবা হইলে, উহার মুখ রাঙ্গ দ্বারা ঝালাইয়া দিতে হয়। যাহাতে পাত্রের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই ঢাকনী উত্তমরূপে বন্ধ (air-tight) করা আবশ্যক।

৮। পাত্রের মুখ বন্ধ করিবার পর, পূর্ব্বোক্ত বড় চেপ্‌টা-পাত্রের জলের উপর কাপের বৈয়ম্ বা টিনের ডিবাগুলি বসাইয়া, ক্রমশঃ ঐ পাত্রের জল গরম করিতে হইবে। পাত্রের জল ১৭০°—১৭৫° ডিগ্রি ফারেণ্‌হাইট্ বা ৬৫°—৭০° সেণ্টীগ্রেড্ পর্য্যন্ত গরম হইয়া উঠিলেই, পাত্রটি চুলা হইতে নামাইতে, এবং উহা হইতে ডিবা বা বৈয়মগুলি উঠাইয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে। জল গরম করিবার সময়ে যাহাতে ডিবা বা বৈয়ম্‌গুলি জলে ডুবিয়া রহে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বৈয়ম্ বা ডিবাগুলি সর্ব্বদা ঘরের কোনও বিশেষ ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা কর্ত্তব্য।

এইরূপে রক্ষিত ফল বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত রহে; বিশেষতঃ, উহা ব্যবহার করিলে কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কমলাগুলি গরম জলে ধৌত করিবার পর হইতে উহা টিনের ডিবায় বা বৈয়মে বন্ধ না করা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই, গরম জলে হস্তদ্বয় পাত্রগুলি এবং যন্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। এইরূপ করিলে, কোনও রকমের জীবাণু (Bacteria) বা 'ছাতা' (Fungi-mold) ফলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ সকল কীটাণুর আক্রমণে ফল নষ্ট হইয়া যায়। যদি 'Barix Spindle' or 'Beaume hydrometer' না থাকে, তাহা হইলে ১০০ ভাগ জলে ৩০—৪০ ভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়াই সিরাপ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

ব্যবসায়ের হিসাবে টিনের ডিবায় বা বৈয়মে কমলা রক্ষা করিতে হইলে, খাসিয়া পাহাড়ে বা শ্রীহট্ট জিলার ছাতক মহকুমায় কারখানা (By-product plant) স্থাপন করাই সুবিধাজনক। ঐ সকল স্থানে অতি সুলভ মূল্যে প্রচুর পরিমাণে সুপক্ক কমলা পাওয়া যায়। কাচের বৈয়ামের

ঢাকনীর গায়ে রবারের চাক্তি বসান না রহিলে, উহা ভালরূপে আটিয়া বসে না। প্যাচকাটা মুখের বৈয়াম হইলেই ভাল হয়। বিদেশে রপ্তানি করিতে হইলে, সংরক্ষিত ফলের পাত্রে শুধু লেবেল (label) লাগাইলেই চলিবে না; উহা কাগজের দ্বারা ভালরূপে মোড়াইয়াও দিতে হইবে।

## কমলার জেলি-প্রস্তুত-প্রণালী।
## (Orange jelly making)

কমলার রস দ্বারা নানাপ্রকার চাট্‌নি প্রস্তুত করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে জেলির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা অতি উপাদেয় ও মুখরোচক। শীতকালে যখন পাকা কমলার যথেষ্ট আমদানী হয়, এবং উহার মূল্যও খুব সস্তা রহে, তৎকালে কমলা ক্রয় করাই সঙ্গত। পাকা কমলার রসেই অত্যুৎকৃষ্ট আচার বা জেলি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ কমলাগুলি ভালরূপে জলে ধুইয়া, উহার উপরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। তৎপর একখানা ধারাল ছুরি দ্বারা ধৌত কমলা গুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া লইতে এবং কর্ত্তিতখণ্ডগুলি একটা পাত্রে সামান্য জলে প্রায় একঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিতে হইবে। যখন কমলার বাকলগুলি সিদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই পাত্রটি জ্বাল হইতে নামাইতে হয়। তারপর কোনওপ্রকার পেষণযন্ত্রের (pressing machine) সাহায্যে কমলার খণ্ডগুলি হইতে রস বাহির করিতে হইবে। এই কার্য্যের পক্ষে হস্তচালিত যন্ত্র (hand press) ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। উহা কলিকাতার যন্ত্রবিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ঐ যন্ত্রসাহায্যে রস বাহির করিতে হইলে, সিদ্ধকরা কমলার খণ্ডগুলি একটুক্‌রা পাতলা চটে বাঁধিয়াই চাপ দিতে হয়। ইহাতে বেশ পরিষ্কার, রস বাহির হয়; তা'ছাড়া রস ছাঁকিয়া লওয়ার নিমিত্তও আর খাটিতে হয় না। যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত, অন্য কোনও উপায়ে রস বাহির করিলে, ঐ রস একখানি পাতলা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

রস ছাঁকিয়া লওয়ার পর, প্রথমতঃ উহা কোনও পরিমাপকপাত্রের সাহায্যে মাপিয়া লইতে এবং উহার প্রতিসের রসের সহিত সওয়াসের চিনি মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপর, ঐ চিনিমিশ্রিত রস জ্বাল দিতে হয়। ১০।১৫ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর, যখন হাতা হইতে রস ঢালিলে একতারে গড়াইয়া পড়িবে, তখনই পাত্রটি জ্বাল হইতে নামাইয়া রাখিতে হয়।

জেলি রাখিবার জন্য ছোট ছোট গ্লাশ বা বোতল হইলেই চলে। রস জ্বালে চড়াইবার পূর্ব্বেই, বোতল বা গ্লাশগুলি ধুইয়া লইতে ও পরে শুকাইয়া সারিভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। রস জ্বাল হইতে নামাইয়া লইয়া, উহা ঐ সকল বোতলাদিতে ঢালিতে হইবে। ইত্যবসরে একটা ছোট পাত্রে প্যারাফিন্ (Paraffin) গালাইয়া লইতে হয়। এই তরলপদার্থ প্রত্যেক বোতলের বা গ্লাশের জেলির উপর ঢালিয়া দিলেই কার্য্য শেষ হয়। ঠাণ্ডা হইলে পর বোতলাদি পাত্রের জেলি এবং প্যারাফিন্ উভয়ই জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহাতে জেলির উপর প্যারাফিন্ একটা আবরণস্বরূপ থাকে।

জেলির পূর্ণ পাত্রগুলিও সর্ব্বদা ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হয়। তাহা হইলেই, তন্মধ্যস্থ জেলি অনেকদিন পর্য্যন্ত খুব ভাল রহে। বোতলে বা গ্লাশে ঢালিবার পূর্ব্বে জ্বাল দেওয়া রস বা জেলি এক টুক্‌রা পাতলা চট্ বা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে পারিলে, উহা বেশ পরিষ্কার হয়।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে, লেবুর (Lemon) রস দ্বারাও জেলি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, কমলার রসের সহিত কিছু লেবুর রস মিশাইয়া লইতে পারিলেও অত্যুৎকৃষ্ট জেলি প্রস্তুত হয়। বারটি কমলার রসে তিনটি লেবুর রস দিলেই যথেষ্ট।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, কমলার রস বাহির করিয়া বাতাসে রাখিলে ৩৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিতা (bitter) হইয়া উঠে; এবং ঐরূপে একদিনের মধ্যেই গাঁজিয়া (fermented) হইয়া যায় বা বিকৃত হইয়া পড়ে। কমলার রস গাঁজিয়া উঠিলে, উহা দ্বারা আর জেলি প্রস্তুত করা যায় না। তদবস্থায়, উহাতে সিরাপ (Syrup), সির্কা (vinegar) এবং কমলার মদ (Orange wine) প্রস্তুত করা যায়। জেলি প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত চারিটি জিনিষের আবশ্যক।

(১) টাট্‌কা রস (unfermented juice)।

(২) যথেষ্ট চিনি (concentrated sugar)।

(৩) পেক্‌টিন্ (pectin)।

(৪) অম্ল (acid)।

রস টাট্‌কা না হইলে জেলি জমাট বাঁধে না; কাজেই এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কমলার রসে শতকরা ৭০ ভাগ

চিনি (60% sugar) থাকা চাই; তাহা না হইলে জেলি নষ্ট হইয়া যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে। তদ্ভিন্ন, উহা ভালরূপ জমাটও বাঁধে না। কমলা, লেবু প্রভৃতি ফলের বাকলে 'পেকটিন্' নামক একপ্রকার আঠালপদার্থ আছে। ঐ পদার্থ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই জেলি জমাট করিয়া তোলে। ইহা না থাকিলে স্বাভাবিক উপায়ে জেলি প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। কমলাগুলি কাটিয়া জ্বাল দেওয়ার পর পেষণ করিয়া রস বাহির করিলেই, উক্ত 'পেকটিন্' নামক একপ্রকার আঠালপদার্থ আছে, ঐ পদার্থ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই জেলি জমাট করিয়া তোলে।

কমলাগুলি কাটিয়া জ্বাল দেওয়ার পর পেষণ করিয়া রস বাহির করিলেই, উক্ত 'পেকটিন্' রসের সহিত বাহির হইয়া আইসে। এতদ্ব্যতীত, কমলার রসে শতকরা ৫ ভাগ হইতে একভাগ পর্য্যন্ত অম্ল (.5 to 1% acid) থাকা আবশ্যক। তাহা না রহিলে জেলি সুস্বাদু হয় না। যদি খুব মিষ্ট কমলার রস বাহির করা হয় (অর্থাৎ যাহাতে টকের অংশ বড় কম), তাহা হইলে উহার সহিত কএকটি লেবুর রস মিশাইয়া দিতেই হইবে। উহাতে অম্লের অভাব পূরণ হইয়া থাকে। লেবুর রস দিলেই চলে। জেলি প্রস্তুত করিতে ১০৫° ডিগ্রির (সেণ্টিগ্রেড্) অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয় না।

ব্যবসায়ের হিসাবে জেলি প্রস্তুত করিতে হইলে, উহা টীনের ডিবায় রাখাই সুবিধা-জনক। কাচের পাত্র হইলেও, উহার টীনের ঢাকনী রাখা সঙ্গত। ঐ সকল ঢাকনীর মুখে রবারের চাকৃতি বসান রহে বলিয়া, উহা বেশ আটিয়া বসে। যাঁহারা জেলির ব্যবসায় করিতে চাহেন, তাঁহা-দিগকে রস বাহির করিবার ও ঢাকনী বসাইবার যন্ত্র ক্রয় করা আবশ্যক।

## কমলার মোরব্বা-প্রস্তুত-প্রণালী।

কমলার মোরব্বা-প্রস্তুত-প্রণালীও অনেকটা জেলির মত। তবে ইহাতে রস বাহির করিবার আবশ্যক হয় না। তা'ছাড়া মোরব্বা করিতে হইলে কমলার বাকলও ফেলিয়া দিতে হয় না। প্রথমতঃ একটা চেপ্টা-পাত্রের গরম জলে কমলাগুলি ভাল করিয়া ধুইতে হইবে। তৎপর একখানা খুব ধারাল ছুরি দ্বারা ঐগুলি বাকলের সহিত পাতলা করিয়া ফালা দিতে (thin slices) হইবে; এবং উহার বীজ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। এই টুক্রা বা ফালিগুলি সামান্য জলে ও মৃদুজ্বালে রাখিয়া এক কি দেড়ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিতে হইবে। কমলার ফালিগুলি খুব নরম হইয়া পড়িলেই, পাত্রটি জ্বাল হইতে নামাইয়া ফেলিতে হয়। তারপর সিদ্ধ ফালিগুলি একটা পাত্রে রাখিয়া ওজন করিতে হইবে। যে ওজনের ফালি হইবে, উহার দেড়গুণ চিনি মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ সিদ্ধকমলা ও পাত্রের জল যদি একসের হয়, তবে দেড়সের চিনি দিতে হইবে। চিনি মিশাইবার পর পুনরায় পাত্রটি জ্বালে চড়াইতে হয়। যখন হাতা দিয়া ঢালিলে রস একতারে ঘন হইয়া পড়িবে, তখনই জ্বাল হইতে পাত্রটি নামাইয়া লইতে এবং গরম থাকিতে থাকিতেই উহা কাচের গ্লাস অথবা বৈয়াম প্রভৃতি পাত্রে ঢালিতে হইবে। মোরব্বা প্রস্তুত করিতেও ১০৫° ডিগ্রির (সেণ্টিগ্রেড্) অধিক উত্তাপ অনাবশ্যক।

মোরব্বা পাত্রে ঢালিবার পর, উহাতে ঢাকনী বন্ধ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপে প্যারাফিন্ গালাইয়া মোরব্বার উপর ঢালিয়া দিলেও চলে। মোরব্বার সহিত লেবুর রস মিশাইলেও, উহার স্বাদ ও গন্ধ উত্তম হয়। জেলির মত মোরব্বাও ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে। বিলাত হইতে আমাদের দেশে যে মোরব্বা (Dundee marmalade) আমদানী হয়, উহা নিম্ন-লিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত করা যায়।

প্রথমতঃ কএকটি কমলার খোসা ছাড়াইয়া, সেই খোসাগুলিকে একখানা ধারাল ছুরি দ্বারা খুব পাতলা করিয়া কাটিতে হইবে। তৎপর সামান্য জলে ঐ টুক্রাগুলি প্রায় একঘণ্টাকাল সিদ্ধ করা আবশ্যক। যখন খোসার টুক্রাগুলি বেশ নরম হইবে, তখনই পাত্রটি জ্বাল হইতে নামাইয়া রাখিতে হয়। ইত্যবসরে খোসা-ছাড়ান কমলাগুলি টুক্রা টুক্রা করিয়া কাটিয়া, ঐ গুলিও সামান্য জলের সহিত মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। যখন কমলার টুক্রাগুলি খুব নরম হইয়া পড়িবে, তখন জ্বাল হইতে পাত্রটি নামাইতে, এবং তন্মধ্যস্থ টুক্রাগুলি একখানা পাতলা কাপড়ে জড়াইয়া হস্তচালিত পেষণ-যন্ত্রে রস বাহির করিতে হইবে। এই রস এবং সিদ্ধ বাকলের ওজন যতটা হইবে, তাহার সওয়াগুণ চিনি মিশাইয়া, পুনরায় জ্বাল দিতে হয়। কিছুকাল জ্বাল দেওয়ার পর, যখন জেলির মত রস ঘন হইবে, তখনই মোরব্বা প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মোরব্বা প্রস্তুত হইলে পর, জাল হইতে পাত্রটি নামাইয়া, উহা কাচের গ্লাসে বৈয়ামে ঢালিতে এবং উহার উপর প্যারাফিন্ (তরল) ঢালিতে হইবে। পাত্রে ঢাকনী দিলেও চলে। এইরূপে প্রস্তুত মোরব্বা দেখিতে অতি রমণীয় হয়। কমলাগুলির স্বাদ যদি কিছু তিক্ত বোধ হয়, তবে ঐগুলি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে, মোরব্বা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বদিন কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলেই, উহার তিতা-দোষ অনেকটা কমিয়া যায়। (কৃষিসম্পদ)

শ্রীস্বর্ণকুমার মিত্র।

(কালীফর্ণিয়া—বার্কলী)

---

# ভারতে কয়লায় ব্যবসায়।

বিভিন্ন স্থানে কয়লার মূল্য প্রতি টন।

| সাল | কলিকাতা (দিশেরগড়) | বোম্বাই ভারতীয় কয়লা | বোম্বাই ওয়েলশ কয়লা | করাচি ভারতীয় কয়লা | করাচি ওয়েলস কয়লা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯০৮ | ৬৸০ | ১৫৷৵০ | ২১৲ | ১৯৸৶০ | ২২৸৶০ |
| ১৯১৫ | ৫।/০ | ১৭৶১০ | ৩৯৶০ | ১৯৸০ | ২৯।০ |
| ১৯১৯ | ৬৷/০ | ২২।০ | × | ২৬/০ | + |
| ১৯২২ | ১৪৷০ | ৩৩৷০ | ৩৯/০ | ৩৫।৶০ | ৪১৸০ |

## কয়লা তোলা কার্য্যে লোকের সংখ্যা

১৯০৮ সালে ১২৯১৭৩ জন লোক কার্য্য করিত
১৯১৫ „ ১৬০০৮৬ „ „ „
১৯১৯ „ ২০৩৭৫২ „ „ „
১৯২২ „ ২০০৯১৩ „ „ „

## ভারতে বিদেশী কয়লা আমদানী।

| সন | | ইংলণ্ড | অষ্ট্রেলিয়া | নাটাল | জাপান | পর্টুগিস পূর্ব্ব আফ্রিকা | ট্রান্সভাল | অন্যান্য দেশ | সর্ব্ব মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯০৮ | টন | ১৭৩৬৬৫ | ১২৯৬১৯ | ৭১৮৩১ | ২৯৬০ | × | × | ৭৩৬৮ | ৩৮৫৩২৩৲ |
| | মূল্য | ৩৭৩৩০৩৯৲ | ২১০১১২৫৲ | ১২১৭৯২৩৲ | ৪৩৮৪৮৲ | × | × | ১২১৭২৭৲ | ৭২১৭৬৬২৲ |
| ১৯১৫ | টন | ৪৭৩৩৪ | ২৮১০৬ | ১৫২৯২ | ১৮০৬৯ | ৫২৩১২ | ২৬৪৪৮ | ৩০৮৪ | ১৯০৬৫৪ |
| | মূল্য | ১২৯২১৬০৲ | ৫৩৯৩৭০৲ | ২৪৬৫৫২৲ | ৩০৭৯৯৪৲ | ৯২২৭৯১৲ | ৫৩৮৩৬১৲ | ৫০০১৫৲ | ৩৭৯৭২৪৩৲ |
| ১৯১৯ | টন | ৫৬৪৩ | ৩৩২৯ | ১৮০৮৯ | ৯২৭ | ১৬৮৮০ | × | ৩৮০৭ | ৪৮৬৭৫ |
| | মূল্য | ২৬৬৯১৬৲ | ৬৩৬৪৫৲ | ৫৪৩০৪২৲ | ৩৪৮১০৲ | ৪৩৭১৬৩৲ | × | ৭১০৬২৲ | ১৪১৬৬৫৫৲ |
| ১৯২২ | টন | ৭৪২৪৬৯ | ১৭৮৪৯ | ২৩৬০৩৪ | ৫৫৫৪৭ | ১৭৭১২২ | + | ১১৬১৮ | ১২২০৬৩৯ |
| | মূল্য | ২৯১২৬০৩৭৲ | ৬৫৭৩৩০৲ | ৭৪৫৩৬৭২৲ | ২১২১০৮০৲ | ৫৭৭৪৪৫৫৲ | — | ২৭৫৭৭০৲ | ৪৫৩৫৮৬৪৪৲ |

## ভারতে কত কয়লা উঠে।

| সন | বিদেশী আমদানী | ভারতীয় |
|---|---|---|
| ১৯০৮ | ৩৮৫৩২৩ টন | ১২৭৬৯৬৩৫ টন |
| ১৯১৯ | ৪৮৬৭৫ „ | ২২৬২৮০৩৭ „ |
| ১৯২২ | ১২২০৬৩৯ টন | ১৯০১০৯৮৬ „ |

অর্থাৎ বিদেশী কয়লার আমদানী বেশী হইয়াছে ও ভারতীয় কয়লা কম উঠিতেছে। ভারতে কয়লার প্রয়োজন দিন দিন বাড়িতেছে। এদেশে অধিক কয়লা না উঠিলে বিদেশী কয়লার মালিক এদেশে কয়লা বিক্রয় করিয়া লাভবান, ইহা স্বাভাবিক।

## দেশ বিদেশে খাদের মুখে কয়লার মূল্য

| দেশ | ১৯০৬—১০ | ১৯১৯ | ১৯২১ |
|---|---|---|---|
| ভারত | ৪।০ | ৯৷০ | ৬৸০ |
| ইংলণ্ড | ১৪৷/০ | ১৫৷৶০ | ১৯৷৶০ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ৭।০ | ৭৸৵০ | ১২৸০ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৪৸৵০ | ৪।/০ | ৬৷৶০ |

## কোন দেশের প্রত্যেক লোক গড়ে কত কয়লা ব্যবহার করে।

| দেশ | ১৯০৬—১০ | ১৯১৯ | ১৯২১ |
|---|---|---|---|
| ভারত | ·০৮ টন | ·০৭ টন | ০·৬ টন |
| আমেরিকার যুক্তরাজ্য | ৫·০৩ „ | ৪·০ „ | ৩·৩১ „ |
| ইংলণ্ড | × | ৩·৮৬ „ | ২·৭৫ „ |
| ফ্রান্স | × | ১·৪৩ „ | ১·৩১ „ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ১·৭৭ „ | ১·৬৯ „ | ১·০৩ „ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ১·০৩ | ১·০৯ „ | ১·০৩ „ |

## কোন দেশের মজুরগণের মধ্যে গড়ে প্রত্যেক লোক কত কয়লা তোলে।

| দেশ | ১৯০৬—১০ | ১৯১৯ | ১৯২১ |
|---|---|---|---|
| ভারত | ১০০ | ১১১ | ৯৫ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইংলণ্ড | ২৭৫ | ১৯০ | ১৪৩ |
| কানাডা | ৪৩৯ | ৪৪৯ | ৪৪০ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ৪৬২ | ৪৪৮ | ৪৮১ |
| নাটাল | ২২৮ | ১৬৯ | ২০৪ |
| জার্মানি | ২৪৭ | ১৫৫ | ১৮৬ |
| ফ্রান্স | ১৯২ | ১৩২ | × |
| অষ্ট্রীয়া | ১৮৮ | × | × |
| আমেরিকার যুক্ত রাজ্য | ৫৯৬ | ৬৩৫ | × |
| জাপান | ১০৯ | ৮৮ | ২৮ |

সঞ্জীবনী।

---

# বিবিধ তথ্য।

### নারী-নিগ্রহ।

### ময়মনসিংহ—পাড়াকাটানী।

ময়মনসিংহ জেলার নন্দাইল থানার অন্তর্গত বেতাগরি গ্রামের নিকটবর্ত্তী পাড়াকাটানী গ্রামের ইছামদ্দি সেখের বিবাহিতা কন্যাকে কয়েকদিন হইল দুর্ব্বৃত্তগণ লইয়া গিয়াছে। ইছামদ্দি গরীব, সে মামলা করিতে অসমর্থ, সে বেতাগিরির মজুমদার বাবুদের এষ্টেটের পাইকসরকার ও তাহাদেরই প্রজা। শুনা যায়, দুর্ব্বৃত্তগণ রমণীকে সাগরাদি গ্রামে রাখিয়াছে। হরণকারীদের নামও জানা গিয়াছে, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া রমণীকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। অভিযোগ, ছলীম সেখের পুত্র, আমরালি সেখ, ইছামদ্দি প্রভৃতি ইহাকে গোপন করিয়া রাখিতেছে ও পশুভাব চরিতার্থ করিতেছে। সদাশয় জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার উদ্ধারকল্পে মনোযোগী হইবেন, ইহা আশা করা যায়। এদেশে রমণীহরণ প্রায়ই হয়, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে অনেকেই মামলা করিতে রাজী হয় না।

—"দৈনিক বসুমতী।"

---

### টোট্‌কা ঔষধ।

হরিতকী ও আমলকী চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহার সহিত এতটুকু ঘি, ও মধু মিশাইয়া শিশুর জিহ্বায় মাখাইয়া দিলে, যে শিশু মায়ের দুধ না টানিয়া অনবরত কাঁদিতে থাকে, এই ঔষধে সেই শিশু সুস্থ হইয়া মায়ের দুধ টানিয়া খায়।

একটা মাটীর ঢেলা খুব লাল করিয়া পুড়াইয়া একটী বাটীতে কিছু দুধ রাখিয়া ঐ গরম ঢেলাটী এই দুধে ফেলিয়া গরম করিয়া লইয়া সেই দুধ দ্বারা বালকের নাভিতে সেঁক দিলে, বালকের নাভি-ফুলা-রোগ আরাম হয়।

হলুদ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু এইগুলি চূর্ণ সরিষা তৈলের সহিত মিশাইয়া তাহা ফুটাইয়া, সেই তৈল শিশুর পাক ও শোথ আরাম করে।

---

### কুলপী অভক্ষ্য।

বৎসরাধিক পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কুষ্ঠ হাঁসপাতালে কুষ্ঠরোগীদের কুষ্ঠ প্রত্যহ যে দুগ্ধে ধোয়া হয়, সেই দুধ অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় হয়, ও তাহাতে কলিকাতায় অধিকাংশ কুলপী বরফ তৈয়ারী হয়। আমরা সে সময় সকলকে কুলপী বরফ খাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এ বৎসর আবার গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি, কুলপী ফেরি খুব চলিতেছে, লোকে উহার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া খুব খাইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার ক্রেক কুলপী পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, যে দুগ্ধে কুলপী হয়, সে দুগ্ধ অতি দূষিত মানুষের খাওয়ার অযোগ্য। গতবারে আমরা তাহা বলিয়াছিলাম আজ আবার বলিতেছি, এমন কুলপী খাওয়া লোকে যেন বন্ধ করেন এবং আশা করি, কলিকাতায় উহার বিক্রয় কর্ত্তৃপক্ষ যেন বন্ধ করিয়া দেন।

---

# সমবায়ের সুফল।

অনেকবার দেখাইয়াছি। আবার আজ একবার বলি। সে বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র পচিশ বৎসর পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের অধিবাসীগণ গোশালা এবং দুগ্ধ মাখনের সামান্য সামান্য কারবার করিয়া কোনরূপে জীবনাতিপাত করিত। তাহাদের সেই Dairy firm গুলি ছিল, ইংরাজের হাতে, ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ টাকা দাদন করিয়া যথাসম্ভব সুলভে তাহাদের দুগ্ধ ও মাখম গুলি লইত এবং সমগ্র জগতে তাহারা মজা লুটিত। তাহাদের দৈন্যদশা আর দূর হইত না। এই রকমই হইয়া থাকে। মূলধণের অভাবে কৃষকগণ তাহাদের মাল ২।১০ দিন ধরিয়া রাখিতে পারে না, দুগ্ধ মাখম, ধান চাউল পাঠ শণ কলাই সরিষা প্রভৃতি যে কোন দ্রব্য তাহারা উৎপন্ন করে, অর্থাভাবে তাহারা ধরিয়া রাখিতে পারে না, ফলে ব্যবসায়ীগণ প্রচুর লাভ করে বটে কিন্তু কৃষক তাহার হাড়ভাঙ্গা

পরিশ্রমের বিনিময়ে অতি সামান্যই লাভ পায়, সেইজন্য সকল দেশেই তাহাদের দৈন্যদশা। আয়র্লণ্ডেরও পচিশ বৎসর পূর্ব্বে সেইরূপ দশাই ছিল। তাহার পর ভগবানের অনুগ্রহে তাহাদের মধ্যে জনকয়েক লোকের মাথায় একটু দূরদৃষ্টি জুগাইয়া উঠিল। তাহাদের দেশপতি—হইলেন, কবি চিত্রকর জর্জ্জ রয়েস, আর স্যার জোসেফ প্লাঙ্কেট। তাঁহারা কো-অপারেটিভ বা সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসায় করিয়া কৃষকেয় পয়সা কৃষকের ঘরেই রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, এই সমবায় কৃষকদের সমস্ত দুগ্ধ ও মাখন ক্রয় করিয়া লইয়া উৎকৃষ্ট আধুনিক কলকাখানা সাহায্যে উৎকৃষ্ট মাখন প্রস্তুত করিয়া জগতের বাজারে উচ্চমূল্যে সুবিধামত বিক্রয় করিয়া কৃষকগণকে প্রচুর লাভ দেখাইয়া দিলেন। তাহাদের অর্থ সংস্থান হইতে লাগিল, তাহারা এখন ভাল ভাল গাভী বলদ ক্রয় করিয়া, কৃষির উন্নতি-কল্পে উৎকৃষ্ট কল কবজা দ্বারা কৃষিরই উন্নতি সাধন করিয়া দ্রুত উন্নতি দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অর্থ সংস্থান হইলেই মানবের হৃদয় বলবান হয়, মানুষ উচ্চ-বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে থাকে, ইহা অতি স্বাভাবিক। আয়র্লণ্ড তখন সমবায়ের মহিমা ঘোষনার জন্য পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিতে লাগিল—বিদ্যালয়ে মেলায়, মাঠে, ঘাটে কৃষির উন্নতিকল্পে বক্তৃতা দিয়া প্রচার কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইল। আয়র্লণ্ড এই সমবায়ের সাহায্যে অতি শীঘ্র ধনকুবের হইয়া উঠিল, তখন উচ্চশিক্ষা আয়োজন পড়িয়া গেল—প্রত্যেক কৃষকের এখন লক্ষ্মীশ্রী হইয়াছে। কাঙ্গাল সংকীর্ণমনা আইরিশ আজ সমগ্র জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে—যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহারা আইরিশ সিনফিনদের অবগত আছেন। সে বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র বিশ বৎসরেই আয়র্লণ্ডের অবস্থা কেবল মাত্র সমবায়ের সাহায্যেই এত উন্নত হইয়াছে। ভারতবাসীর ন্যায় আয়র্লণ্ডও ইংরাজ রাজের অধীন দেশ, আজ তাহারাও স্বায়ত্বশাসনের দাবী করিতেছে। তাহাদের অবস্থা এখন উন্নত, অর্থ স্বাচ্ছল্যের জন্য হৃদয় বলবান হইয়াছে, তাহারা এখন মানুষ হইতে পারিয়াছে সেইজন্য।

এদেশে ও গবর্ণমেণ্ট জনসমাজের মধ্যে এই সমবায় পদ্ধতি চালাইয়া প্রজার অবস্থার উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এখন বহুকর্ম্ম বাহুল্য প্রযুক্ত অর্থেরই অভাব। যদি সমবায় পদ্ধতির এদেশে উন্নতি সাধন হইতে পারে, তাহা হইলে প্রজাগণ তাহাদের নিজে নিজের সুবিধা আপনারাই করিয়া লইতে সক্ষম হইবে দেশে শান্তি এবং সুখের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে। কোন্ রাজায় প্রজাকে সুখী করিবার আশা বাঞ্ছনীয় নহে? আয়র্লণ্ড এখন তাহার স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াছে, স্বাস্থ্যের কৃষির বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছে। এদেশে সমবায় সাহায্যে সেইরূপই মঙ্গল সাধন হইতে পারে। ভারতেরও বহু স্থানে ইতিমধ্যে অনেক সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানের লোকের অবস্থাও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। একা কোন মধ্যবৃত্ত লোকে মূলধন বাহির করিতে সক্ষম নহে—বিশেষ ভারতের মত দরিদ্র দেশের প্রজার পক্ষে তাহা অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি গ্রামবাসীগণ কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আপনাদের মধ্যেই সমবায় সমিতি স্থাপন করেন এবং তাহাদের মত কৃষি-শিল্পের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধারণে স্থাপিত সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক হইতে অল্প সুদে কর্জ্জ লইয়া নিজেদের কৃষি ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হন, তাহা হইলে অবস্থার উন্নতি না হইবে কেন? সমবায়ে দ্বারা এইরূপ টাকা কেহ কর্জ্জ লইলে পর অপরের জন্য দায়ী থাকে সুতরাং সে টাকা নষ্ট হইবার উপায় নাই! মহাজনের উচ্চ হারের সুদ এবং তাহার চক্র বৃদ্ধির সুদে সর্ব্বশান্ত হইতে হয় না। সুতরাং এই সমবায় পদ্ধতির প্রচলনে দেশের যে অশেষঃ কল্যান সাধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া মানব সংসারে সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করে, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। এই সমবায় দ্বারা সমাজে একতা বর্দ্ধিত হইবে, প্রতারণা জাল জুয়াচুরি কমিয়া যাইবে, মানুষ চরিত্রমান হইবে। এদেশের অভাবেই স্বভাব নষ্ট হইয়াছে। সমবায় দ্বারা অভাব মোচন হইবে, কেন না অর্থাভাবে, মূলধনের অভাবে কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পায় না, কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্য অভাবের মূলে অল্পমূল্যে মহাজনের হস্তে পড়িয়া যায়। সমবায় সমিতি স্থাপিত হইলে সমিতি কৃষকের অভাবের সময় টাকা দিয়া সাহায্য করিবে, তাহার মাল সমিতি সুবিধা দরে বিক্রয় করিয়া তাহার লভ্যাংশ তাহাকে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দিবে, সেই লাভের অংশ হইতেই তাহার সমস্ত ঋণদায় মুক্ত হইয়া যাইবে। এদেশের লোকের আত্মবিশ্বাস কম, সেইজন্যই ইহারা সমবায়ের মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আমাদেরই দ্বারায় যখন সমবায় গঠিত, আমরাই যখন তাহার হিসাব নিকাশ রাখিব, অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট যাহাতে আমরা অতিগ্রস্ত না হই, যাহাতে আমরা সুচারুরূপে আমাদেরই কাজ চালাইয়া আমাদেরই অবস্থার উন্নতি করিতে পারি, সেরূপ সাহায্য করিতে অগ্রসর, তখন আমাদের আত্মবিশ্বাসে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করার কোন যুক্তিই স্থান পাওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ সমবায় সমিতি স্থাপিত করিয়া অবস্থার উন্নতি করা যে উচিত, তাহা জনসাধারণ আর কখন বুঝিবে?

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।



# একেবারে বঙ্গের দুইটী নক্ষত্রপাত!

## পরলোকে স্যার আশুতোষ চৌধুরী।

বিগত ২৩শে মে শুক্রবার প্রাতে ৬টার সময় বালিগঞ্জ ৬নং সানিপার্ক ভবনে বঙ্গের সুসন্তান স্যার আশুতোষ চৌধুরী পরলোক গমন করিয়াছেন। তিন সপ্তাহ ধরিয়া তিনি জ্বরে ভুগিতেছিলেন; মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা একটু ভাল দেখা গিয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন তারিখে পাবনা জিলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে সার আশুতোষ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। রাজসাহীর জমিদার স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরীর সপ্ত পুত্রের মধ্যে আশুতোষ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁহার পিতা কৃষ্ণনগরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; কৃষ্ণনগরে পিতার নিকটে তাঁহার শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি ১৮৮১ সালে কেম্ব্রিজ গমন করেন। সেখানে ১৮৮৪ সালে অঙ্ক শাস্ত্রে ট্রিপল্ অনার্স প্রাপ্ত হন। তৎপর ১৮৮৬ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন।

তিনি প্রায় ২৫ বৎসরকাল ব্যারিষ্টারী করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশঃ ও অর্থের অধিকারী হন। তিনি সকলের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি হাইকোর্টের জজিয়তি গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত আর্থিক ক্ষতি হয়। হাইকোর্টের জজ স্বরূপেও তিনি খুবই সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালে জুন মাসে তিনি হাইকোর্টের বিচারকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন।

১৯০৪ সালে বর্দ্ধমানে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সার আশুতোষ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনিই প্রথম বলিয়াছিলেন "পরাধীন জাতির রাজনীতিচর্চ্চার অধিকার নাই" (A subject nation has no politics)। তাঁহার সেই কথা এখন ভারতের রাজনৈতিক সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। ১৯১২ সালে দিনাজপুরে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় বঙ্গীয় জমিদার সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সঙ্গে যখন স্বদেশী আন্দোলন জাগিয়া উঠে, তখন তিনি অর্থ ও সহানুভূতির দ্বারা সকল স্বদেশী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারপর যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়, তখন তিনি তাহাকে সফল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। মরণকাল কাল পর্য্যন্ত তিনি এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্য নিজের সমস্ত শক্তি দান করিয়াছেন। গত বৎসরেও আমরা যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন উৎসবে তাঁহাকে প্রধান পুরোহিতরূপে দেখিয়াছি।

তিনিই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

সার আশুতোষ ব্যারিষ্টারী করিয়াও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ও সরল ব্যবহার, প্রশান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি সকলকেই মুগ্ধ করিত।

তাঁহার পত্নী প্রতিভাদেবী দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার শরীর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মাতা মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা এখনও জীবিত আছেন।

ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার ও কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জাষ্টিস্ গ্রীভস্; জাষ্টিস্ সি, সি, ঘোষ; মিঃ এস, আর, দাস, মিঃ বি, এল, মিত্র; মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী; মিঃ পি, সি, মিত্র এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁহার শবদেহ কালীঘাট গঙ্গাতীরে শ্মশানে নীত হইলে যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি উকীল ব্যারিষ্টার ও জজ সকলেই শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন।

---

## স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরলোকে।

বাংলার পুরুষ সিংহ, ভারত-বিশ্রুত কীর্ত্তি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গত রবিবার ২৫শে মে পাটনায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

স্যার আশুতোষ ডুমরাওন মামলা পরিচালনা করিতে পাটনায় গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ এবং জামাতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন। গত ২৩শে মে শুক্রবার সকালে তিনি পেটের অসুখে আক্রান্ত হন, এবং কুচকিতে ও তলপেটে খুব ব্যথা বোধ করিতে থাকেন। সঙ্গে জরও ছিল। ক্রমেই অসুখ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাটনায় ভাল ডাক্তার না থাকায়, ডাক্তার পাঠাইবার জন্য শনিবার দিন কলিকাতায় টেলিগ্রাম করা হয়, সেই দিনই ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী পাটনায় রওনা হন। তিনি রবিবার সেখানে পৌছিয়া দেখেন, রোগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাঁচিবার আশা কম। রবিবার বেলা ৫টার সময়ে রমাপ্রসাদ তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে পাটনায় রওনা হইবার জন্য টেলিগ্রাম করেন। আশুতোষের সহধর্ম্মিণী রবিবার পাঞ্জাব মেলে পাটনা রওনা হন। ঝাঝা ষ্টেসনে পৌছিয়া তিনি তাঁহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পান। দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ সিমলার বিশ্ব বিদ্যালয়ের কনফারেন্সে গিয়াছিলেন, টেলিগ্রাম পাইয়া তিনিও স্যার নীলরতন সরকার পাটনায় রওনা হন; কিন্তু তাঁহাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই স্যার আশুতোষ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রবিবার সকাল হইতেই অসুখ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায়; সন্ধ্যা ৬ টার তিনি ইহলোক ছাড়িয়া যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছু বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

সেই দিন রাত্রিতেই স্পেশাল ট্রেন স্যার আশুতোষের মৃত দেহ লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হয়।

পরদিবস সোমবার সকালবেলা স্যার আশুতোষের মৃত্যু সংবাদ হঠাৎ দাবানলের ন্যায় কলিকাতায় এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সহরে ২।৪ জন ব্যতীত কেহই তাঁহার পীড়ার সংবাদ জানে নাই, সুতরাং হঠাৎ একেবারে মৃত্যু সংবাদে যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। ৮টার সময়ে মৃতদেহ হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল; ৬টা হইতেই হাজার হাজার লোক ষ্টেসনে সমাগত হইতে থাকে। সকলেরই মুখে বিষাদের কালিমা। আকস্মিক নিদারুণ সংবাদে লোকের মনে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল যে, কাহারও মুখে কথাটীও বাহির হইতে ছিল না। ৮ টার সময়ে ট্রেন আসিবার কথা, কিন্তু ষ্টেসনে সংবাদ পাওয়া গেল যে ১০ টায় আসিবে। সকলেই অপেক্ষা করিতে লাগিল; ক্রমেই জনসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার গণ্যমান্য, উচ্চনীচ, ধনী দরিদ্র, হাজার হাজার লোকে ষ্টেসন

---

ভরিয়া গেল। রাজা, মহারাজা, হাইকোর্টের জজ, উকীল, ব্যারীষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, সরকারী ছাত্র, কেরাণী, প্রভৃতি সকলেই শ্রদ্ধাবনত-শিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। বেলা দশটার অল্প পরেই স্পেসাল ট্রেন ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্র চতুর্দ্দিকে বিরাট বন্দেমাতরম্, হরিবোল ধ্বনি উত্থিত হয়। ষ্টেসনে পৌছিয়া স্যার আশুতোষের পত্নী অচেতন হইয়াছিলেন, অনেক চেষ্টাতে তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার করা হয়, উহার পর হইতে তাঁহার বার বার ফিট হইয়াছে।

অতপর মৃতদেহ পালঙ্কে শয়ান করাইয়া অনেকে তাহা বহন করিয়া চলিলেন। সহস্র সহস্র লোক তখন শোকযাত্রা করিয়া হ্যারিসন রোডের উপর দিয়া আশুতোষের বড় সাধের ও পুত্রাধিক প্রিয় কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শোকযাত্রা যখন সিনেট হাউসে পৌছিল, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সিনেট হলের বারান্দায় শব রক্ষা করা হইল। ভক্তিনম্র বিশাল জনসমুদ্রে এতটুকু কোলাহল ছিল না, চারিদিকে নিস্তব্ধতা। অর্দ্ধঘণ্টা কাল পরে সিনেট হাউস হইতে শব লইয়া শোকযাত্রা পুনরায় রওনা হইল। বেলা প্রায় ৩টার সময়ে শবদেহ কালী ঘাটের শ্মশান ঘাটে উপস্থিত করা হয়। সেখানেও সমস্ত স্থান লোকাকীর্ণ ছিল। তৎপর শবদেহ স্নান করাইয়া সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠের সজ্জিত চিতায় শয়ন করাইয়া আগুন দেওয়া হয়। এইরূপে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সন্তানের মহাপ্রয়াণ হইয়া গেল।

আশুতোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের নিমিত্ত কলিকাতায় বাঙ্গালী পরিচালিত দোকান সমূহ, হাইকোর্ট, আফিস আদালত, মিউজিয়ম, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি সমস্তই বন্ধ ছিল। মফঃস্বলের সমস্ত আদালত বন্ধ হইয়াছিল।

---

## ব্যবসায় সংবাদ।

——:০:——

M401—দক্ষিণাত্যের অন্তর্গত সেকেন্দ্রাবাদের কোন পত্রপ্রেরক রং ও হরিদ্রাবর্ণের গুঁড়া মাটি রক্ষা করিবার জন্য পিপা ক্রয় করিতে চাহেন।

M403—দক্ষিণ ভারতের কোকনদের কোন ব্যবসায়ী চিনাবাদামের তৈল ও খইলের ক্রেতা খুঁজিতেছেন।

M405—দক্ষিণভারতের অন্তর্গত কোচিন সহরের কোন ব্যবসায়ী জিনিষপত্র পাঠাইবার নরম কাঠের বাক্স এবং আম কাঠের তক্তা ক্রয় করিতে চাহেন।

M406—দক্ষিণভারতের অন্তর্গত তেনালি নামক স্থানের কোন ব্যবসায়ী চাউল, চিনাবাদাম, হরিদ্রা ও তামাক ক্রেতার সহিত পরিচিত হইতে চাহেন।

M40J—পঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসরের কোন ব্যবসায়ী রিঠা বিক্রয় করিতে চাহেন।

M408—হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হিলমারসাম নামক স্থানের কোন ব্যবসায়ী ভারতীয় কোন রপ্তানিকারকের একমাত্র এজেণ্ট হইয়া অভ্রের কাটা টুকরা বিক্রয় করিতে চাহেন।

উপরোক্ত জিনিষ সকলের যাঁহারা ব্যবসায় করিতে চাহেন, তাঁহারা আপনার ব্যাঙ্কের নামসহ কাজের লোকের ম্যানেজারের নিকট ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিবেন।

### পেটেণ্ট।

গত ৪ঠা হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় পেটেণ্ট অফিসে ১৪টা নূতন পেটেণ্ট রেজেষ্টরী করিবার জন্য আবেদন গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ভারতবাসীর।

---

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।


# কাজের লোক অফিস।

## ২নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতা ২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

## সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

# পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

### ২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

---

## EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries
China, Earthenware and Glassware.
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Gooes,
Fancy Goods and perfumery.
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographie and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,

etc., etc.

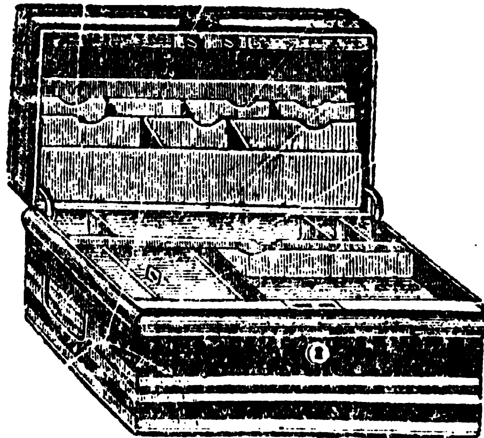
*Commission 2½% to 5%.*
*Trade scounts allowed.*
*Special Quotations on Demand.*
*Sample Cases from ££10 upwards..*
*Consignments of Produce Sold on Accoun*

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 18'4),

25, Abchurch Lane, Lodon,

## ক্যাশ ও ডেসপ্যাচ বাক্স।



উৎকৃষ্ট ডবলটীনে প্রস্তুত কারুকার্য্যময় ভারি মজবুত। চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের এই জিনিষ বাজারের জিনিষ নয় দেখিলেই বুঝিবেন। প্রত্যেক বাক্সে ৪ লিভার কল দেওয়া অতি সুন্দর সামগ্রী। আমাদের বাল্‌তি ১০ ইঃ ডায়মেটারের ভারি মজবুত ২৪ গেজ করোগেট আয়রণ শীট হইতে প্রস্তুত তলা উচ্চ বহুদিন যাইবে ১টা ১৷৷০।

Box man & Co.,
C/o. ম্যানেজার কাজের লোক আফিস,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার।

# সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

## প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

### অমৃতাদি বটিকা

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বরে অমৃতের ন্যায় উপকার করে। প্লীহা ও যকৃত রোগে অমৃতাদি বটিকার শক্তি অতীব অদ্ভুত।

১ কৌটা ১৲ টাকা ৩ কৌটা ২॥০

১২ কৌটা ১০৲

### মকরধ্বজ।

আমাদের প্রস্তুত স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলি জারিত মকরধ্বজ সকল রোগেই ব্যবহার্য্য।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে।

১ সপ্তাহ ১৲ ১ ভরি ২৪৲ টাকা।

### জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে।

১ শিশি ১৲ ৩ শিশি ২॥০ ৬ শিশি ৫৲।

১২ শিশি ৯॥০ এক গ্রোস ১০৮৲ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

### সুরবল্লী কষায়ই

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কান্তি পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১॥০ ৩ শিশি ৩৸০ ১২ শিশি ১৫৲

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

---

# খোকসিনা

## অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

# টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা !

## কাজের লোক হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থে ঠিক ঔষধটাই দেখে শুনে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অসুদে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মশলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁহাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।
সর্ব্বপ্রকার দেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে




একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্রত্যেক মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২৷৷০, ছোট ১৷০

**আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,**

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

---

## গ্রাহকগণের জন্য

# অভিনব সুযোগ।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৫, ১৯১৪, সালের "কাজের লোক" সেট গরমিল হওয়ার জন্য মাত্র ছাপার দরে বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যেক ভলিউমের মূল্য ৩৲, এই বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্রেই অর্ডার করিলে প্রত্যেক ভলিউম ৸৹ বারো আনা হিসাবে পাইবেন। ভিপি স্বতন্ত্র। এই কয় ভলিউমই কৃষি, নানাপ্রকার গৃহশিল্প প্রস্তুতপ্রণালী, ব্যবসায়ের বিবিধ কূটনীতি, কন্দিসন্ধিতে এবং চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আজই আসিয়া লইয়া যাউন, বা ডাকে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার,
"কাজের লোক।"
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার কলিকাতা।

[illegible]

[illegible] ... মাথায় টাক পড়িতেছে, [illegible] চুল [illegible]

[illegible] বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে [illegible]

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া [illegible] মূর্চ্ছা, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোরম সুগন্ধে [illegible] প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল [illegible]।

## উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রান্ত হইয়া থাকে, গায়ে কাণ্ডে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৶০ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

# KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের

# ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে
মসা মাছি ছারপোকা মরে।
দিলে বিছানায়
মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয়॥

লণ্ডনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN

# কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

| ১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | New Series June 1924, | নূতন সংস্করণ। জুন ১৯২৪। | Vol. XVIII No 6. |
|---|---|---|---|

সীলেট চূণ

## সীলেট চুণের

গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের ন্যায় পরিণত হয়।

( গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

---

জার্ম্মাণী হইতে আনীত।

## অটো—অটো—অটো

গোলাপ, হেনা, মস্‌ক, এবং চামেলী প্রভৃতি ভারতীয় পুষ্পজাত গন্ধ সার—আতর।

এসেন্স নয়। দীর্ঘকাল গন্ধ থাকে শিশিগুলি দেখিলে মুগ্ধ হইবেন—প্রিয়জনকে উপহার দিবার একেবারে চমৎকার জিনিস—সুন্দর চিত্রবিশিষ্ট কার্ডবোর্ডে আঁটা। প্রত্যেক শিশি ॥০, ডজন ৫৲, দোকানদারগণ প্রত্যেক শিশি ১৲ টাকায় বিক্রয় করে। ডাকমাশুল ভিপি স্বতন্ত্র। ২ ডজন একত্রে মায় কার্ডবোর্ড সমেত লইলে ৭॥০ টাকা। ছবিখানিই ১৷০ টাকায় বিক্রয় হইবে।

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
C/o Manager "কাজের লোক"
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার।

---

### স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

# এলিটি্স কর্ডিয়াল রাইও

# ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজঃ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

### প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

# ‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

**প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৷৷০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।**

## আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

**"Kajer-Loke"** or Businessman— * * * * * * "কাজের লোক"

**is repleted with useful articles on art and Industry.**

*Indian Empire.*

**"Contains interesting articles on trade and speculation."** *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an **excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture** *Bengalee.*

**"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.**

*The Indian Nation.*

* * **"The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."**

*Telegraph.*

**"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."**

*Gardeners Magazine.*

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকে’র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

# কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮শ বর্ষ। | New Series. | নব পর্য্যায়। | Vol. XVIII. |
| ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | JUNE 1924. | জুন, ১৯২৪। | No. 6 |


## Notes of Interest.

## আবশ্যকীয় তথ্য-সংগ্রহ।

সহরে গুজব, এবার ডার্ব্বির ঘোড় দৌড়ের খেলার প্রথম পুরস্কার ১১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার উপরে উঠিয়াছে। দ্বিতীয় পুরস্কার সাড়ে ৫ লক্ষের উপর, তৃতীয় পুরস্কার প্রায় ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। আরও গুজব যে, চাটার্ড ব্যাঙ্কের জমাদারের নামে নাকি 'ফেভারিট' ঘোড়ার নাম উঠিয়াছে এবং তাহার নিকট নাকি অনেক ফড়িয়া যাতায়াত করিতেছে।

বসুমতী।

## পথের জাতীয় নাম।

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য শ্রীযুক্ত মিত্র মিউনিসিপাল বোর্ডের আগামী অধিবেশনে প্রস্তাব করিবেন—এ দেশে জাতীয় ভাব জনসাধারণের মনে যে ভাবে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাতে সহরের পথগুলির নাম স্বাধীনতা-বিরোধীদিগের নামের সহিত সংসৃষ্ট রাখা উচিত নহে। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এলাহাবাদের হিউয়েট রোড ও হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের নাম যথাক্রমে এণ্ডরুজ ও হার্ণিম্যান রোড, সিটি রোডের নাম গান্ধী রোড, ওডসেডের নাম সৌকত রোড, চকের নাম তিলক চক রাখা হউক। তিনজন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করা হউক, ঐ কমিটি অপর পথগুলির নাম স্থির করিবেন। যে সকল নূতন পথ হইবে, সেগুলিরও জাতীয় ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নামকরণ করা হইবে।

---

## মৃদ্‌ভক্ষণ ও চির যৌবন।

আফ্রিকার অন্তর্গত কঙ্গো প্রদেশে রেডিয়াম ধাতু অনেক পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রেডিয়াম ধাতুর মূল্য কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। বেলজিয়মের অধিকৃত কঙ্গোর মধ্যে এক অজানিত গ্রাম পাওয়া গিয়াছে, তথায় এক বিভিন্ন জাতির আফ্রিকাবাসী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের চিরযৌবন রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে এবং তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার রোগ নাই। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা যে স্থানে বাস করে তাহার নিকটে যে মৃত্তিকা আছে, তাহা রেডিয়াম পূর্ণ।

একদল ডচ্ আবিষ্কারক কঙ্গোর মধ্যে

আবিষ্কার করার জন্য পূর্ব্বোক্ত স্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহারা এক জঙ্গলে দেখিতে পাইল যে একটি বালককে একটি ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহারা ঐ ব্যাঘ্রকে বধ করেন এবং বালকের ভগ্ন অস্থি সংযোজন করার জন্য বাঁধিয়া দেন এবং তাহার ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করেন। ইতিমধ্যে উহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হয় এই বালকের পিতা তথাকার অধিবাসী-দিগের নেতা। এই ব্যক্তি অতি দুর্দ্ধর্ষ লোক ছিল, কারণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধে কখনও সে হারিয়া যায় নাই। ডচ আবিষ্কারক-দিগকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সম্মুখে ঐ বালকের অস্থি সংযোজনার্থ সকল বন্ধন এই নেতা খুলিয়া দিল, এবং ডচদিগের কোনও প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া ঐ রেডিয়াম মৃত্তিকা দ্বারা সমস্ত পা লেপিয়া দিল এবং পুরু করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিল। তিন দিনের মধ্যে তাহার ক্ষত আরাম হইয়া গেল। তাহাতে আবিষ্কারক-গণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কারণ তাঁহারা মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষত আরামের ব্যবস্থা কখনও দেখেন নাই। ইয়ুরোপে ফিরিয়া আসিয়া সেই ডচ আবিষ্কারকগণ ব্রুসেলসের বৈজ্ঞানিক সভাকে এই বিষয় অবগত করান। তাহার ফলে এক নূতন দল তথায় আবিষ্কার করিতে যায়। তাহারা দেখিতে পায় যে সেই জাতির বাসস্থানের নিকট প্রায় ২ শত বর্গ ফুট জমীতে যে রেডিয়াম্ ধাতু রহিয়াছে, তাহার মূল্য ৬০০০০০০০৲টাকা, এই স্থানের অধিবাসী সকলে প্রত্যহ মৃত্তিকা অল্প পরিমাণ সেবন করিত। ইহার ফলে এই জাতির স্বাস্থ্য সুন্দর, শরীর পেশী বহুল এবং কোন প্রকার সংক্রামক রোগ তাহাদিগের মধ্যে হয় না। সঞ্জীঃ।

---

# আমাদিগের অতিরিক্ত আহার।

বর্ত্তমান সময়ে মানবজাতির পক্ষে খাদ্য-দ্রব্য অতি সহজ প্রাপ্য হইয়াছে। মানুষকে এখন নিজের খাদ্য নিজে অন্বেষণ করিয়া আহরণ করিতে হয় না, তাহা ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে রন্ধনাদি নানা কার্য্য সহজ হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল কারণে বর্ত্তমান সভ্য মানব প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই অতিরিক্ত খাদ্য হজম করিতে মানুষের পাকস্থলীর অধিক শ্রম করিতে হয় এবং সেজন্য অনেক শক্তি ব্যয় হয়, তাহা ছাড়া পাকস্থলী যতটা খাদ্য হজম করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্য হজম করিতে হয় বলিয়া দিন দিন পাকস্থলীর অবস্থা খারাপ হইয়া যায়, তাহাতে মানবের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় অল্প পরিমাণ আহারে স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি পুনরায় স্বাস্থ্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান কালের মানব যে বেশী আহার করে তাহা আর অস্বীকার করার উপায় নাই। মানবের নূতন নূতন রোগ হইতেছে, তাহার মূলে অধিক আহার, যে সকল জিনিষ আহার করা উচিত নহে, তাহা আহার, অতিরিক্ত মশলা ব্যবহার প্রভৃতি স্বাদু মুখরোচক সুগন্ধযুক্ত খাদ্য রন্ধন করিয়া আমরা আমাদিগের জিহ্বাকে বিলাসী করিয়া তুলিয়াছি এবং এই প্রকার স্বাদু খাদ্য প্রস্তুতের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যও খাইতেছি এবং শরীরে বিষোৎপন্ন করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছি।

( সঞ্জিঃ )

---

## মাষ্টারের কীর্ত্তি।

এখানে প্রকাশ কৃষ্ণনগর নিবাসী মাষ্টার শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র সম্প্রতি এক বর্ণিকের ৫।৬ বৎসরের কন্যাকে বলাৎকার করিবার অপরাধে স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে! বালিকাকে চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে, ফলাফল পরে জানা যাইবে।

বঙ্গরত্ন।

---

# হাইকোর্টের জজের ওকালতি।

কলিকাতা হাইকোর্টের যে সকল বিচারপতি পূর্ব্বে ওকালতি বা ব্যারিষ্টারি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু দিন বিচারপতির কার্য্য করিয়া বিচারকের পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় ওকালতি বা ব্যারিষ্টারি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতিগণের মধ্যে ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টেই ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ও বিচারপতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি করিতেছিলেন। স্যার ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু যিনি এককালে হাইকোর্টে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, অন্যান্য ব্যবহারাজীবগণ যাঁহাকে "মাই লর্ড" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি বিচারাসন ত্যাগ করিয়া আবার অন্য বিচারপতির এজলাসে গিয়া তাঁহাকে "মাই লর্ড" বলিয়া সম্বোধন করেন, ইহা জনসাধারণের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অশোভন বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে বিচারপতির আসনের মর্য্যাদা ও গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। সেই জন্য কলিকাতা হাইকোর্ট সংপ্রতি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উকীল বিচারপতিগণ অবসর গ্রহণ করিয়া আর ওকালতি করিতে পারিবেন না। আমরা হাইকোর্টের এই ব্যবস্থার সমর্থন করি। তবে এই ব্যবস্থা কেবল উকীল বিচারপতিদিগের জন্যই হইয়াছে কি ব্যারিষ্টার বিচারপতিদগের জন্যও হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় ব্যারিষ্টারগণের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। হাইকোর্টের মর্য্যাদা রক্ষা অপেক্ষা অর্থের মর্য্যাদা যাঁহারা অধিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে বিচারপতির পদ প্রদান করা উচিত নহে।

হিতবাদী।

---

# স্যার আশুতোষের জীবন কথা।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন ভবানীপুরে (কলিকাতা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের শিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে আশুতোষ সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলে বিদ্যালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট তিনি বাল্যকালে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সে তিনি উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় সমস্ত উত্তর লিখিয়া ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৮৮০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া গভীর অধ্যবসায়ের সহিত লেখাপড়ায় মনোযোগ দেন। তখনকার বিখ্যাত গণিতবিদ্ বুথ সাহেবের অধ্যাপনায় তিনি উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে থাকেন এবং এই সময় হইতে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গণিত শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান করিয়া পাঠাইতে থাকেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। তারপর তিনি সিটি কলেজে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৎসরই, কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

সিটি কলেজে আইন অধ্যয়ন কালে রাজ-নৈতিক-বীর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড হয়। তখন স্যার আশুতোষ সিটি কলেজের বহু ছাত্র লইয়া দলেবলে হাইকোর্ট আক্রমণ করেন এবং ইট, পাটকেল ইত্যাদি ছুঁড়িতে থাকেন। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার কিরূপ তেজস্বিতা ছিল, তাহা ঐ ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়।

এই সময় তিনি পরলোকগত রাসবিহারী ঘোষের আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের ফেলো নিযুক্ত হন এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৪ সনে তিনি ডি, এল, উপাধি লাভ করেন। ব্যবহারজীবী হিসাবেও তিনি অচিরেই বেশ যশ অর্জ্জন করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ঠাকুর আইনের অধ্যাপক হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও ১৮৯৯ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া ছিলেন। ১৯০২ সনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতেও তিনি সদস্য ছিলেন।

## হাইকোর্টে জজিয়তী।

১৯০৪ সনে স্যার আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। বিচারে তিনি তাঁহার যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র বিদিত। তিনি যে সকল রায় দিতেন, তাহা কেবল যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এমন নহে সেই সঙ্গে তাঁহার অনন্যসাধারণ বিচারশক্তিও আইন শাস্ত্রের গভীর ব্যুৎপত্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইত। দীর্ঘ ১৯ বৎসর হাইকোর্টের জজিয়তি করার পর গত বৎসর তিনি উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে তিনি

দুইবার অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

### বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য।

আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতদূর সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি, কাহাকেও বলিতে হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টা যেন তাঁহার প্রাণ ছিল। হাইকোর্টে কঠোর পরিশ্রমের পরই তিনি বাড়ী না যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া আসিতেন এবং এখানে নানা কার্য্য করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। তাঁহার মত কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী লোক বাঙ্গলায় খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্‌সেলারের পদে নিযুক্ত হন এবং একাদিক্রমে ৮বৎসর উক্ত পদে আসীন থাকিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়-দীক্ষায় বহু পরিবর্ত্তন সাধন করেন। লর্ড কার্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের সময়ও উক্ত আইনে তিনি বাধা দিতে ক্রটি করেন নাই।

স্বদেশী আমলে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করা এবং অন্যান্য কারণে পূর্ব্ববঙ্গের লাট্ ব্যমফিল্ড ফুলার সিরাজগঞ্জ স্কুলটী তুলিয়া দিতে চান; কিন্তু স্যর আশুতোষ তখন ফুলারের হস্ত হইতে উক্ত স্কুলকে রক্ষা করেন। ফুলার ইহাতে অপমান বোধ করিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষাকে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং বাঙ্গলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার ও একটী বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। ১৯১০ সন হইতে পুরাতন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া নূতন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করেন এবং এই পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টীকে একটী আদর্শ করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন। গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তিনি যে নির্ভীক স্বাধীন বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেবল তাহাতেই একমাত্র সম্ভব। গত ১৯১৭ সনে তিনি স্যাডলার কমিশনের সদস্য ছিলেন।

বাঙ্গলার গৌরব সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বিরাট অভাবের সৃষ্টি হইল, তাহা আর কখনও পূরণ হইবে কিনা কে জানে।

---

## ব্যবসায় নীতি।

"Quick returns make rich merchant" অল্প লাভ করিয়া বারম্বার ক্রয় বিক্রয় দ্বারা ব্যবসায়ী বড় এবং ধনী হয়, এই হইল আধুনিক যুগের যাহারা ব্যবসায়ীর জাতি বলিয়া বিখ্যাত, তাহাদের কথা। কিন্তু আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন ব্যবসায়ী উচ্চ লাভের আশায় হাতগুটাইয়া ২।৪ বৎসর বসিয়া কাটাইবে, সেও ভাল, তথাপি বিক্রয় করিবে না। এইজন্য সময় এবং সুবিধার অভাবে, তাহাদের ধৈর্য্য এবং প্রতিভা সমস্তই দুর্ব্বল হইয়া অচিরেই গণেশ উল্টাতেই বাধ্য হয়। অল্প মূলধন লইয়া যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা এইরূপে মাল ধরিয়া বসিয়া থাকিলে আর অধিকদিন ব্যবসা করিতে হয় না, শীঘ্র ভাড়া ও খরচায় সে মূলধন খাইয়া যায়, শেষে দেওনিয়া হইয়া অদৃষ্টের দোষ দিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ে। প্রচুর লাভ করিতে পারিলেই ব্যবসায়ী ধনী ও বড় হইয়া যায়, এটী ভুল ধারণা। বারম্বার ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা অল্প লাভ হইলেও অচিরে ক্ষুদ্র লাভের সমষ্টি বড় হইয়া উঠে, ক্ষুদ্রের সমষ্টির দ্বারা যাবতীয় বৃহতের সৃষ্টি। সুলভে পাইলে জনসমাজ প্রসন্ন হয়, এবং তাহাদের ক্ষুদ্র কেনা বেচায় ব্যবসায়ীকে বড় করিয়া তুলে।

জন মত, জন সমাজের প্রথম ধারণা ব্যবসায়ীর পক্ষে মূল্যবান। ছোট হউক, আর বড়ই হউক প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এইটী অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, যে তাহা করে না, তাহার ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এইটী বোঝে না। ব্যবসার অবস্থা এইজন্য খারাপ হইলে সে নানাপ্রকার চালাকী ফন্দী অবলম্বন করিয়া লোক চক্ষে হেয় হয়।

কলিকাতার কোন ষ্ট্রীটে কতকগুলি বস্ত্র ব্যবসায়ী আছে। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দরজার বোর্ডে লিখিয়া দেয়, অমুক নম্বরের কাপড় জোড়া ৩৸৴০ কিন্তু বাজারে সেটা ৪৷০ টাকার কমে পাওয়া যায় না। আপনি সুলভ দর দেখিয়া দোকানে যাইলেন, দোকানদার বলিল, ছিল মশায়, এই মাত্র বিক্রয় হইয়া গেল, তা তার জন্য ভাবনা কি, অন্য নম্বরের ভাল কাপড় আছে, দিতেছি অরে দেতরে—অমুক নম্বরের কাপড়, বলা

বাহুল্য, সে কাপড় উপরোক্ত কাপড়ের সহিত কোন ক্রমেই তুলনা হয় না, মাত্র দাম তাহা পেক্ষা /০ আনা কি দুই আনা কমাইয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়।

এই সকল ব্যবসায়ী অতি নিকৃষ্ট উপায়ে খরিদ্দার ধরিবার চেষ্টা করে, এবং ভদ্র লোকেরা এই ভাবে ঠকিয়া বহু দূর হইতে যাইয়া হতাশ হইয়া একটা কুৎসিৎ ধারণা লইয়া যখন ফিরিয়া আসে, তখন আর শত সত্য কথা বলিয়াও তাহার সেই যে প্রথম জঘন্য ধারণা ( Bad impression ) তাহা দূর করা যায় কি? খরিদ্দার এই প্রতারণার কথা শাখা পল্লবে সুসজ্জিত করিয়া দশের নিকট গল্প করিয়া বলিয়া বেড়ায়, আর দোকানের গণেশ ঠাকুর টলমল করিতে থাকে—ক্রমে ক্যাৎ হইয়া উল্টাইয়া যায় আর কি? অল্পলাভে সততার সহিত বারম্বার ক্রয় বিক্রয় দ্বারাই বড় ব্যবসা দাঁড়াইয়া যায়। সততাই সাধারণ লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিবার উৎকৃষ্ট উপকরণ, সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট চালাকী দ্বারা লোক হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা করিলে তাহা ধ্বংশের দিকেই টানিয়া লইয়া যায়, তাহা দ্বারা—স্থায়ী ব্যবসায় গঠন করা যায় না।

---

# ভারতে বিদেশী বাণিজ্য।

গত ১৯২২-২৩ সালে এবং ১৯২৩-২৪ সালে ভারতে বিদেশ হইতে যে মাল আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব।

| স্থান | ১৯২২-২৩ সাল | ১৯২৩-২৪ সাল |
|---|---|---|
| | লক্ষ টাকা | কত লক্ষ টাকা |
| ইংলণ্ড | ১৪০০৪ | ১৩১৬০ |
| ষ্ট্রেটসেটেলমেণ্ট | ৪৪৮ | ৪৯২ |
| সিংহল | ১৪৪ | ১৩০ |
| মেসোপটেমিয়া | ১১৭ | ১৫৫ |
| জাপান | ১৪৭১ | ১৩৬৫ |
| আমেরিকার যুক্তরাজ্য | ১৩১৮ | ১২৭৯ |
| জাভা | ১২৮৯ | ১৪০৩ |
| জার্ম্মানি | ১১৬৯ | ১১৮৯ |
| বেলজিয়ম | ৬৩২ | ৫৫৪ |
| চীন | ২৮৭ | ৩১২ |
| ইটালী | ২১০ | ২৭৫ |
| ফ্রান্স | ১৯৬ | ২২৩ |
| সকল দেশের মোট | ২৩২৭১ | ২২৭৬৩ |

## কোন্ জিনিষ আমদানী হইয়াছে।

| জিনিষ | ১৯২২-২৩ | ১৯২৩-২৪ |
|---|---|---|
| | কত লক্ষ টাকা | কত লক্ষ টাকা |
| সূতা | ৯২৬ | ৭৯৪ |
| বস্ত্র ( কোরা ) | ৩৪০ | ২৩০৬ |
| ,, ( ধোয়া ) | ১৩০১ | ১৫৯৪ |
| ,, ( রঙ্গীন ) | ১২৬০ | ১৭৬৮ |
| চিনি | ১৫৪৯ | ১৫৪৫ |
| রেশমের বস্ত্র | ৩২৭ | ৩৪০ |
| মদ্য | ৩৪৩ | ৩১৫ |
| কাগজ | ২৬২ | ২৪১ |
| লবণ | ১৬৯ | ১১০ |
| কাচ ও কাচের জিনিস | ২৬০ | ২৪৬ |
| মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তা | ২২৬ | ১৮০ |
| দিয়াশালাই | ১৬২ | ১৪৬ |
| সর্ব্ব মোট | ২৩৩ | ২২৮ |
| | ক্রোর টাকা | ক্রোর টাকা |

সর্ব্বপ্রকার কাপড়ের আমদানীই অধিক হইয়াছে, দেখা যাইতেছে।

---

# সংগঠন কার্য্য।

সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পল্লীসংগঠন কার্য্য সম্বন্ধে যে ক'টি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পল্লীর জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, পল্লীর উন্নতি করিয়া দেশের উন্নতি যাহারা করিতে চান, তাঁহারা অবহিত হইয়া চৌধুরী মহাশয়ের উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া বিশ্বাস।

প্রতি জেলা সমিতির অধীনে প্রধান গ্রাম পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা একাধিক পল্লীসমাজ বা সমিতি সংস্থাপন করিতে হইবে। সহর, গ্রাম কি পল্লী নিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লী-সমিতিভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায়-মত অন্যূন পাঁচ জনের উপর প্রতি পল্লী সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার থাকিবে, তাঁহারা পল্লী-বাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লী সমাজের বা সমিতির কার্য্য করিবেন। প্রতি পল্লী সমাজ সাধ্য মতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সম্বর্দ্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর জিনষগুলি নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২। সর্ব্ব প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ সালিসের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজ প্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক-নির্ব্বাচন করিয়া পল্লী সমাজের অধীনে বিদ্যালয়, ও আবশ্যক মত নৈশবিদ্যালয়, স্থাপন করিয়া বালক বালিকা ও সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষা প্রদান ও সর্ব্বধর্ম্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্ব্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান, সুনীতি, ধর্ম্মভাব, একতা ও স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬। পল্লী সমাজের অধীনে একটী চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা ও অপারগ, অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭। পানীয় জল, পয়নালা, পথ, ঘাট, সৎকার স্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও সেই আদর্শমত যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য্য বা গোমহিষাদি পালন দ্বারা সচ্ছল জীবিকা উপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্ম্মগোলা স্থাপন। অর্থাৎ সমিতির অধ্যক্ষগণ প্রত্যেক পল্লীবাসীর নিকট কিছু কিছু করিয়া শস্য লইয়া বৎসর বৎসর পল্লী সমাজের গোলায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দুর্ব্বৎসরে ও দুঃসময়ে পল্লীবাসীদিগকে সহায়তা করিবেন।

১০। এইরূপ সমবায় প্রথায় স্থানীয় ধনভাণ্ডার (Co-Operative Bank) আপন ও অনুরূপ ভাবে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন।

১১। ঘরে ঘরে নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন চরকায় সুতা প্রস্তুত করা।

১২। গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয়বৃদ্ধি করিতে পাবেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১৩। সুরাপান বা অন্যরূপ মাদক-দ্রব্য ব্যবহার হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।

১৪। মিলন মন্দির (Club) স্থাপন ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৫। পল্লীর তত্ত্ব সংগ্রহ:—অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্মমৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থান ত্যাগ ও নূতন বসতি, ভিন্ন ভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসার উন্নতি ও অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা, ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাউঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামারী আক্রান্ত রোগীর ও ঐ সব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত এবং বর্ত্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৬। জেলাসমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্য্যের সহায়তা করা।

পল্লীসমাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না। অর্থের অভাব শ্রম ত্যাগ ও জনসেবায় সমবেত চেষ্টার দ্বারায় দূর করা যায়। জগতে সব জনহিতকর কার্য্যের ভগবান স্বয়ং সহায় হন। সুতরাং যাহাতে নিষ্কাম ভাবে আমরা সকলে কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের এই জাতীয় সংগঠন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাঁহার নিকট এই কৃপা ভিক্ষা করি।

---

## মানুষ ৪০০ বৎসর বাঁচিতে পারে।

লণ্ডনের বিখ্যাত চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদ ডাঃ ক্রীষ্টফারসন মানুষের পরমায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সংপ্রতি তাঁহার সিদ্ধান্ত ল্যান্সেট কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে সঞ্চিত জীবনী-শক্তির পরিমাণ যে কত, তৎসম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। অনুকূল অবস্থার মধ্যে যত্নের সহিত রক্ষিত হইলে মানব দেহ বহুকাল পর্য্যন্ত জীবন স্পন্দনে সচেতন থাকিতে পারে। মিশরপ্রদেশে এক রকম কীট আছে, তাহার নাম বিলহার্জ্জিয়া। এই কীট পানীয় জলের সঙ্গে মানব শরীরে প্রবেশ করে, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত শরীরের মধ্যে, জীবিতাবস্থায় থাকে। একজন ইংরেজ ডাক্তার ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে

জাম্বেজী নদীর তীরে এই কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ২৮ বৎসর পরে তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন, তখনও তাঁহার শরীরে সেই কীটগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া রহিয়াছে দেখা গেল। এই হিসাবে জীব-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন মানুষ বাহিরের সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলে চারি শত হইতে এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

## রাজা শ্রীনাথ রায় পরলোকে।

২০শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ বংশপতি রাজা শ্রীনাথ রায় ৮৬ বৎসর বয়সে পর-লোকগত হইয়াছেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা রাজা শ্রীযুত জানকীনাথ ও রায় সীতা-নাথ রায়বাহাদুর বাঙ্গালায়—বিশেষ-পূর্ব্ববঙ্গে বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানে অকা-তরে অর্থ দান করিয়াছেন। রাজা সাহেব নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং জীবনের শেষ ৩০ বৎসর কাল ধর্ম্মালোচনায় ও দেবা-র্চ্চনাতেই যাপন করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ রাজবাড়ী মঠ অসংস্কৃত অবস্থায় পতনোন্মুখ হইলে তিনি নিজ ব্যয়ে তাহার সংস্কার করাইয়া দেন। ঢাকা সারস্বত সমাজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্ব-বঙ্গের সকল সৎকার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল। আমরা তাঁহার পুত্র কুমার প্রমথনাথকে তাঁহার এই দুর্ব্বিসহ শোকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

## স্বর্গীয় রাজা বনবিহারী কাপুর।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দের জন্মদাতা পিতা রাজা বন-বিহারী কাপুর বাহাদুর ২০শে জ্যৈষ্ঠ পুত্রের কলিকাতাস্থ প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করিয়া-ছেন। বনবিহারীর বয়স মৃত্যুকালে ৭১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অল্পদিন পূর্ব্বেও সবল ও সুস্থদেহ ছিলেন; অশ্বারোহণে তাঁহার পরম আনন্দ ছিল—তিনি পৌত্রের সঙ্গে অশ্বারোহণে বেড়াইতে যাইতেন। জমীদারী কাজে তিনি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালার প্রজাসত্ত্ববিষয়ক আইনের সব খুটিনাটী তাঁহার নখদর্পণে ছিল। লর্ড রিপনের সময় সে বিষয়ে যে সভা হয়, তাহাতে তিনি অন্যতম বক্তা ছিলেন। তিনি প্রথমে সামান্য অবস্থা-পন্ন ছিলেন; বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদের এক ভ্রাতা তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি নিজ প্রতিভাবলে বর্দ্ধমানরাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও ছিলেন। তিনি মহাতাপচাঁদের দত্তকপুত্র আফতাপচাঁদের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তিনি বিজয়চন্দকে পোষ্য-পুত্র দিলে তাহাতে আপত্তি হয় এবং তাহা লইয়া মামলা মোকদ্দমার সূত্র-পাতও হয়। কিন্তু সে কালে পরাণবাবু যেমন সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিতেন, এ কালে বনবিহারী তেমনই নিজ প্রতিভাবলে সব বাধা অতিক্রম করিয়াছিলেন। লর্ড কার্ম্মাইকেল যখন জিলা বোর্ডে বে-সরকারী চেয়ারম্যান দিবার সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি বর্দ্ধমানে বনবিহারীকে ও বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে সে পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বনবিহারী তখন সে পদ গ্রহণ করেন নাই, বৈকুণ্ঠনাথ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। আমরা এই দারুণ শোকে মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দকে আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি। তাঁহার বিয়োগে বর্দ্ধমান অন্ধকার হইয়া গেল।

## গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

### সুগন্ধ নস্য প্রস্তুত প্রণালী।

নস্য প্রস্তুত করিবার জন্য হিংলি তামাক ব্যবহার করা হইয়া থাকে। হিংলি তামাকের ডাঁটাগুলি বাদ দিয়া পত্রাংশগুলি লইয়া জলে ধুইয়া ফেল, যেন উহাতে ধূলা লাগিয়া না থাকে। অধিকক্ষণ ধরিয়া ধোওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে তামাকের তেজ নষ্ট হইয়া যায়। জলে ডুবাইয়া ধোওয়ার অপেক্ষা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া পাতাগুলির ধুলা মুছিয়া দিলে ভাল তৎপরে একখানি শিলের উপর পাতাগুলি রাখিয়া তাহাতে পরিমাণ মত জলের ছিটা দিয়া বাটিতে থাক, সমস্তটা যেন বেশ কাইয়ের মত হয় এবং উহাতে কোন খিচ না থাকে। এখন এই তামাকের কাইটায় সিকি পরিমাণ চূণ (যাহা পানে খায়) বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লও। চূণটা মিশাইবার পূর্ব্বে একখণ্ড নেকড়ার ভিতর রাখিয়া ইহার জলীয়াংশটা বাহির করিয়া দিতে হইবে। এই সমগ্র মিশ্রণটাকে

একখানা কাগজের উপর বিছাইয়া দিয়া এক বা দুই দিন ঠাণ্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপে ইহা শুখাইয়া যখন সড়সড়ে মত হইবে এবং ইহাতে আবশ্যক পরিমাণ রস থাকিবে, তখন ইহার সহিত কিছু কেওড়ার এসেন্স মিশাইয়া বোতলে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও। ইহার সহিত অল্প পরিমাণ মেন্থল দিলে আরও ভাল হয়। যাঁহারা ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ছোট ছোট টিনের কৌটায় বা শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বাজারে বাহির করিতে পারেন।

---

## আঙ্গুলহাড়ার পরীক্ষিত ঔষধ।

আঙ্গুলহাড়া অতি দুরারোগ্য ব্যাধি। ইহা প্রথমে স্ফোটকের আকারে অঙ্গুলিতে দেখা দেয়, ক্রমে তাহা সমস্ত আঙ্গুলিকে আক্রমণ করে। রোগী দিবারাত্র যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে। অঙ্গুলি স্ফীত হইয়া উঠে এবং উহার চতুর্দ্দিকে শোষ হইয়া সেই সকল মুখ দিয়া অনবরত পুঁয ও রস পড়িতে আরম্ভ করে। এক কথায় আঙ্গুল হাড়া হইলে সমস্ত অঙ্গুলিটি ঝাঁঝরা ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় এবং বহুক্ষেত্রে আক্রান্ত অঙ্গুলিটি ছেদন ( amputation ) করিয়া না দিলে এই রোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। আমি কিন্তু আমার জনৈক আত্মীয়কে এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনি প্রথমে বহু সুচিকিৎসককে দেখাইয়াছিলেন; বলা বাহুল্য তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। পরিশেষে কোন স্বনামখ্যাত ডাক্তার বলিয়াছিলেন amputation ভিন্ন এই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। কিন্তু আমি নিয়মমত চিকিৎসা করিয়া ২০।২২ দিনের ভিতর তাঁহার সেই আঙ্গুলহাড়া আরাম করিয়া দিয়াছিলাম।

### ঔষধ।

হরিতকি ২।৩ টা রসুন ১ কোয়া, ফটকিরি আধ তোলা, নিমের ছাল, একত্র থেঁতো করিয়া তিন পোয়া আন্দাজ জল দিয়া একটা হাঁড়িতে ফুটাইতে হইবে। ইহার সহিত নিমপাতাও দেওয়া হইয়াছিল। জল ফুটিয়া যখন দেড়পোয়া আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দিতে হইবে। অল্প গরম থাকিতে থাকিতে পিচকারী দ্বারা সেই জলে অঙ্গুলিটি বেশ করিয়া ধৌত করিতে হয়। প্রত্যেক শোষের মুখ দিয়া পিচকারীর সাহায্যে জল ক্ষতের ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ধোওয়া শেষ হইলে শুষ্ক পরিষ্কার নেকড়া দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে, যেন একটুও জল কোথাও না থাকে। ইহার কিছুক্ষণ পরে বনশিউলির পাতা হুকার জলে বাটিয়া গরম করিয়া আঙ্গুলের চারিধারে প্রলেপ দিয়া একখণ্ড কচি কলাপাতা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। বলা বাহুল্য যে শোষের মুখগুলা বাদ রাখিয়া এই প্রলেপ দিতে হইবে। ২।৩ দিনে বিশেষ উপকার লক্ষিত হইবে এবং ১৫।১৬ দিন ধরিয়া এইরূপে চিকিৎসা করিতে থাকিলে অঙ্গুলিটি সম্পূর্ণ সারিয়া যাইবে।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ

—:০:—

# পরীক্ষিত মুষ্ঠিযোগ।

## রক্তনিবারক ঔষধ

(১) আয়াপান। ইহার অপর নাম বিশল্যকরণী—কাটা স্থানের রক্ত নিবারণ করিবার জন্য ইহা বাটিয়া তাহাতে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া কাটা স্থান জুড়িয়া যায়। রক্তামাশয়, রক্তবমন, নাক দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি রোগের ইহা মহৌষধ। দারুণ রক্তামাশয়ে ও রক্তপিত্ত রোগে কাশীর চিনির সহিত অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে আয়াপানের রস দিবসে তিনবার অথবা ৩ ঘণ্টা অন্তর একবার করিয়া সেবন করিলে এক বা দুই দিনেই ঐ রোগের উপশম হয়। নাক দিয়া প্রবল বেগে রক্ত পড়িতে থাকিলে ইহার রস নাক দিয়া শুষিয়া লইলে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হয়।

(২) দুর্ব্বার রসের গুণ ও ব্যবহার অবিকল আয়াপানের ন্যায়। (৩) ডালিম পাতার রস। (৪) গাঁদা পাতার রস। (৫) কামিনী পাতার রস। ইহারা সকলেই এক গুণ ও এক ধর্ম্মবিশিষ্ট। একটীর অভাব হইলে অপরটী তাহার স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

---

## রক্তামাশয়ের ঔষধ—

শিরীষ গাছের কচি ডগা ৩ হইতে ৭টী পর্য্যন্ত সেই পরিমিত গোলমরিচের সহিত চন্দনবৎ করিয়া বাটিয়া সেই পরিমাণে কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া একটী পাথর বাটীতে সরবত করিয়া ৩ দিন সকালে পান করিলে রক্তামাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

মাত্রা ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৩টি ৫ হইতে ১২ পর্য্যন্ত ৫টী, তদূৰ্দ্ধ ৭টী।

পথ্য—মৎস্যের ঝোল ও ঘোলের সহিত পুরাতন চাউলের অন্ন ও লঘুপাক দ্রব্য আহার করিবে।

## শুপারী লাগার ঔষধ—

শুপারী লাগিলে বিলঘুটিয়া বা ঘুটিয়ার গন্ধ লইলে অথবা শীতলজল পান করিলে কিংবা কিছু লবণ খাইলে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হওয়া যায়।

---

## খাদ্য ও গাত্রবর্ণ।

যে জাতি যাহা আহার করে, তাহার সহিত সেই জাতির গাত্রবর্ণের একটা সম্পর্ক আছে। তাহা এতই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে আর তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি কয়েকটা ইন্দুর লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগের খাদ্যের সহিত তাহাদিগের লোমের বর্ণের যে গূঢ় সম্পর্ক, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, যে ইন্দুরকে কেবল দুগ্ধ ও রুটি খাইতে দেওয়া গিয়াছে, সেগুলির লোমের বর্ণ পাটকিলে কাল হইতে ক্রমে সবুজাভ হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে তিন সপ্তাহ সময় লাগিয়াছে। কোন প্রকার বিশেষ দুগ্ধ সেবনেই যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা নহে কারণ সকল প্রকার দুগ্ধ সেবনেই এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি ইন্দুরকে পুষ্টিকর অন্নসার খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে তাহাদিগের গাত্র লোমের বর্ণ ক্রমে হাল্কা হইয়া গিয়াছিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় আর গাঢ় ছিল না। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে গাত্রবর্ণ গাঢ় হয় অন্নসার অধিক মাত্রায় সেবন করিলে। বর্ণের এই গাঢ়ত্ব কেবলমাত্র উহাদের বৃদ্ধিকালেই ঘটিয়া থাকে, তাহা ছাড়া গ্রীষ্মকালে যখন তাহাদিগের বৃদ্ধি আধিক্য হয়, তখনই উহাদের পরিবর্ত্তন বেশী করিয়া ঘটে এই সকল কারণে মানুষের গাত্র বর্ণও যে খাদ্যের জন্য কতকটা শ্বেত ও কৃষ্ণ হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

( সংগৃহীত )

---

## সঞ্চয়।

লেখক—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বাগ্‌চী বি, এ,

### সঞ্চয়ের অনুকূল কারণ সমূহ।

সঞ্চয়কে প্রকৃতপক্ষে ধনভোগের প্রকারান্তর বলা যাইতে পারে। এই ভোগ ধন উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে না হইয়া বিলম্বে হয় ( Postpond )।

শুধু বর্ত্তমান অভাবগুলি পূরণ না করিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আগামী কালের জন্য, বৃদ্ধ বয়সের জন্য বা পুত্র পৌত্রাদির প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া 'যাহা রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহাই সঞ্চয় নামে অভিহিত হয়।

সাধারণ কথায় এবং ধন-তত্ত্ববিদগণের সহিত সঞ্চয় এবং ধনবৃদ্ধি বিষয়ে সঞ্চিত ধনের নিয়োগ প্রায় একার্থক। কারণ সঞ্চয়ের কথা বলিলেই সঞ্চিত ধনের প্রয়োগের কথা মনে আসিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার। কারণ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য—ভবিষ্যৎ অভাবের পূরণ করা। এই সঞ্চিত ধনের পুনরায় ধনোৎপত্তির জন্য সুনিয়োগের সঙ্গে সঞ্চয়ের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু সঞ্চয়ের জন্যই সঞ্চয়কে লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে—( Hoarding )। তথাপি এইরূপ সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ইতর প্রাণী হইতেও দেওয়া যায়। যেমন পিপিলিকা। উহারা ভবিষ্যতের জন্যই সঞ্চয় করে। আয় বৃদ্ধির জন্য সঞ্চিত ধনের নিয়োগ (investment ) করে না। সঞ্চয় প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক হইলেও কেহ আপনা হইতে সঞ্চয় করিতে চায় না। কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া লোকে সঞ্চয় করিয়া থাকে।

( ১ ) দূরদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎদৃষ্টি। ভবিষ্যতের "অভাব"কে বর্ত্তমান অবস্থায় বুঝিতে পারা চাই, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে চায়, তাহাকে দুইটি অভাবের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। বর্ত্তমান অভাব যাহা সে পূরণ না করিয়া আপাততঃ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিবে; ভবিষ্যৎ অভাব, যাহার জন্য সে সঞ্চয় করিতে চাহে। সঞ্চয় করিবার জন্য বর্ত্তমানে অভাব জনিত কষ্টভোগ, আর সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যৎ সুখ ভোগ এই দুইটি বিপরীত চিন্তা সঞ্চয়কারীর মনে আসিয়া থাকে। যে ভাব তাহার মনে অধিকতর প্রবল হয় সে তদনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, বর্ত্তমান অভাব সত্য সত্যই বর্ত্তমান, আর ভবিষ্যৎ অভাব অনেকটা কল্পিত। ভবিষ্যতের অভাব কল্পনা করা বা বুঝিতে হইলে কতকটা মানসিক উৎকর্ষ চাই, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য প্রণালী স্থির—

**পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।**

করিবার শক্তি থাকা চাই। এই শক্তি যে সমাজে যত সত্য, তাহাদের তত বেশী।

আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, সমাজ, ও সভ্যতা সর্ব্বদা আমাদিগকে ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, এইরূপ ভবিষ্যতের চিন্তা বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম। বৈজ্ঞানিকরা এই ভবিষ্যৎ লইয়া ব্যস্ত আছেন। রাজনীতিজ্ঞেরা কাল কি হইবে ভাবিতেছেন; ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে বাজারের যাহা যেমন হইবে তাহাই নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইতেছেন; এবং এমন সব কারবার করিতেছেন, যাহার ফল বহু কাল পরে পাওয়া যাইবে; দোকানদারেরা ছয়মাস এক বৎসর পরে যে দেনা মিটাইতে হইতে পারে, তাহার জন্য তৈরী হইতেছেন। আমরা সকলেই অল্প বিস্তর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া থাকি, স্ব স্ব বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী ভবিষ্যতের কি হইবে তাহা স্থির করিতে চেষ্টা পাই। অসভ্যদের পক্ষে এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব। তাহারা শুধু বর্ত্তমান লইয়াই আছে। এমন কি বর্ত্তমান সময়ে সমাজের নিম্নস্তরের লোকগুলি যাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে আদিম শিল্পের কিছু কিছু মিল আছে, এবং যাহারা—দিনমজুরী করিয়া খায় তাহারা ও সঞ্চয়ের কথা ভাবিতে পারে না।

২। সঞ্চিত জিনিস স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায়, খাদ্য সামগ্রী, খাট চৌকী, কাপড় চোপড় ইত্যাদি কিছুকাল পরেই নষ্ট হইতে থাকে। কতকগুলি আবার অতি দ্রুত নষ্ট হয়। এজন্য এগুলি সঞ্চয়ের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। মূল্যবান ধাতু—এবং মুদ্রার আবিষ্কার, হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সঞ্চয় নিরাপদ ছিল না। অবশ্য মুদ্রা, চাল, ডাল, ঘৃত দুগ্ধের মত আহার কিংবা ভোগ করা যায় না। কিন্তু মুদ্রার বিনিময়ে এই সমস্ত দ্রব্য ইচ্ছামাত্র পাওয়া যায়।

(৩) জীবন ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন (necessary of life) তার চেয়ে অধিক উৎপাদন করা চাই, নহিলে মানুষ কি সঞ্চয় করিবে? তজ্জন্য বর্ত্তমান অভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আজ যদি না খাইয়া মরিয়া যাই, তবে ২০ বৎসর পরে অন্নকষ্ট হইবে সেই ভাবনায় কে সঞ্চয় করিতে চায়! সুতরাং বর্ত্তমানকে স্বীকার করিয়া লইয়া বর্ত্তমানের প্রয়োজন মিটাইয়া তবে সঞ্চয় করিতে হইবে। বর্ত্তমান অতিক্রম করিয়া শুধু ভবিষ্যতে চিন্তা ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিকর ত বটেই, সমাজেরও বিশেষ অহিত জনক। যাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে, তাহাকে ত সঞ্চয় করিতেই হইবে। অর্থশাস্ত্র বিদ কেহ কেহ বলেন, মানুষের ভোগ করিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। আমাদের অভাব এবং ভোগ তৃষ্ণারও একটা সীমা আছে। সে সীমা হইতেছে তৃপ্তি।

(৪) সঞ্চয়ের উপযোগী কতকগুলি স্থান বা পাত্র থাকা চাই, তবেই সঞ্চয় করা সম্ভব হইবে। এমন কি ধান চাউল রাখিবার মরাই, এবং সিন্ধুক প্রভৃতি সঞ্চয়ের উপায় বলিয়া গণ্য। আধুনিক সভ্যতা নিরাপদে সঞ্চয়ের সুবিধার জন্য বহুবিধ উপায় নিরূপণ করিয়াছে।

(১) সেভিংস ব্যাঙ্কের কথা সকলেই জানেন। সেভিংস ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য লোককে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করা এবং সঞ্চিত ধন নিরাপদে রাখা। সেভিংস ব্যাঙ্ক দস্যু, তস্করাদির হাত হইতে এবং সঞ্চয়কারীর হাত হইতেও ধন রক্ষা করিয়া থাকে। লোকের মনে ব্যয় করিবার জন্য হঠাৎ কোন বাসনা জাগিলে যদি হাতে টাকা থাকে, সে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যয় করিয়া বসে, কিন্তু সেই টাকা যদি কোন সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা থাকে, তবে উহা তুলিবার জন্য যে সামান্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়—এবং যে একটু সময় লাগে, তাহাতে অনেকের অর্থ বাঁচিয়া যায়। কারণ তেমন প্রয়োজন না থাকিলে কাহারও কাহারও মনে হইবে, যাক তবে টাকাটা এখন আর তুলে কাজ নাই," একথা বলা বাহুল্য সেভিংস ব্যাঙ্কে যে অর্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা সঞ্চয়কারী ইচ্ছামত তুলিতে বা রাখিতে পারেন।

সঞ্চয় করিতে উৎসাহ দিবার জন্য এই সমস্ত ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা দেওয়া যায়, তাহার উপর নির্দ্দিষ্টহারে সুদ পাওয়া যায়। সুদের হার কম। সেভিংস ব্যাঙ্ককে কেহ মূলধন খাটাইয়া (invest) ধনবৃদ্ধি করিবার উপায় বলিয়া ভুল করিবেন না। সেভিংস ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য মূলধন সৃষ্টি করা। এইরূপ ব্যাঙ্ক অল্প অল্প করিয়া জমাইয়া কিছু মূলধন সঞ্চিত হইলে সেই অর্থ লাভ জনক ব্যবসায়ে বা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করিবার সুবিধা করিয়া দেয়। এখানেই সেভিংস ব্যাঙ্কের বিশেষত্ব।

সরকারী এবং বেসরকারী ভেদে সেভিংস ব্যাঙ্ক দুই প্রকার। ফ্রান্স, ইংলণ্ডের মত ভারতবর্ষেও সেভিংস ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠান। ডাক বিভাগের সহিত ইহার

সংযোগ হওয়াতে বড়ই সুবিধার কারণ হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কারণ লোককে মিতব্যয় ( Thrift ) শিক্ষা দেওয়া। এজন্য এই ব্যাঙ্কে চল্‌তি হিসাব ( Current account ) খোলা হয় না। প্রায় সমুদয় ডাক ঘরেই সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ হয়। ইচ্ছা করিলে লোকে কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। সঞ্চয় প্রবৃত্তি থাকা চাই, দুঃসময়ের জন্য যতদূর সম্ভব তৈয়ারী থাকা প্রয়োজন।

দৈনিক ব্যয় হইতে দুইটি মাত্র পয়সা বাঁচাইয়া, (ইহাতে কাহারও বিশেষ কষ্ট না হইবারই কথা) সপ্তাহান্তে চারি আনা করিয়া ডাকঘরে জমা রাখিলে চার কিংবা পাঁচ বৎসর পরে যে অঙ্ক হয়, গরীবের পক্ষে তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবার নহে।

এই দুই পয়সার সঞ্চয় দ্বারা আমরা অনেক সময় অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। গৃহস্থগণ যেমন মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া থাকেন, সেইরূপ অন্ততঃ দুইটি পয়সা সঞ্চয় হিসাবে না রাখিয়া ও দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ( বাজার খরচ ) যে অর্থ বাহির করেন, তাহা হইতে তুলিয়া রাখুন। নিজেরা ত উপকৃত হইবেনই, সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও ধনভাগ বৃদ্ধি পাইবে। সেই ধন বহু লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়া কিংবা ভাল কারবারের অংশ ( Share ) কিনিয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উপকার করিতে পারিবেন। গৃহস্থের পক্ষে সঞ্চয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। উপার্জ্জিত বিত্তের চতুর্থাংশ সঞ্চয় করা শাস্ত্রের অনুমোদিত। এই সামান্য সঞ্চয় দ্বারা স্বদেশ এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন। দুইটি পয়সা মাত্র সঞ্চয় করিতে যে মনের বলের প্রয়োজন, তাহাও বুঝি আজ বাঙ্গালীর নাই!

বেসরকারী প্রায় সমুদয় ব্যাঙ্কের সহিতই সেভিংস ব্যাঙ্ক বিভাগ আছে। কার্য্য প্রণালী উভয়েরই প্রায় একরূপ। কোন কোন ব্যাঙ্কের সুদের হার কিঞ্চিৎ অধিক।

(২) সমবায় ঋণদান সমিতিও ( Co-oprative credit Society ) সঞ্চয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সমস্ত সমিতি সাধারণের নিকট হইতে সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত সুদে আপনাদের মধ্যে ধার দিয়া থাকেন। সতর্কভাবে কাজ করিলে ইহাতে টাকা নষ্ট হইবার কোন ভয় নাই। কারণ সমিতির অন্তর্ভুক্ত সকলের মতে সেই ঋণ দেওয়া হয়। প্রত্যেকেই জানিতে পারেন, সমিতির টাকা কোথায় কাহার নিকট আছে। দুস্থ কৃষক এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক দিগকে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সমিতি গুলির সৃষ্টি। গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে এবং উপদেশে সমিতির কাজ চলে। গ্রামে গ্রামে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইলে বাংলায় পল্লীশ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে।



# অভিজ্ঞের উপদেশ।

বিজ্ঞ বলিয়া লোক সমাজে খ্যাতিলাভ করিতে হইলে সংযতবাক্ হইতে হয়। বাক্য যতক্ষণ উচ্চারিত না হয়, ততক্ষণ উহা কোষবদ্ধ তরবারির মত তোমার নিজ আয়ত্তের ভিতর অবস্থান করে, কিন্তু জিহ্বা হইতে নির্গত হইয়া পড়িলেই উহা তৎক্ষণাৎ অপরের আয়ত্তে চলিয়া যায়, কোষমুক্ত তরবারির ন্যায় উহা তখন তোমার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে।

---

দুঃখের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা ভাল। দুঃখ দৈন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে আইসে বলিয়াই একান্ত বিড়ম্বনার কারণ হইয়া থাকে।

---

যাহারা ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া জীবন পথে বিবরণ করে, তাহারা কখনই মিতব্যয়ী হইতে পারে না। আশার মত প্রতিশ্রুতি দিতেও কেহ পারে না। আবার আশার মত পদে পদে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও কেহ পারে না। এমন নিত্য প্রবঞ্চনাশীল আশায় আশ্বাসে যাহারা আস্থা স্থাপন করিয়া কাজ করে তাহারা—আগামী দিবসের লাভের কড়িতে অগুকার দিনটা ফূর্ত্তির হররায় কাটাইতে কেন না ব্যস্ত হইবে?

---

বন্ধুত্বের প্রসার ও সংস্কার নিত্য আবশ্যক। পুরাতন লইয়াই চিরদিনের কারবার চলিতে পারে না। যিনি এইটুকু না বুঝিতে পারেন, তিনি শেষ জীবনে

নির্বান্ধব ও নিরালম্বভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন।

---

বরং তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে যাওয়া ভাল, তথাপি এক মিনিট বিলম্বে সকল উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দেওয়া উচিত নয়।

---

কৌতুহলের বশে সখ করিয়াও কখন পাপের পথে পদার্পণ করিও না। পাপের সংস্পর্শমাত্র পরিহার করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত। পাপের মোহিনী শক্তি অদ্বিতীয়—এক মুহূর্ত্তে উহা—সমগ্র মন অধিকার করিয়া ফেলিতে পারে।

---

যে কোন বিষয়—বা বস্তু দর্শন মাত্রেই যিনি শতমুখে তাহার গুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন, তাঁহার কথায় বেশী আস্থা স্থাপন করিও না। যিনি সকল বস্তুর নিন্দাবাদেই কেবল পটু, তাহার কথা তদপেক্ষাও কম বিশ্বাসযোগ্য। আবার যাঁহার মুখে কোন বিষয়ের সুখ্যাতি বা নিন্দা কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীপঞ্চানন।

---

# How to Preserve Razor.

## ক্ষুর সংরক্ষণ।

আজকাল অনেকেই নিজে নিজে ক্ষৌর কর্ম্ম সম্পাদন জন্য বাড়ীতে ক্ষুর রাখিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষুর কেমন করিয়া সংরক্ষণ করিতে হয়, অধিকাংশ লোকেই সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের তীক্ষ্ণ কিনারাটির পরিমাপ ১৭ হইতে ২০ ডিগ্রীর মধ্যে এবং প্রত্যেক ক্ষুর এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে ইহার পশ্চাৎ ও সম্মুখ ভাগ সমতল ভাবে সান পাথরের উপর স্থাপন করিলে সানপাথরের ঘর্ষণে উপরিউক্ত পরিমাণ কোন সহজেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষুরের ধারে কর্কশ ও বন্ধুরতা না হইলেই উহাতে মোলায়েম ভাবে কামান সম্ভবপর হয়। এই বন্ধুরতা (notches) এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে উহা সহজে ধরা যায় না। হাতের বুড়া আঙ্গুলের নখের উপর দিয়া ক্ষুরখানি ধীরে ধীরে টানিয়া অথবা বড় ম্যাগ্নেফাইং গ্লাসের সাহায্যে ক্ষুরের ধারের এই বন্ধুরতার পরীক্ষা করা সহজ সাধ্য। ষ্ট্রপের উপর ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া এই বন্ধুরতা দূর করিতে হয়। অধিক দিন ষ্ট্রপ করার ফলে ক্ষুরের ধার স্থূল হইয়া উহার পরিমাণ ৩০—৪০ ডিগ্রীতে উঠিয়া থাকে। তখন ক্ষুর সানপাথরে সানাইয়া লওয়া আবশ্যক করে। চামড়া হইতে সরু ফালি কাটিয়া একখানি পাতলা তক্তার দুই পার্শ্বে দুই খানি টুক্‌রা আঁটিয়া ষ্ট্রপ প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উক্ত ষ্ট্রপের একদিকের চামড়ার ফালির উপর ক্রকাশ পাউডার (Crocus powder) চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া মাখাইয়া রাখিবে এবং অপরাংশ যেমন প্লেন তেমনি থাকিবে। ক্ষুরখানি ষ্ট্রপের প্রথমোক্ত পার্শ্বে দুই চারিবার ঘর্ষণ করিয়া লইবে। ক্ষুর ষ্ট্রপ করিবার সময় সকল সময়ই উহা পশ্চাৎ-দিকে টানিতে হইবে। ষ্ট্রপের প্লেন সাইডে ক্ষুরের কর্কশতা দূর করিবার জন্য অধিকক্ষণ ঘর্ষণ করা উচিত নহে, তাহাতে ক্ষুরের ধার মোটা হইয়া যাইতে পারে। কামাইবার পূর্ব্বে ক্ষুরখানি ২।৩বার আস্তে আস্তে ষ্ট্রপ করিয়া লওয়া দরকার। কামান শেষ হইলে শ্যাময় লেদার বা সূক্ষ্ম ন্যাকড়া দিয়া ক্ষুরখানি ভাল করিয়া মুছিয়া ষ্ট্রপের প্লেন সাইডে উর্দ্ধাধঃভাবে দুইবার টানিয়া লইবে। তৎপরে ধারের তীক্ষ্ণতা অব্যাহত রাখিবার জন্য উহা চর্ব্বির বাতির উপর দিয়া একবার টানিয়া লইবে কিংবা সমগ্র ফলক খানি কেরোসিন তৈলে ডুবাইয়া ক্ষুরটি কেসের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া দিবে। ক্ষুর এইরূপ ভাবে সযত্নে রক্ষিত হইলে বহুদিন ইহার দ্বারা সুন্দররূপে কামান যাইতে পারে। (১)

শ্রীপঞ্চানন সিংহ B. L.

---

(১) ১০৬নং চাঁদনীচকের বিখ্যাত S. K. Apsaroddeen & Sons—Hardware merchants—"Sharpo Rezor Paste" নামে ক্ষুর সানাইবার মসলা বিক্রয় করিতেছেন। ইহা দ্বারা ক্ষুর ষ্ট্রপ করিলে দীর্ঘকাল সেই ক্ষুর সমভাবে কামান যায় এবং অন্য কোন প্রকার সানের আবশ্যক করে না। "কাজের লোকে" ইহার Advertisement প্রকাশিত হইয়াছে।

কাঃ সঃ।

---

# Home Industries.

# গার্হ্যস্থ শিল্প-শিক্ষা।

—:০:—

## HAIR POMADE

### চুলের পমেটম।

প্লেন পমেড বা (চর্ব্বি)—১ পাউণ্ড মৃদু জ্বালে গলাইয়া ইহার সহিত অয়েল বার্গামেট ১ ড্রাম, অয়েল লিমন ১ ড্রাম দিয়া উত্তম রূপে মিশ্রিত কর। তাহার পর মুখ চওড়া শিশিতে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হয়।

ভেসিলিনপমেটম বিশুদ্ধ সাদা ভেসিলিনকে ঐরূপে গালাইয়া উহার সহিত উপরোক্ত বার্গামট্ এবং লেবুর তৈল মিশাইলেও সুন্দর ভেসিলিন পমেটম হইবে।

### ভাইলেট পাউডার।

ইহা বেশভূষার জন্যই ব্যবহার হয়। লণ্ডনের কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট পত্রিকায় নিম্ন লিখিত প্রস্তুত প্রণালীটী বাহির হইয়াছিল।

| | |
|---|---|
| ষ্টার্চ্চ পাউডার | ২৮ পাউণ্ড |
| অরিস পাউডার | ১ পাউণ্ড |

উত্তমরূপে পিশিয়া মিশ্রিত করিলেই ভাওলেট পাউডার হইয়া গেল, তাহার পর ইহাকে সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া একদম ফিচ্ শূন্য মোলায়েম করিতে হয়।

বিলাতি পদ্দন্দ গন্ধ। উপরোক্ত ষ্টার্চ্চের সহিত

| | |
|---|---|
| অয়েল বার্গামট্ | ২০ ভাগ |
| অয়েল লিমন | ২০ ভাগ |
| অয়েল ক্লোভ | ১০ ভাগ |
| অয়েল নিরোলী | ১০ ভাগ |

দিয়া তাহাতে অরিশ রুট চুর্ণ এবং ষ্টার্চ্চ একত্র পিশিয়া প্রত্যেক পাউণ্ড ষ্টার্চ্চের সহিত ১ ড্রাম করিয়া মিশাইয়া লইলেই চমৎকার ভাওলেট পাউডার হয়। গাত্রে ঘামাচী হইলে শিশুদিগকে মাখাইলে পাউডার দ্বারা উপকার হয়।

টিনের কৌটায়, কাগজের বাক্সে পুরিয়া লেবল দিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে।

ষ্টার্চ্চ পাউডার সকল ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

---

## প্রেশক্রিপসন্ সংগ্রহ।

দেহের কোন স্থান অল্প বা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলে অথবা হস্ত পদাদির গ্রন্থিদেশে কোন কারণে বেদনার সঞ্চার হইয়া উহা সঞ্চালন করিতে না পারিলে সমপরিমাণ Harts horn, camphorated oil এবং turpentine মিশ্রিত করিয়া শিশিতে শক্ত করিয়া কর্ক আঁটিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইবে। এই মালিস আক্রান্ত স্থানে ২।৩ বার ঘর্ষণ করিলে সহজে রোগের উপশম হয়। আঘাত বেদনা প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবার অধিকাংশ মালিস এই উপাদান হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার—

| | |
|---|---|
| Vivegar | $\frac{1}{2}$ pint |
| Spirit of Turpentine | 1 oz |
| Spirits of wine | $\frac{1}{4}$ ,, |
| Camphor | $\frac{1}{4}$ ,, |

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির সহিত একটী ডিম্বের শ্বেতাংশ সংযোগ করিয়া সমস্তগুলি সুচারু রূপে মিশ্রিত করিয়া ফেল: এই ঔষধ শিশিতে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও। ব্যবহারের আবশ্যক হইলে নাড়িয়া লওয়া আবশ্যক।

---

### তামাকু সেবনের কুফল।

অতিরিক্ত তামাক খাইলে চক্ষুরোগ জন্মে, শিরঃপীড়া হয়। দোক্তা খাইয়া বহু স্ত্রীরোগ উৎপন্ন হয়। তামাক একটা উৎকট বিষ। একজন ডাক্তার একটা কুকুরকে ৩।৪ দিন উপর্য্যুপরি, তামাকের জল এক আউন্স করিয়া খাওয়াইয়া দিন কয়েকের মধ্যেই দেখিলেন, কুকুরটী দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল, সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যাইত। তাহার দাঁত পড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় মাস খানেকের মধ্যে কুকুর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় সংসারে আজকাল দোক্তার জরদার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ায় মহিলা গণের অজীর্ণ বুক জ্বালা, বুক ধড় ধড় করা প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট পীড়া দেখা যাইতেছে। কিন্তু নেশা ছাড়ান সহজ কথা নয়। আধুনিক মহিলাগণের দাঁত কদর্য্য এবং শিথিল হইয়া অল্প বয়সেই জরা ও বার্দ্ধক্য বৃদ্ধি পাইতেছে। মহিলাগণকে এই অনিষ্টকর পদার্থের বিষময় গুণ প্রত্যেক গৃহীর বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। বিড়ী ও সিগারেট আরও অনিষ্টকর। বিড়ীর সৃষ্টি হইয়া তামাকের নেশা যে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বিড়ীর

বিক্রয় দেখিলেই অনুমান করা যাইতে পারে। তামাক যে কোন আকারেই হউক, হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল করে, কাশ রোগ আনয়ন করে। আর্থিক হিসাবেও ঘোর অপব্যয়। যাঁহারা তামাক না খাইলে বাঁচিতেই পারেন না মনে করেন, তাঁহারা অন্ততঃ আমাদের প্রাচীন প্রথামত হুকা কলকায় তামাক খাইলে কতকটা রক্ষা আছে, কারণ হুকার জলে ইহার বিষক্রিয়া তবু অনেকটা লাঘব হয় কিন্তু তামাক তথাপিও অনিষ্টকারী।

## কুকুর দংশন চিকিৎসালয়।

কলিকাতায় এতদিন জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা হইত না, কশৌলি কিম্বা আসাম অঞ্চলে রোগীকে পাঠাইতে হইত। তাহাতে রোগীর অবস্থাও খারাপ হইয়া যাইত এবং গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল অফ্ মেডিসিন নামক চিকিৎসালয়ের মধ্যেই জলাতঙ্ক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহা দ্বারায় বাঙ্গালায় বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

# বিবিধ তথ্য।

পৃথিবী ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলে যে অফুরন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রতিনিয়ত সঞ্চিত হইতেছে, তাহাকে মানুষের হিতকর কার্য্যে খাটাইয়া লইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন কোন উপায় খুজিয়া পাইতেছিলেন না। সম্প্রতি M. Jules Guillot নামে জনৈক ফরাসী দেশবাসী এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কারের দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণের বহুযুগ-ব্যাপী স্বপ্ন আজ সফল করিয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছেন।

## ক্ষুদ্রতম পুস্তক।

বিলাতের প্রদর্শনীতে সাম্রাজ্ঞী একটা পুতুলঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বাড়ীখানি চমৎকার। পুতুলের ঘরবাড়ী যেমন ক্ষুদ্র হওয়া উচিত, এখানিও তেমনি ক্ষুদ্র। ইহাতে যে লাইব্রেরী আছে তাহার পুস্তকগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মাত্র এক ইঞ্চি। সবগুলি বাঁধান। একখানি আবার অর্দ্ধইঞ্চি পরিমিত আছে। এই শেষোক্ত পুস্তকখানি পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম পুস্তক।

## আমিষ বনাম নিরামিষ।

ডাঃ এস, মস্কটন কোপম্যান একজন একজন বিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ককোণ্ডের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী সাধুগণের ন্যায় স্বাস্থ্যবান পুরুষ জগতে বিরল। ইহারা সুস্থ, সবল, এবং দীর্ঘায়ু। ডাক্তার বলেন, ইহাদিগের এরূপ স্বাস্থ্যলাভের কারণ এই যে ইহারা নিরামিষ ভোজী। অর্দ্ধেক বয়স অতীত হইলে আমিষ ভোজনে আয়ু ও বলক্ষয় হয় ইংরাজ ডাক্তারটীরও এই মত। তিনি বলেন, এরূপ পরিমিতভাবে ফলমূল ভক্ষণে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে। দেশের নিরামিশ-ভোজী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, এবং হিন্দু-বিধবারা তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

# ছেলেদের সান্ধ্য-বৈঠক।

আহু। দাদু খবরের কাগজে পড়্লুম, যে এবারের গরম প্রায় ১১১-১১৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে ছিল। মানুষের গাত্রের উত্তাপ ১০৬ হলে আপনি বলেন, মানুষ মরে যায় তবে ১১১ ডিক্রি উত্তাপে জীবজন্তু বেঁচে আছে কেমন করে?

দাদু। মানুষের চতুর্দ্দিকের বায়ু ৩০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হলেও (২১২ ডিগ্রি উত্তাপে তরল পদার্থ ফুট্‌তে থাকে) মানুষের গায়ের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৭ হতে ১০০ ডিগ্রির বেশী হয় না।

আহু। কেন দাদু?

দাদু। যেহেতু আমাদের চামড়ার নীচে যে চর্ব্বি আছে, তা উত্তাপ পরিচালনে অক্ষম ( Bad Conductor ) যা আমি সেদিনে তোমাকে বুঝিয়েছিলাম। আরও কারণ আমাদের গাত্রচর্ম্ম হতে উত্তাপ বেশী হলেই ঘাম হয়ে বাহিরের উত্তাপকে বাষ্পাকারে উড়াইয়া দেওয়াতেও আমাদের দেহ প্রবল উত্তাপ হতে রক্ষা পেয়ে থাকে। তা ছাড়া পরমেশ্বর এই দেহের মধ্যে আমাদের জীবন রক্ষার জন্য একটী এমন শক্তি নিহিত করে রেখেছেন যে, সহজে বাহ্য জগতের ক্ষমতা তার উপর কার্য্যকারী হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

আহু। আচ্ছা দাদু পাখায় করে খুব গরমের সময় মুখটায় বাতাস কল্লেই প্রায় সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠে কেন?

দাদু। যেহেতুক মুখে ক্রমাগত বায়ুর স্রোত পতিত হওয়ায় কতক পরিমাণে উত্তাপটাকে অপসারিত করে দিতে সক্ষম

হয়। আর শরীরের মধ্যে মস্তিষ্ক শীতল এবং মুখের স্নায়ুগুলি শীতল হলেই দেহের মধ্যে শীতলতা বোধ হয়ে থাকে।

---

## কলিকাতায় ছেলেধরার হুজুক, ৯ জন শিখ হত এবং বহু শিখ ও শিশু আহত।

—:০:—

হঠাৎ কে মিথ্যাগুজব রটাইয়া ছিল, যে খিদিরপুরে একটা ডক প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে নাকি অনেক মানুষের মাথার দরকার, নচেৎ ডকটী সম্পূর্ণ হইবে না, এবং তজ্জন্য শিখরা ছেলে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই শুনাও যা—আর কতকগুলি মুসলমান খেপিয়া উঠিল। কড়েয়া শিখদের আবাসগৃহ গুলিতে আগুন ধরাইয়া দিল, অনেক টাক্সি-ওয়ালাকে হতাহত করিল, সহরময় এই ভিত্তিহীন গুজবে লোক ক্ষেপিয়া উঠিল। ফলে ৯ জন শিখকে নির্ম্মম ভাবে কলিকাতা সহরের বুকের মাঝে অতি কাপুরুষের ন্যায় দিবালোকে হত্যা করা হইল, অথচ কার যে ছেলে হারাইয়াছে, কে লইয়া গিয়াছে কেহই প্রত্যক্ষদর্শী নহে—আশ্চর্য্য ব্যাপার! এইজন্য ঘর, টাক্সী-গাড়ী পোড়ান হইল, শিখ-শিশু নরনারীর লাঞ্ছনা করা হইল, কিন্তু গুজবের কোন ভিত্তি নাই এ কেমন ব্যাপার। ছেলেধরার হুজুগ মাঝে মাঝে আরও অনেক বার হইয়াছে। আড়কাটী বা অন্য কোন দুষ্টলোকে ছেলে ধরিয়াছে এমন গুজব অনেকবার রটিয়াছে। তেমন কার্য্য কাহাকেও করিতে দেখিলে কলিকাতায় পুলিশের অভাব নাই, ধরাইয়া দিলেই তো সকল তথ্য প্রকাশ পাইত, তাহা না করিয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করায় নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ভায়াদের মস্তিষ্কহীনতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে মাত্র। এদের যে ভাবিয়া দেখিবার শক্তি মোটেই নাই, তাহাই অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, এস্থলেও দেখা গেল। এ রূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় এই শ্রেণীর লোকেরই সম্ভবে। সমগ্র বাঙ্গালা এই অমানুষিক ঘটনায় স্তম্ভিত—ক্ষুব্ধ। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের আজ মাথা হেট। কলঙ্কের কথাত বটেই, লজ্জার কথা যে এত নির্ব্বোধের দ্বারা বাঙ্গালা পূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল হতাহত নিরীহ শিখ সম্প্রদায়ের জন্য আর বাঙ্গালার এই নির্ব্বোধ শ্রেণীর নিষ্ঠুরতার স্মৃতির জন্য একটা কিছু স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিৎ, অনেকে ইহা বলিতেছেন, ইহা খুবই সত্যকথা। তবে এ বাঙ্গলায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয় প্রমুখ মাননীয় অনেক মুসলমান নেতা হুজুগমত্তদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া দিয়াছেন আর কোন দুর্ঘটনার কথা শুনা যায় নাই।

---

## তাকেশ্বরের সত্যাগ্রহ।

পাঠকগন অত্যাচারী মহন্তের সমুদয় কীর্ত্তি নিত্যই সংবাদপত্র সমূহে পড়িতেছেন। এখানে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন। দলে দলে নরনারী সত্যাগ্রহ করিয়া গ্রেপ্তার হইতেছে। স্বামী সচ্চিতানন্দ এবং বিশ্বানন্দ উভয়েই গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মন্দির এখনও কংগ্রেসের হস্তে সুবন্দোবস্তের সহিত চলিতেছে। মোহান্ত মহারাজ পলায়ন করিয়াছেন। তাহার চেলা প্রভাতগিরিও তলপি তলপা লইয়া সেদিন তারকেশ্বর হইতে কোথায় গিয়াছেন। মোহন্ত বড়লোক, দেশের লোকে অর্থ এবং জন বল দিয়া সাহায্য করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যেন উদাসীন না থাকেন। বিশ্বানন্দ এবং সচ্চিতানন্দ বাঙ্গলার লোক নহেন, কিন্তু বাঙ্গালার দেবমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে, বাঙ্গালী মহিলার ইজ্জৎ সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাঁহারা যাহা করিলেন, বাঙ্গালী তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্ম উদ্‌যাপন করিতে যদি উদাসীন হয়েন, তবে বাঙ্গালীর নামের অস্তিত্ব লোপ হওয়াই শ্রেয়। সুখের বিষয়,

---

বাঙ্গালী সাড়া দিয়াছে—দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক, এবং অর্থসাহায্যও আসিতেছে। বাবা তারকনাথ বাঙ্গালার মুখ রক্ষা করুন।

---

কলিকাতায়

## ছেলেধরার আতঙ্ক।

—:০:—

পরবর্ত্তী বিবরণ

কলিকাতায় ও সহরতলীর নানা স্থানে ছেলেধরার আতঙ্কে কয় দিন যে সব অনাচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, পুলিসের তৎপরতায় গতকল্য বুধবার হইতে তাহাতে অনেকটা সুরাহা দেখা দিয়াছে। এ দিন গোলযোগের স্থান গুলিতে পুলিসের কড়া পাহারা বসান হয়। ফলে নূতন কোন অত্যাচার ঘটে নাই।

### পুলিশ কমিশনার

মিঃ টেগার্ট প্রত্যূষে বাহির হইয়া নিজে সকল স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। ওদিকে শিখ মোটরচালকদের মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হওয়ায় তাহারাও এদিন প্রায় রাজপথে মোটর চালাইতে বাহির হয় নাই। এমন কি, মোটর দুর্ঘটনা প্রভৃতির মামলায় সকল শিখচালকের আদালতে উপস্থিত হইবার কথা ছিল, তাহারা অনেকে আদালতে পর্য্যন্ত আসে নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের বন্ধুবান্ধবরা মোটা মোটা লাঠী লইয়া তাহাদের রক্ষার্থ সঙ্গে আসিয়াছিল।

### কড়েয়ায়

চার জন শিখ পুরুষ ও দুইটি শিখ মহিলা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। শিখ পুরুষদের মধ্যে দুই জনের নাম জানা গিয়াছে;—স্বর সিং ও নাহার সিং। তাহারা উভয়ে টি ১০৭ নম্বর মোটরগাড়ীর মালিক। নাহার সিংহের বয়স মোটে ১৯ বৎসর হইয়াছিল। একটি শিখ মহিলা গর্ভবতী ছিলেন, জনতা তাহার উদর একরূপ ফাঁসাইয়া দিয়াছিল। আর একটি মহিলার বয়স ১০ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাহাকে তরবারির সাহায্যে হত্যা করা হইয়াছে!

হাসপাতালে এখনও প্রায় সাত জন শিখ আছেন। তাহাদের অবস্থা খারাপ। তাঁহাদের মধ্যে তারা সিং ও পাণ্ডা সিংকে বোধহয় বাঁচাইতে পারা যাইবে না।

### গুরুদ্বার কমিটি

শিখসমাজের নর নারীগুলির প্রতি অত্যাচারে কলিকাতার শিখ গুরুদ্বার কমিটির অধিবেশন বসান হইয়াছিল।

কড়েয়ায় সভা।

কড়েয়া অঞ্চলের জনধারণের মন হইতে ছেলেধরার আতঙ্ক দূর করিবার জন্য গত কল্য বুধবার তথায় মৌলনা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের সভাপতিত্বে এক জন সভা বসে। তাহাতে মৌলনা সাহেব ও দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

---

## পিতার পুত্রহত্যা।

### পিতৃভক্ত পুত্রের প্রাণদান।

ইন্দোর রাজ্যের কলগেটী নামক স্থানের ঠাকুর সাহেব মাধব সিংহজীর একদিন হঠাৎ কি কারণে মাথা বিগড়াইয়া যায়। তিনি নিজ পুত্রকে ডাকাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কাহার পুত্র? পুত্র বিনীতভাবে বলে—আমি ঠাকুর সাহেব মাধব সিংহজীর পুত্র। উহাতে মাধব সিংহ বলেন—আমি তোমাকে হত্যা করিব, যদি আমার পুত্র হইয়া থাক, তবে প্রস্তুত হও। পুত্র এই কথা শুনিয়া হাতজোড় করিয়া বলে—সেবক প্রস্তুত আছে। উহার পর মাধব সিংহ গুলী করিয়া পুত্রকে হত্যা করেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন।

(প্রতাপ)

---

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

---

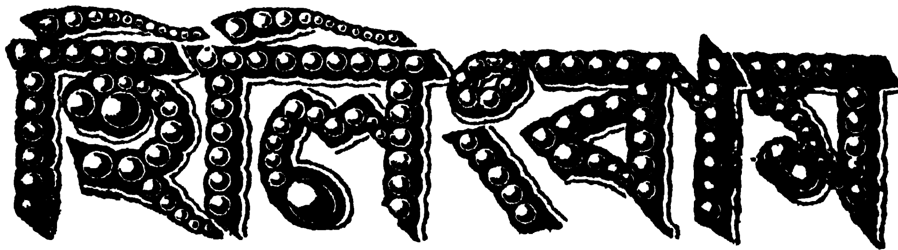
কাজের লোক অফিস।
২নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
কলিকাতা ২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

# টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা !

## কাজের লোক হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায় কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই দেখে শুনে, যাচাই করে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, যাযথা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা ঔষুধে কিছু থাকে কি? যা আজাব পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মশলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্ব্বপ্রকার ঘেয়ের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে




একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বহু বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২৷৷০, ছোট ১৷০

**আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌,**

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

---

## গ্রাহকগণের জন্য

# অভিনব সুযোগ।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪, সালের "কাজের লোক" সেট্‌ গবর্মিল হওয়ার জন্য মাত্র ছাপার দরে বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যেক ভলিউমের মূল্য ৩৲, এই বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্রেই অর্ডার করিলে প্রত্যেক ভলিউম ৸০ বারো আনা হিসাবে পাইবেন। ভিপি স্বতন্ত্র। এই কয় ভলিউমই কৃষি, নানাপ্রকার গৃহশিল্প প্রস্তুতপ্রণালী, ব্যবসায়ের বিবিধ কূটনীতি, কল্পিসন্ধিতে এবং চিকিৎসা বিষয়ক প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। আজই আসিয়া লইয়া যাউন, বা ডাকে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার,

"কাজের লোক।"

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

Registered No. C. 422.

নগদ মূল্য ৵০ **THE BUSINESSMAN.** বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০



Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Datt Lane, Bowbazar Calcutta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। | New Series. July 1924, | নূতন সংস্করণ। জুলাই ১৯২৪। | Vol. XVIII No 7. |

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

# 'কাজের লোক' সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৷৷০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

## আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * *
is repleted with useful articles on art and Industry.

*Indian Empire.*

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

*Telegraph.*

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

*Gardeners Magazine.*

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * 'কাজের লোক'
"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

## কাজের লোক পুস্তক বিভাগ।

# বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি ফিকির ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ॥৵০ আনা। ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY Rs. 2/, How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/-4/- How to mend and how to make secondhand Book Rs. 1/8-, Watch repairing Rs. 1/8-. V. P. and postage extra,

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

# কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

**Edited by S. P. CHATTERJEE.**

১৮শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XVIII.

৭ম সংখ্যা। JULY 1924. জুলাই, ১৯২৪। No. 7

## Share Business.

## শেয়ারের কাজ

একদিন যৌথ কারবারের কথা বলিয়াছিলাম, পাঠকগণের বোধ হয় এত শীঘ্র তাহা বিস্মৃত হইবার কোন কারণ নাই। কোন কারবারে এক লক্ষ টাকা মূলধন। তাহার সেই টাকাটা বাজারে, লোকের ঘরে ঘরে ক্যানভাস করিয়া ১০০ টাকা প্রত্যেক শেয়ার বা অংশ করিয়া ১০০০ অংশ বিক্রয় হইল। সেই কারবার যদি লাভবান হইয়া অংশীদারদিগকে অধিক লাভ দিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সেই কোম্পানীর ১০০ টাকার শেয়ার হয়তো ১২০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়া যায়। কখন কখন কোন কোন কোম্পানীর অংশের কাগজ যাহার দাম ১০০৲ টাকা, তাহা ২০০ কিম্বা আরও বেশী মূল্যেও বিক্রয় হইয়া যায়। এই সকল শেয়ার কেনা বেচার মার্কেট্ বা বাজার আছে, তাহাকে বলে Share market বা শেয়ারের বাজার। এখানে অসংখ্য দালাল নানা যৌথ কারবারের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। বেশ উপযুক্ত সময়ে কিনিয়া উপযুক্ত সময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলিলে প্রচুর লাভও হয়। আর না বুঝিয়া কিনিয়া বসিলে ক্ষতি হইয়া সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

এই শেয়ার মার্কেটের দালালদের একটা এসোসিয়েসান আছে, যাহারা তাহার মেম্বর বা সভ্য হয়, তাহারা দায়ীত্বপূর্ণ দালাল, এই সকল দালালদের মধ্যে কেহ কোনরূপ অন্যায় বা জুয়াচুরীর কাজ করিলে এই এসোসিয়েশন হইতে তাহার বিচার হইয়া যেরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা করিতে দালালগণ বাধ্য থাকে। এই সকল দালাল যখন প্রথম এই এসোসিয়েশনে প্রবেশ করিত, তাহাকে প্রবেশ ফির জন্য ৫০০৲ টাকা দিতে হইত। এখন সেই প্রবেশিকা ফি ২৫০০০৲ টাকায় উঠিয়াছে, তবু লোকে ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং করিতেছে। সে টাকা আর ফেরৎ পাওয়া যায় না। এই সকল দালাল ভিতরেই কাজ করে। এই শ্রেণীর দালালগণের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যাই অধিক, যেমন মাড়োয়ারী, স্থবর্ণবণিক পার্শি, ভাটিয়া ইংরাজ প্রভৃতি। আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নাই বলিলেও চলে। যাহারা ভিতরের এসোসিয়েশনের সভ্য, তাহারা ব্যতিত বহু

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দালাল বাহিরে দাঁড়াইয়া কিছু কিছু দালালী করে। তেমন দালালও অসংখ্য। যাহারা এসোসিয়েশনের মেম্বর, তাহাদের একটা পজিশন বা সম্মান আছে, অকস্মাৎ ক্ষতি সহিবার ক্ষমতা আছে। ইহাদের গাড়ী ঘোড়া মোটর, টেলিফোন, বড় বড় আফিস লোক-জন আছে। ইহারা সুবিধা পাইলে দালালী ছাড়া লক্ষ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনিয়া ধরিয়া রাখিয়া দেয়। দর পাইলেই ছাড়িয়া দিয়া প্রচুর লাভও খাইয়া থাকে। আবার এমনও হয়, একটা লাভের আশায় speculation বা ফটকাবাজী খেলিতে যাইয়া সে শেয়ারের এমন বাজার দর কমিয়া গেল যে সমস্ত টাকাই লোকসান হইয়া গেল, হয়তো যে কোম্পানীর শেয়ার, সে কোম্পানি লিকুই-ডেশনে চলিয়া গেল, আর শেয়ারের কাগজ-গুলি চোতা কাগজ হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেক দালালের ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতিত কাজ চালান কঠিন। ইহাদের ঘরে এত টাকা না থাকিলেও ইহারা ব্যাঙ্কে শেয়ারগুলি জমা বা বন্ধক রাখিয়া তাহার হিসাবে Overdraw করিয়া টাকা পায় এবং স্বচ্ছন্দে কেনা বেচা করিতে পারে।

দালালের পক্ষে এই যে Speculation বা বাজী খেলা বড় বিপজ্জনক কাজ। সেই জন্য অনেক দালাল কেবল দালালী করিয়া যায়, স্পেকুলেশন করে না। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ধনী জমীদার, ব্যারিষ্টার, বড় বড় আফিসের বড় বড় সাহেব ভাটিয়া, মারোয়াড়ী, পার্শী প্রভৃতি আছে, ইহাদের প্রচুর টাকা। এইরূপ ক্রয় বিক্রয় দ্বারা তাহাদের ধন বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ইহাদেরও বিপদ অনেক। হয়তো এমন কোম্পানীর শেয়ার দালালের প্ররোচনায় কিনিয়া বসিল যে সে কোম্পানীর আর উন্নতি হইল না, তাহার শেয়ারের দাম কমিতে লাগিল, তখন প্রচুর ক্ষতি সহ্য করিতে হইল।

বলা বাহুল্য সামান্য টাকা লইয়া এদিকে আসা উচিত নয়।

### লোকে কেনে কেন?

যাহার টাকা অধিক আছে, সে ব্যক্তি যদি ব্যাঙ্কে টাকা রাখে, তাহাতে বড় জোর ৬৲ কি ৭৲ টাকা সুদ পাইয়া থাকে। কিন্তু ভাল কোম্পানীর শেয়ার ১০০৲ দামের ১০০০ শেয়ার ক্রয় করা হইল, লক্ষ টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া রাখা হইল। কোম্পানীর অবস্থা ভাল, সেই শেয়ারেরই বাজারে একদিন ১২০ কি ১৫০৲ টাকা দর উঠিল। তখন ১০০৲ টাকায় ২০৲ কি ৫০৲ লাভ যদি হয়, লক্ষ টাকায় কত লাভ হইয়া গেল, পাঠকগণ অনুমান করিতে পারেন। সুতরাং এ লোভ সংবরণ করা সুকঠিন। তবে ইহাও নিশ্চয়, যেখানে লোভ সেখানে মৃত্যুও বিরাজমান আছে। কিন্তু তথাপি সাহসী বহু লোক এই কার্য্য দ্বারা ক্রোড়পতি হইতেছে। বড় বড় সমস্ত কার-বারই বিপদ সঙ্কুল, সেই সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া যে কর্ম্মী উন্নতির উচ্চ শিখরে উড্ডীয়-মান হইতে পারে সেই লোকচক্ষে অদ্ভুত কর্ম্মী "কাজের লোক" বলিয়া বিখ্যাত হয়। যাক, এই শেয়ার মার্কেটের যাঁহারা মেম্বর-শ্রেণী ভুক্ত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দালাল, তাহাদিগকে প্রথমে খুব বড় এবং প্রসিদ্ধ Brokerএর অনুরোধ পত্র লইয়া প্রবেশের চেষ্টা করিতে হয়, তাহার পর প্রবেশ ফি ২৫০০০ হাজার টাকা এবং দালালী করিবার জন্য এখন নাকি ২৫০০০৲ টাকা ডিপোজিট্ রাখিতে হয় এইরূপ নিয়ম হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শেয়ার খরিদ বিক্রয় ঘোর দায়ীত্ব পূর্ণ কাজ। যদি কোন লোক দালালের দ্বারা শেয়ার খরিদ করাইয়া পাকা গন্ডিদার হইলেও ২।১ দিনের মধ্যে দর নামিয়া যায়, আর ক্রেতা সে শেয়ার ডিলি-ভারি লইতে না চায়, তাহা হইলে ডিফা-রেন্সের বা ক্ষতির পার্থক্যের টাকার জন্য দালালের দায়ীত্ব আসিয়া পড়ে। তখন সে টাকা দালাল না দিলে এসোসিয়েশনের নিকট সম্মান রক্ষা করা কঠিন হয়, তখন ঐ ডিপোজিট্ টাকা হইতে দালাল স্বেচ্ছায় না দিলে কাটিয়া লওয়া হয় ও ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া হয়। ২।৪ বার এইরূপ অভিযোগ হইলে সে দালালের নাম এসোসিয়েশনের মেম্বরগণের নামের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হয়, সে আর কাজ করিতে পায় না। ক্ষমতাপ্রাপ্ত দালালগণ ২।১ জন সহকারী লইতে পারেন, তাহারা প্রধান দালালের সহিত মার্কেটের মধ্যে যাইতে পারে, অন্যথা অপরের যাইবার অধিকার নাই।

এইরূপে এসোসিয়েশনে প্রবেশ লাভ করিয়া দালালগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যত বড় বড় যৌথ কারবারের শেয়ার লইয়া কেনা বেচা হয়, তাহাদের দর প্রতিদিন ক্যাপিটাল, ষ্টেটসম্যান ইংলিসম্যান, অমৃত-বাজার প্রভৃতি দৈনিক কাগজে ছাপা হইয়া থাকে। প্রত্যেক দালাল এই সকল কাগজের কোন একটা লইয়া থাকেন এবং অতি মনোযোগের সহিত দর তুলিয়া আপনাপন

ক্রেতাকে টাইপ করিয়া, টেলিফোন করিয়া, টেলিগ্রাফ্ করিয়া জ্ঞাপন করেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা লব্ধ মন্তব্য ঐ দরের সহিত লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। খরিদদার যে শেয়ার ক্রয় করিতে চায় বা বিক্রয় করিতে চায়, তাহা দালালকে লিখিলে দালাল খরিদ বিক্রয় করিয়া থাকে এবং টাকায় যে দালালীর হার চলিত আছে, তাহা লইয়া থাকে। এই কার্য্যে একেবারে অনেক টাকার ক্রয় বিক্রয় সুতরাং দালালীর আয়ও মন্দ হয় না। এই প্রবন্ধ দ্বারা শেয়ার মার্কেটের সমস্ত কর্ম্ম পদ্ধতি দিতে আমরা প্রয়াসী নহি। মোটামুটী শেয়ার মার্কেটে কি হয়, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিলাম এ সম্বন্ধে বাকী বক্তব্য আগামী সংখ্যায় বলিবার প্রয়াস পাইব।

---

## মেল অর্ডার কার্য্যের অধঃপতন।

আমাদের দেশের কল কব্জা বসাইয়া বড় কাজের স্বপ্ন দেখা সাধারণ লোকের জন্য মোটেই নয়। লোকে পেটেণ্ট মেডিসিন্, না হয় বই বিক্রি, না হয় জামা কাপড় ইত্যাদির কাজ করিয়া ডাকে মফঃস্বলে পাঠাইয়া কোন প্রকারে দিন গুজরান করিতেছিল। ডাকমাশুল পার্শ্বেল রেট্ কম থাকায় ডাকে কেনা বেচা (Mail Order Business) খুব জোরেই চলিয়া আসিতেছিল। গবর্ণমেণ্টেরও খুবই আয় বাড়িয়া গিয়াছিল। যেহেতুক মফঃস্বলের লোকে ঘরে বসিয়া মাল পাইতেছিল সুতরাং এ কাজ প্রচুর চলায় অল্প মাশুলাদি স্বত্বেও গবর্ণমেণ্টের ডাকবিভাগের আয় ছিল মোটা।

সর্ব্বনাশী যুদ্ধের পর গবর্ণমেণ্ট ডাকমাশুল ও পার্শ্বেলের রেট্ বাড়াইয়া দিলেন। অন্‌রেজিষ্টার্ড ভি পি পদ্ধতি তুলিয়া দেওয়া হইল, প্রত্যেক পার্শ্বেলের জন্য রেজষ্ট্রী ফি ৵০ আনা, এ দিতেই বাধ্য করা হইল। তাহাতে হইল কি দেখুন। ধরুন ছেলেদের একখানি পুস্তকের দাম ৵০ দুই আনা। কলিকাতা হইতে পাঠাইতে খরচ হইল কি ?

পুস্তকের দাম——৵০
প্যাকিংআদি——/০
রেজষ্ট্রী ফি———৵০
ভি পি————৵০

---

মোট ।৶০

তারপর এই পার্শ্বেলটী পাঠাইতে পোষ্টাফিসের জানালার নিকট অন্ততঃ এক ঘণ্টা এক ঠেঙ্গে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকার দণ্ডতো আছেই। ৵০ আনার দ্রব্য পাঠাইতে ঘর হইতে ।/০ পাঁচ আনা বাহির করিয়া দেওয়া হইল। তারপর ক্রেতার যদি খোস্ মেজাজ থাকেতো লইলেন, নচেৎ Refused—আর তার উপর "মালিক লইল না বলিয়া—না হয় Not found—না হয় Not Claimed প্রভৃতির মধুর বাক্যাবলী সংযোজিত হইয়া প্রেরক ব্যবসায়ীর নিকট ফেরৎ আসিল, আর মন প্রাণ শীতল করিয়া দিল। এখনও পরিত্রাণ পাই, আবার শুনিতেছি ফেরৎ হইলে ভি পির অর্দ্ধেক নাকি প্রেরকের নিকট আদায় করা হইবে। সোনায় সোহাগা আর কি ?

অল্প মূলধন লইয়া কোন রকমে লোকে স্বাধীন জীবিকার পথে অগ্রসর হইতেছিল, এমন করিয়া কি তাহারা কাজ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে ? ভি পির কাজ দেখিলে এখন ব্যবসায়ীর গায়ে জ্বর আসে। লাভ তো দূরের কথা, অনেক সময় ফেরৎ ঘোরতের বহর দেখিলে প্লীহা চম্‌কাইয়া যায়। দুই আনার জিনিস, একেবারে ৷০ আনা বাজে খরচ তাহার উপর বসিলে বহু লোকেই তাহা ফেরৎ দিয়া বসে—ক্ষমতায় কুলায় না। গবর্ণমেণ্ট বলেন চাকুরীর দিকে আসা অপেক্ষা স্বাধীন কোন প্রতিষ্ঠান করিয়া জীবিকার্জ্জন করা ভাল, আমরাও সংবাদ পত্রে—বক্তৃতায় নেতারা ঐ এক কথাই বলি বটে, কিন্তু যে রকম ব্যবস্থা, গরীব প্রজার কোন দিকেই অগ্রসর হইবার পথ নাই। গবর্ণমেণ্ট আর কি পোষ্টাফিসের সেই পূর্ব্ব কর্ম্মপদ্ধতি পুনরায় ফিরাইয়া দিয়া প্রজার ধন্যবাদার্হ হইবেন ? শুদ্ধ আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিলে যে প্রজা মারা পড়ে, রাজার ইহা দেখা একটা কর্ত্তব্য নয় কি ? আগেকার আন্‌রেজিষ্ট্রার ভি পি করিতে যাইয়া এত সময় নষ্ট হইত না, কাজের কোন গোলমালও হয় নাই। যদি মাশুল পার্শ্বেল রেট বাড়াইয়া ডাক কর্ত্তৃপক্ষ এবং গবর্ণমেণ্ট—আয় বৃদ্ধি হইয়াছে মনে করেন, তবে প্রতিদিন যে রাশি রাশি পার্শ্বেল লইয়া পোষ্টাফিসের জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে সারাদিন কাটীয়া যায়, অথচ সেই একটী কেরাণীর দ্বারা যাহা হয় হউক, এ নীতি কি সঙ্গত ? কার্য্যের প্রাচুর্য্য মত প্রচুর লোকতো দেওয়া উচিত ? কিন্তু কেহ এ দুঃখের কাহিনী শুনিবার নাই।

তাই বলিতেছিলাম, এদেশের লোক কি করিয়া কাজ করিয়া খাইবে ? কাজেই চাকুরী চাকুরী—আ—অন্ন—যো অন্ন করিয়া

বুভুক্ষু দেশবাসী ম্যালেরিয়া না হয় কালাজ্বরের করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে—রোগে লোক মরিতেছে না, মরিতেছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া। লোকের কোন দিকেই উপার্জ্জন করিয়া খাইবার উপায় নাই, সুবিধা নাই। এটি সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি করিবার বিষয়।

---

( সঙ্কলিত )

# বাঙ্গলার নারী-শিল্প।

[ লেখক—শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ]।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার ঘরে ঘরে ক্ষেতের ধান কলাই, বাড়ীর শাক সব্জী গাইয়ের দুধ ঘি এসব যথেষ্ট ছিল। তেল, হলুদ, লঙ্কা পর্য্যন্ত নিজেদের পরিশ্রমে হ'ত; এই সমস্ত কাজের জন্য বাহিরে যেমন পুরুষেরা পরিশ্রম ক'রতেন, ঘরে আবার মেয়েদেরও তেমন একটা খাটুনীর অংশ ছিল। বোধ হয় বাঙ্গলার মানুষ ক্রমে ক্ষীণশক্তি ও বিলাসী হ'য়ে আস্‌ছে তাই ঐ সব পরিশ্রমের কাজে আর মন ধরছে না। অনেকেই বিদেশে গিয়ে যেমন তেমন একটু চাকরীর বন্দোবস্ত করছেন, মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে থেকে অলস আর বিলাসী হ'য়ে পড়্‌ছেন। পূর্ব্বে তাঁরা রন্ধনাদি দৈনিক গৃহস্থালী কাজগুলি সেরে ধান ভানা, ডাল করা, চিঁড়ে মুড়ী তৈরী করা, শাকসব্জী রোয়া তোলা এসব কাজ করতেন; এর মধ্যে আবার অবকাশ ক'রে চরকায় সুতা কাট্‌তেন।

তখন লোক খেয়ে প'রে বেশ ভালই ছিল, মেয়েদের কোন অর্থকরী শিল্পকর্ম্ম কর্‌বার বড় দরকার ছিল না। এখন পুরুষের আয়ে আর সংসার চলছে না! মেয়েরাও এতদিন হতে কাজ করে অর্থ উপার্জ্জন করা কখনও শিখেন নি। এখন চেষ্টা ও সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তেমন কোন কাজ হাতে পাচ্ছেন না। কিন্তু এমন দিন এসে পড়েছে যে ঘরে বাইরে কাজ না করলে আর চলবে না। পৃথিবীর সব দেশেই স্ত্রীপুরুষে কাজ ক'রে সংসার চালিয়ে থাকে, এটা বাঙ্গলায় প্রচলন হলে তাতে কোন দোষ হবে না। এই অন্ন সমস্যার দিনে বাংলায় মাত্র পুরুষের কাজে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারবে ব'লে মনে হয় না।

কি রকম শিল্প কর্ম্ম মেয়েদের হাতে দিতে হবে এর উত্তরে এই বলা যায় যে (১) দেশের প্রকৃত অভাব কিসের, (২) যে জিনিসের অভাব সেটি দেশের পক্ষে সত্যই দরকারী কি না, (৩) ঐ সব জিনিসের মধ্যে কোনটি হাতে নেওয়া তাঁদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। এই সকল মীমাংসা হ'লেই কাজ নির্ণয় হ'ল। এই সব চিন্তা করে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ বর্ত্তমানে চরকায় সুতা প্রস্তুতের কাজই বাঙ্গালার মেয়েদের মোটামুটি কর্ত্তব্য বলে ঠিক করেছেন। দু' তিন বৎসর আগে এই চরকায় সুতাকাটা ব্যাপারে অনেকেই মন দিয়েছিলেন. কিন্তু ক্ষমতাসত্ত্বেও ধৈর্য্যের অভাবে অনেকেই ছেড়ে দিয়েছেন। যাতে কল্যাণ হবে সেটা দু'চার মাসের চেষ্টার নৈরাশ্যের ফলে ফেলে রাখা সুবুদ্ধির কাজ নয়! কল্যাণের সাধনাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে।

চরকা কাটা ঠিক মেয়েদেরই কাজ। এটাকে তাচ্ছিল্য করে বাঙ্গলার মেয়েরা নিজের ঘরের লক্ষ্মীকে তাচ্ছিল্য করছেন। আজ সকলেই মনস্থ করুন—যতই বিদেশী সুতা, বিদেশী বস্ত্র আমাদের প্রলোভন দিক না কেন, ও বিদেশী লক্ষ্মীকে (?) আর ঘরে স্থান দেওয়া হবে না। মিলের সুতার কাপড়েও ঘরের মা-লক্ষ্মীদের হাতের জিনিসেই লক্ষ্মীদেবী গৃহে অচলা হ'য়ে থাকবেন। মিলের কাপড় ব্যবহার করায় যদিও আপাততঃ কোন সুবিধা দেখা যায়, তথাপি তাহা দেশের প্রত্যেক পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করতে পারবে না। একমাত্র চরকার সুতায় কাপড় তৈরী করলেই প্রত্যেক গৃহস্থের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপায় হ'তে পারে। যদিও বাঙ্গলার মেয়েরা ঐ পর্য্যন্ত কোন অর্থকরী শিল্পে মন দেন নি, তথাপি গৃহস্থালীর আবশ্যক শিল্পে তাঁদের মনোযোগ ছিল। তাঁরা যে সব কাঁথা তৈরী শিকা তৈরী প্রভৃতি কাজ করতেন, সেগুলি যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিত; চিত্র শিল্পেও তাঁদের কম দক্ষতা ছিল না। পূজা পার্ব্বণের আলপনা, বিবাহের পিঁড়া, কুলা সরা, চিত্র প্রভৃতি অতি সুন্দর হ'ত। এখন কিন্তু তাঁদেরই ঘরের ঝি বৌএরা আর তেমন কিছুই পারেন না।

প্রায় পঞ্চাদশ বৎসর থেকে বাংলার মেয়েদের হাতে কি সর্ব্বনেশে এক বিলাস শিল্প এসে পড়েছে, যাতে জাতির কল্যাণকর কোন কিছুই নাই। তাঁরা শিখেছেন—লেশ বোনা, ষ্টকিং, কম্ফর্টার বোনা, কাপড়ের পাখা, কার্পেটের ছবি—এই সব। এর সবই বিলাতী উপকরণে বিলাতী ধরণে প্রস্তুত। এমন গরীব দেশে কি আর এমন

অকেজো বিলাসী শিল্প সাজে? দুই একখানি ভাল ছবি যদি ধনী ঘরের মেয়েরা করেন, তাতে তাঁদের প্রশংসা বই নিন্দা করা চলে না বটে, কিন্তু যাঁরা খাটি কাজ করতে চান, তাঁদের হাজার করা ন'শো নিরানব্বই জনকেই করতে হবে গৃহের নিত্য আবশ্যক দ্রব্যসম্বন্ধীয় অর্থ-শিল্প।

জাতিগত নারী-শিল্প বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। কুম্ভকারের মেয়েরা মাটির হাঁড়ি সরা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন, তন্তুবায়ের মেয়েরা কাপড় প্রস্তুতের প্রায় সমস্ত কার্য্যই নিজ হাতে করে থাকেন। নিম্নজাতের মেয়েরা বাঁশের ও বেতের ডালা, কুলা, চাঙ্গারী, ধামা, কাঠা প্রভৃতি তৈজসপত্র প্রস্তুত করেন। দেশের লোক এখনও ভাবতে শিখেনি যে এদের কাছে তারা কতটা ঋণী! এরা সব অতি সামান্য ব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে অভ্যস্ত বলেই এদের জিনিষের দাম হয় না। ঐগুলি যদি সভ্যতাভিমানী জাতির হাত হতে আমাদের পেতে হত, তবে দুপয়সার মেটে হাঁড়িটা আট আনা, আর এক আনার কুলাখানা এক টাকায় কিনে আমাদের কাজ চালাতে হ'ত।

এই সমস্ত শিল্প কর্ম্ম যদি শিক্ষিত ঘরের মেয়েরা করেন, তবে মনে হয় ইহার আরও উৎকর্ষ হয়! খুলনার কোন পল্লীতে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা বাঁশ ও বেতের এই সব কাজে মনোযোগ দিয়েছেন। আমরা তাঁদের হাতের কাজ দেখে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি।

* * *

দু'চার বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার অনেক স্থানে মহিলাদের জন্য শিল্পাশ্রম তৈরী হয়েছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর বাণীভবন (বাদুর বাগান), মহিলা-শিল্পাশ্রম (বালিগঞ্জ), সারদেশ্বরী আশ্রম (বিডন রো) নিবেদিতা বিদ্যালয় (বাগবাজার) প্রভৃতি কয়েকটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে এ বিষয়ে বেশ চেষ্টা হচ্ছে। আর এক স্থানে যাঁরা এই ধরণের নারী শিল্পাশ্রম স্থাপন করেছেন বা স্থাপনের চেষ্টা করছেন, তাঁদের কার্য্য বিবরণ জানতে পারলে আমরা তাহা প্রকাশ করব। বাঙ্গলার কংগ্রেস কমিটীকে আমরা এ বিষয়ে বিশেষ-রূপে মনোযোগী হ'তে অনুরোধ করি।

আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি বাঙ্গালার মা বোনেদের, তাঁরা যেন এ বিষয়ে তাঁদের অন্তরের ইচ্ছাগুলি অন্তরেই চেপে না রেখে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের আকাঙ্খার গুরুত্ব বুঝতে পারলেই পুরুষরা এর জন্য চেষ্টা করবেন। এই সব বিষয়ে মা-বোনেদের ঐকান্তিক সাধনার ফলেই তাঁরা বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে মহিলা শিল্পাশ্রম দেখতে পাবেন; অচিরে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আবার মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠান হবে।

মাতৃমন্দির

---

## বাংলার 'ইকনমিক' অবস্থা।

[ লেখক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ]

বাংলার পাট যে পৃথিবী ব্যাপী কোটি কোটী টাকার বাণিজ্য পণ্যে পরিণত হইতে পারে, ইংরাজের আমলের পূর্ব্বে এ দেশে তাহা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? ইংরাজের আমলের পূর্ব্বে এদেশে পাট সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হইত; তাহাও বোধ হয় স্বতঃই বনজঙ্গলে জন্মিত; খুব সম্ভব এখনকার মত তখন পাটের রীতিমত চাষ হইত না। আপনা আপনি সামান্য যা পাট জন্মিত, তাহার কতক লোকে শাকরূপে রাঁধিয়া খাইত, কিছু পাতা শুকাইয়া রাখা হইত, ভবিষ্যতে নালিতা ক্রমে ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইত। আর কিছু পাট দড়িতে পরিণত হইয়া গৃহস্থের কিছু প্রয়োজন সাধন করিত। সেই অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত পাটকে ইংরাজ বণিক বন জঙ্গল হইতে টানিয়া বাহির করিয়া কল বসাইয়া, তাহা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া চট ও থলে বুনিয়া আজ তাহাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য পণ্যে পরিণত করিয়াছে। সে জন্য কি আমরা ইংরাজ বণিকের উপর রাগ করিতে পারি? আমাদের ব্যবসায় বুদ্ধি থাকিলে, বণিকের চক্ষু থাকিলে, এই পাটের ব্যবসায় আজ হয়ত আমাদেরই হাতে থাকিতে পারিত। সুতরাং বরং, এ বিষয়ে যদি কাহারও কোথাও ত্রুটী হইয়া থাকে, তবে তাহা আমাদেরই; এবং সে জন্য আমাদের নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতা, ব্যবসায়বুদ্ধিহীনতার নিন্দা করিতে হয়।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যবসায় বুদ্ধিহীনতা পরিস্ফুট হইবে। পুরাণো লোহার জিনিষের ব্যবসায়টী আজকাল কিরূপ জাঁকাইয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন। কিন্তু ইহার গোড়া পত্তন কিরূপে হইল, তাহা কেহ স্মরণ করিতে পারেন কি? অথচ, এই ব্যবসায়ের

পত্তন হইতে আজিকার উন্নতিশীল অবস্থা আমাদের চোখের সামনেই ঘটিয়াছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর কিম্বা তাহারও পূর্ব্ব হইতে একদল পশ্চিমা একটি থলিয়া কাঁধে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় হাঁকিয়া বেড়াইত—পুরাণো লোহা বি-ক-কি-রি, এবং গৃহস্থ বাড়ী হইতে পুরাতন ভাঙ্গাচুরা সর্ব্বপ্রকার লোহার জিনিষ নামমাত্র মূল্যে অথবা এক প্রকার বিনা মূল্যেই কিনিয়া লইয়া যাইত এবং এখনও মাঝে মাঝে যায়। গৃহস্থঘরের ব্যবহার্য্য লোহার জিনিষ ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহা একেবারে অব্যবহার্য্য মনে করিয়া গৃহস্থ লোকে তাহা প্রায়ই ফেলিয়া দিয়া থাকে; এক পয়সায় দুই তিন সের দরে এই সব ভাঙ্গা লোহা বিক্রয় করিতে কোন গৃহস্থই প্রায় রাজী নহেন। তবে বাড়ীর ছেলেপুলেরা বা ঝি চাকরেরা এই রকম লোহা ক্রেতাদের দেখিতে পাইলে উঠানের কোণে বা কয়লার গাদায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত ভাঙ্গা লোহাগুলিকে টানিয়া বাহির করিয়া বিক্রয় করিয়া দুই এক পয়সা লাভ করিয়া থাকে। যে বাড়ীর গৃহস্থের অবস্থা স্বচ্ছল কিম্বা বাড়ীর ছেলেপুলে অথবা ঝি চাকর তেমন লোভী নহে, সে বাড়ীর ভাঙ্গা লোহার জিনিষ প্রায় রাস্তার ধারে আঁস্তা-কুড়ে আবর্জ্জনা, জঞ্জালের সঙ্গে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু পরিশ্রমে সমস্ত সহর ঘুরিয়া অল্প অল্প করিয়া ভাঙ্গা লোহার জিনিষ সংগ্রহ করিয়া করিয়া এক জায়গায় জড় করিয়া আজ মাড়োয়ারী বণিকেরা পুরাতন লোহার ব্যবসায়টিকে বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছে। এখন কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলিতে যেখানে যে কোন রকম পুরাতন লোহার জিনিষ ও Scraps iron বিক্রয় হয়, সে সমস্তই মাড়োয়ারী কিনিয়া লয়। এখন এই ব্যবসাটি এতই উন্নতি লাভ করিয়াছে যে বড় বড় সাহেব ঢালাইয়ের কারখানা foundry or workshops'এ লোহার প্রয়োজন হইলে, লোহা কিনিবার জন্য তাঁহাদের বড় বড় Motor lorry ও motor tansport আসিয়া মাড়োয়ারী লোহাওয়ালার দ্বারস্থ হয়। অথচ এই লোহার প্রত্যেকটি অনুপরমাণু পর্য্যন্ত কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থান হইতে সংগৃহীত। আজ পুরাতন লোহার ব্যবসায় এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়াই তাহার দিকে লোকের নজর পড়িয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ অনুশোচনা করিতেছেন, মাড়োয়ারীরা এদেশে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনী হইতেছেন বলিয়া অনুযোগও করিতেছেন। কিন্তু কত শ্রম করিয়া, কত দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়া তাহারা যে ব্যবসায়টিকে এমন অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। কিন্তু এখন এ জন্য অনুশোচনা নিষ্ফল। এই ব্যবসায়ে যাহারা এতটা পরিশ্রম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে দিতেই হইবে। এজন্য বরং আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাকেই ধিক্কার দেওয়া উচিত।

এই দুইটি জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্তই যথেষ্ট,—ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, আমরা কিরূপ অন্ধ। আমাদের slave-mentality কিরূপ প্রবল। আর অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে জাগিতে হইবে। আর চাকুরীর উমেদারী করা নিষ্ফল—চাকুরী মিলিবে না,—unemployment সমস্যা ক্রমশঃ ভীষণতম আকার ধারণ করিতেছে! এইবার কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের প্রয়োজন হইয়াছে, কর্ম্মের আহ্বান আসিয়াছে। এইবার আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বিশ্বের দরবারে ডাক পড়িয়াছে, সেখানে আমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে। পাট ও লোহার ব্যবহার আপাততঃ আমাদের হাত-ছাড়া হইয়াছে বটে, ক্রমে ক্রমে উহাকে আমাদের হাতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে বটে, কিন্তু সোণার বাংলা মায়ের অক্ষয় ভাণ্ডার এখনও শূন্য হয় নাই—পাট ও লোহা আমাদের ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী রাজরাজেশ্বরী মায়ের একমাত্র সম্পত্তি নহে। দুইটা গিয়াছে, আর যে সব সম্পত্তি আছে, সেগুলাকে রক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ সবই ক্রমে ক্রমে আমাদের হাতছাড়া হইয়া পরের হাতে গিয়া পড়িবে। সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে সজাগ, সতর্ক থাকিতে হয়, সকল বিষয় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, পরের উপর নির্ভর করিয়া নিদ্রা দিলে সম্পত্তি রক্ষা করা হয় না।

পাট গিয়াছে, কিন্তু পাটকাটি (পাঁকাটি) আছে ত! বাংলার সোণার মাটিতে যেমন বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা মূল্যের পাট উৎপন্ন হয়, তদনুপাতে প্রচুর পরিমাণে পাঁকাটিও জন্মে ত! সেই পাঁকাটি আমাদের আর একটা সম্পত্তি। এখন পাঁকাটিতে পোড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ হয় না। ৺কালী পূজার সময় কিছু পাঁকাটি পোড়া কিছু বাজীর সঙ্গে পোড়ে, শ্মশান চিতায় আগুন ধরাইবার জন্য কিছু পাঁকাটী পোড়ান

য়, বাপ মা মরিলে লোকে পাঁকাটি পোড়াইয়া হবিষ্ম রাধিয়া খায়; আর বাকী গৃহস্থের উনানে পুড়িয়া রন্ধনের কাজ করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সকল দিক দিয়াই পোড়ানো ছাড়া পাঁকাটির অপর কোন ব্যবহার আপাততঃ আমাদের জানা নাই। অবশ্য পোড়ানো একটা কাজ বটে, ইন্ধন একটা বিক্রেয় পণ্য বটে, কিন্তু কোনরূপ শিল্পে উহার প্রয়োগ করিতে আমরা এখনও শিখি নাই। অথচ উহা হইতে একটি মূল্যবান এবং সর্ব্বসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য paper pulp তৈয়ার করিবার উপযোগী যে সকল উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা পাঁকাটি কোন অংশেই হীন নয়; বরং ইহাতে paper pulp প্রস্তুত করিবার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

আজকাল বোধ হয় সকলেই জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয়ান ফার্ম্ম সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঁশের জঙ্গল ইজারা লইয়াছেন। সেই বাঁশের শতকরা ৪১ ভাগ paper pulp আছে। সাবুই ঘাস বিহার ও আসাম অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে স্বতঃই জন্মে। তাহাতে কাগজের উপাদান শতকরা ৩৮ ভাগ থাকে। নলখাগড়ায় থাকে শতকরা ৩৭ ভাগ, এবং পেষ্টবোর্ড তৈয়ার করিবার জন্য খড় হইতে শতকরা ৩৩ অংশ paper pulp পাওয়া যায়। কিন্তু পাঁকাটিতে paper pulp' এর পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। বলা বাহুল্য, এই সব কয়টি উপাদানের দিকেই ইউরোপীয়ানদের নজর পড়িয়াছে। বাঁশ ও সাবুই ঘাস আপাততঃ তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন, ক্রমে অন্যগুলিও গ্রহণ করিবেন। তখন আমরা কি দন্তবিকাশ পূর্ব্বক হাঁ করিয়া চাহিয়া কেবলই দেখিতে থাকিব? আর সাহেবদের কলে কুলিগিরি করিব ও আপিসে কলম পিষিব? আর আপশোষ করিয়া মরিব যে, আহা! বড্ড ভুল হইয়া গিয়াছে—আমাদেরও পাঁকাটি হইতে কাগজ তৈয়ার করিবার কল বসাইতে হইত! অথবা ইউরোপীয়ান বণিকদিগকে তিরস্কার করিব, যে উহারা আমাদের নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিতেছে?

'অন্নসমস্যা' 'অন্নসমস্যা' বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে বটে, কিন্তু উহা নিতান্ত বাজে কথা। কারণ, কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে অন্নসমস্যার প্রতিকারের জন্য লোকের একটা চেষ্টা দেখা যাইত। বস্তুতঃ অন্নের প্রাচুর্য্যেই আমাদের এতটা নিষ্ক্রিয়তার, নিশ্চেষ্টতার এবং জড়তার অন্যতম কারণ (?) যতদিন এদেশে অন্ন সুলভ থাকিবে, ততদিন কোনরূপ চেষ্টাই লোকে করিবে না। যতদিন লোকে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিবে, ততদিন তাহারা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। সেইজন্য আমি মনে করি, অন্নাভাব আমাদের পক্ষে দুঃখের কারণ না হইয়া বরং 'শাপে বর' হইবে। যেহেতু প্রকৃত অন্নাভাব ঘটিলেই, আমাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিবে। আমরা জাগ্রত হইব, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব; আমাদের উদ্যম আসিবে, কর্ম্মে প্রচেষ্টা জন্মিবে। অতএব এস দুঃখ, এস দারিদ্র্য তোমরা 'ওয়েল্‌কাম'। আমি তোমাদের সাদরে আহ্বান করিতেছি। তোমরা আসিয়া অন্ধের চক্ষু ফুটাইয়া দাও, আমাদের slave-mentality ঘুচাও, আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাইয়া আমাদিগকে যথার্থ মানুষরূপে গড়িয়া তোল, আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর, পৃথিবীর দরবারে যাহাতে আমরা দশের মাঝে তাহাদের একজন, তাহাদেরই সমপদস্থ হইয়া বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা কর। মানুষকে মানুষরূপে গড়িতে তোমাদের তুল্য বিশ্বশিল্পী আর কেহ নাই। তাই আমি আবার তোমাদের সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি—স্বাগতম্! welcome !!

সচিত্র শিশির

---

## দেশের কথা

গত ১৯২১ সালে সমগ্র ভারতের লোক গণনা হইয়াছিল বোধ হয় কেহ তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। প্রতি দশ বৎসর পরেই লোক গণনা হইয়া থাকে। ১৯১১ সালে যে লোকগণনা হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় এবারে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা মোট ৩১ কোটী ৫০ লক্ষ জন।

বৃদ্ধির হার।

১৮৮১ খৃঃ অব্দের লোক গণনার পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ বৎসরে শতকরা ২৩ জন লোক বাড়িয়াছিল ১৮৯১ অব্দে শতকরা ১০ জন, ১৯০১ অব্দে শতকরা ২॥ জন, ১৯১১ সালের সেনসাসে শতকরা ৭ জন, তাহার পর দশ

বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২১ সালের লোক-গণনায় শতকরা ১ জন মাত্র বাড়িয়াছে।০

১৮৮১ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৯৯৮-৯৯ এই দুই বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রায় ২ কোটী ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এই হেতু ঐ দশ বৎসরের লোকগণনার ফলে এত অধিক তারতম্য ১৯১১ ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ও এক বৎসর ১৯১৮ সালে একা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় দেড় কোটী লোকে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহার পর অন্যান্য মামুলী রোগের মৃত্যু সংখ্যাও প্রত্যেক বৎসরে কম নহে। প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ার মরসুমে লক্ষ লক্ষ লোক বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তাহার পর কলেরা বসন্ত, কালাজ্বর, দৈবদুর্ঘটনা, সর্প ও হিংস্র জন্তুর কবলেও বহু লোক প্রতি বৎসর যমালয়ে চলিয়া যায়। ভারতবাসী দ্রুত মৃত্যুর অভিমুখে ধাবমান।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হাজার করা ১ জন লোকেরও জ্ঞান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, দেশের লোক বিলাসিতায়, অনাচার অত্যাচারে মজগুল, স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই। অপব্যয় করিয়া, মামলা মোকর্দ্দমায় জেরবার—দুটী শাক অন্নের সংস্থান অনেক লোকেই করিতে পারে না। এই অর্দ্ধ ভুক্ত বুভুক্ষু জাতি তাই এত শীঘ্র রোগের আক্রমণে আক্রান্ত হয় এবং দ্রুত শমন সদনে নীত হইয়া থাকে। কিন্তু তবু দেশের চৈতন্য নাই। দুর্ভিক্ষের সমস্যা সমাধান হইবার নয়, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান নাই, শুদ্ধ কৃষির উপর—চাকুরীর উপর লোকে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অজন্মা জলাভাব হইলেই দেশের কৃষি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, কাজেই দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

এ দেশের রক্ষার আর উপায় আছে কি? ঐরূপ ভাবে কিছুকাল চলিলে শ্মশানে পরিণত হইবে।

লোক সকল দুর্ব্বল, খর্ব্বাকৃতি অলস নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছে, অনশনই ইহার মুখ্য কারণ তাহার সংশয় নাই। কিন্তু এত বড় সত্য সম্মুখে দেখিয়াও দেশ উদাসীন! কেমন করিয়া বাঁচিতে হয়, কেমন করিয়া থাকিতে হয়, তাহা এই দেশের বহু লোক মোটেই জানে না। এই তোমার দেশ—এই তোমার দেশের উন্মুক্ত বিভৎস দৃশ্য! বিরলে বসিয়া একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে কি?—কেন তোমার সোণার দেশ এমন শ্মশান হইতে চলিয়াছে? শুদ্ধ তোমার অজ্ঞতা এবং উপেক্ষায় মাত্র। বহু কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছ। লোক বৃদ্ধির অন্তরায় যে দারিদ্র, তাহার কি আর সংশয় আছে। কিন্তু মৃত্যুকালে যেমন বিপরীত বুদ্ধি হইয়া থাকে, দেশের লোকের তাহাই হইয়াছে। পেটে খাইতে পাও না, সন্তান যথাযোগ্য যত্নের অভাবে মৃতপ্রায়, মূর্খ, তবু থিয়েটার বায়স্কোপ, ইত্যাদি ইত্যাদিতে তোমার নিত্যই অপব্যয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিত্য উড়াইয়া স্বাস্থ্য এবং অর্থ নষ্ট করিয়া দারিদ্রকে বরণ করিয়া আন—এদেশ নিজেদেরই নয় কি? কিন্তু আমরা এই বাঁচা মরার বিষয়ে যেন একেবারেই উদাসীন। তাহার ফলে দেশের সুখ শান্তি অন্তর্হিত —ভারতের জন সংখ্যায় হ্রস্বতা।

S. P. C.

---

# Health and Hygine.

## স্বাস্থ্য এবং তাহা রক্ষার উপায়।

স্বাস্থ্য ভাল না রাখ্‌তে পারলে কাজের লোক হতেও পারা যায় না, আর সুখীও হওয়া যায় না। সকল সভ্য দেশের লোকেই এই স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে আগে স্বাস্থ্য ভাল রাখবারই চেষ্টা করে। বাঙ্গালী এমন কি সমগ্র ভারতের নরনারী এই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেমন উদাসীন, এমন আর কোন দেশের লোকই নয় বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই স্বাস্থ্যের উপরই ইহজগতের এমন কি পরজগতের সমস্ত সুখ শান্তিই নির্ভর করে। স্বাস্থ্য কিসে নষ্ট হয়, তা জান্‌তে পারলে বা জান্‌তে চেষ্টা কল্লে স্বাস্থ্যরক্ষা করা সহজ হয়ে ওঠে। আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান নাই বল্‌লেও চলে, তবু আজ কাল শিক্ষিত নর-নারীর এদিকে যেন একটু দৃষ্টি পড়্‌চে বোধ হয়। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, অসংখ্য দিকে। সাত্বিক যুগে এত যে ছুৎপবিত ছিল, সে কেবল ঐ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতাব অনু-করণে অনেক কাজই আজ করে যাচ্চি, আর আমাদের সে কালের ঋষি নির্দ্দিষ্ট পন্থা উপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তে আচার ভ্রষ্ট হয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করে আস্‌চি। এই সকল উপেক্ষার মাত্রা এতদূরই বেড়ে উঠেছে যে, সমগ্র জাতিটা দেশটা দ্রুত মরণের দিকে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। বেশী কথা বল্‌বার স্থান নাই? একটা বড় আবশ্যকীয় বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ

করবার জন্য "সংহতি"তে ডাক্তার রমেশ চন্দ্র রায় মহাশয় "কাগজের ঠোঙ্গা" শীর্ষক একটী মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন, নিম্নে তা উদ্ধৃত করে দিলাম, তাহাতে পাঠকপাঠিকা দেখ্‌বেন যে আমাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সেকালের নিষেধ বিধি উপেক্ষা করে আমরা কেমন করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে থাকি। কা: স:।

## কাগজের ঠোঙ্গায় খাবার বিক্রয়।

লেখক—ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায়।

মুদি ফিরিওয়ালা চানাচুরওয়ালা এবং সরকারী বাজারের ফল বিক্রেতারা তাহা দিগের বিক্রয়ের জিনিসগুলি হয় শালপাতার ঠোঙ্গায় নতুবা কাগজের ঠোঙ্গায় বিক্রয় করে। কচি ছেলেদের খেলনার বাঁশির মুখগুলি কাগজ দিয়া ঢাকা থাকে। শাল-পাতা থাকে বনে জঙ্গলে। সেখানে লোকের পশু পক্ষীর যাতায়াত তেমন নাই, কাজেই যদিও দুচার খানি শালপাতায় পশু পক্ষীর বিষ্ঠা লাগিয়া থাকিতে পারে, অধিকাংশ শালপাতায় ধুলা ছাড়া আর কিছু না লাগিবারই কথা। আর সে ধুলা—খোলা জায়গার ধুলা; তাহাতে মানুষ পশু পক্ষীর বিষ্ঠা থুথু গয়ের পুঁজ কিছুই থাকে না। কাজেই সে ধুলা তত মারাত্মক নহে। কিন্তু সেই বনের শালপাতাকে রেল বা জলপথে আমদানী করিতে হয়। শালপাতা দোকান ঘরের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে। শালপাতা ফাটিয়া যায় প্রভৃতি নানা কারণে কতকটা অসুবিধার জিনিস, অথচ আজ-কাল কাগজ অত্যন্ত সুলভ। কাগজের ঠোঙ্গা তৈয়ার করিয়া গরীব মুসলমানের অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েরা পয়সা রোজকার করিতে পারেন। কাগজের ঠোঙ্গা অল্প যায়গা জুড়িয়া থাকে। কাগজে মুড়িয়া বিষ্ঠা লইয়া যাওয়া যায়, কেননা সেটা বিলাতি সভ্যতার অনুবর্ত্তী, কিন্তু শাল পাতায় মুড়িয়া সোণাও লইয়া যাওয়া ছোটলোক বা অসভ্য গরীব লোকের কাজ! সেই সকল কারণে, শালপাতা এক রকম উঠিয়াই যাইতেছে। তাহার স্থানে কাগজের ঠোঙ্গার বাহুল্যই দেখা যাইতেছে।

এই ঠোঙ্গার কাগজ কোথা হইতে আসে, কাহারা প্রস্তুত করে—প্রভৃতি জানিবার বিষয়। সওদাগরী বা আফিসের ও আদালতের পুরাতন কাগজ পত্র গৃহস্থের পড়া পুরাতন কাগজ, স্কুল কালেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কাগজ, রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া কাগজ এ সমস্তই কলিকাতা ও অন্যান্য সহরের দপ্তরী পাড়ায় বা অপরাপর আড্ডায় জমা হয়। যে সব ঘরে কাগজগুলি জমা থাকে, প্রায়ই সে সব ঘর কাঁচা, অন্ধকার এবং নোংরা ঘর। সেই কাগজ লোকে মাড়াইয়াও চলে, তাহার উপর শয়ন করে, তাহার উপর কাশিয়া থুতু গয়েরও ফেলে, সুস্থ অসুস্থ সকল রকম লোকের হাতে ঘাটাঘাটী হইয়া, গায়ের ঘাম, থুতু গয়ের, কচিছেলেমেয়েদের বিষ্ঠাদি লিপ্ত হইয়া, ইন্দুর আরসুলা মাকরসা টিক্‌টিকি বিছা সাপ প্রভৃতির ময়লা লিপ্ত হইয়া ড্রেনের পাঁক, কানচুলকানর ময়লা, মুরগী হাঁস, পায়রা প্রভৃতির মলদুষ্ট হইয়া এই সকল কাগজ ঠোঙ্গা প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আবার সেই কাগজের ঠোঙ্গা খুলিবার সময় দোকানীরা ফুঁদিয়া খোলে আর ব্যস্ত থাকিলে উড়িয়ারা পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া শালপাতা ছেড়ে।

তাহার পর যাঁহারা এই কাগজের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করেন, তাঁহারা অধিকাংশই গরীব গৃহস্থের মেয়ে। আর গরীবের ঘরেই প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড্ যক্ষ্মা কাশ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের ছড়াছড়ি। হয় তো বা জ্বর গায়ে কাশিতে কাশিতে অথবা নাকের শিকনী মুছিতে মুছিতে, গরীবের বৌ ঝী ঠোঙ্গা প্রস্তুত করে। কচি ছেলেদের মলদ্বার কাগজেই মোছা হয়, আবার সেই সেই কাগজও পুরাতন কাগজের গাদায় জমা হয় এবং তাহা হইতেই কাগজের ঠোঙ্গা তৈয়ারী হয়।

কাগজে নূতন এবং পুরাতন জুতা মোড়া হয়, পায়ের কাদা, প্লেগে মৃত ইন্দুরও কাগজে মুড়িয়া উঠাইয়া ফেলা হয়, আবার বসন্ত রোগীর ঘায়ের মামড়ীও কাগজে জড় করা হয়। দাড়ী কামাইয়া লোকে কাগজে মুছে এবং ঘা যুক্ত মাথায় চুল কাটিয়া কাগজে জড় করে ও রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, সে কাগজ, যাহারা ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া বেড়ায়, তাহারা কুড়াইয়া জমা করিয়া দপ্তরী পাড়ায় বেচিয়া আসে, কাজেই কাগজে লাগে না, এমন ময়লাই নাই। লোকে পুরাতন কাগজ বিক্রয় করিবার সময় টুক্‌রা—ময়লা কিছুই বাদ দেয় না—সমস্তই বিক্রয় করে। পুরাতন কাগজ বিক্রেতাওয়ালাও দাগী—ময়লা কোন কাগজ বাদ দেয় না। তাহার উপরে রাস্তায় যে সব টুক্‌রা কাগজ পড়িয়া থাকে, এক শ্রেণীর লোক তাহাও সংগ্রহ করে।

আর সেই সকল কাগজ ময়লা ঘরে বন্ধ থাকিয়া সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ময়লা

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

লোকদের দ্বারা ঠোঙ্গায় পরিবর্ত্তিত হয়, আর আমরা সেই ঠোঙ্গায় অবিচারিত চিত্তে খাবার, ঠাকুরদের জিনিস পর্য্যন্ত লইয়া আসি। আর সেই শ্রেণীর কাগজে রং করিয়া ছেলেদের খেলার বাঁসী প্রভৃতির গায়ে জড়ান হয়। যে দেশের "অন্নের" সংকীর্ণতত্ব স্বপাক ভোজনের বিধি—এতই কড়াকড় ভাবে ছিল, সেখানকার ব্যবহার শ্রীক্ষেত্রেরও উপর উঠিয়াছে, আর আজ তাই ব্যারাম, অকাল মৃত্যু—জরা ঘরে ঘরে !!!

অসম্ভব হইলেও এই প্রসঙ্গে আরও দু'একটী সমান মারাত্মক জিনিসের উল্লেখ করিয়া রাখি—যদি কাহারও চক্ষু ফোটে ;—

(১) বিড়ির দোকানের শালপাতা গুলি সরকারী ময়লা জলের কলের গর্ত্তে ভিজাইয়া রাখা হয়, আর সেই জলে কুষ্ট রোগী, ঘা ধোয়, গরীবের ছেলেরা জলশৌচ করে।

(২) চায়ের দোকানে এক বাল্তি ময়লা জলে সারাদিন ধরিয়া চায়ের বাটী ডুবাইয়া ধোয়া হয়।

(৩) বরফের জন্য করাত গুঁড়া রাস্তায় শুকাইতে দেওয়া হয়, কত লোক সেই গুঁড়া মাড়াইয়া যায়, কতলোকে তাহার উপর থুতু গয়ের ফেলিয়া চলিয়া যায় (বিড়াল কুকুরের স্বভাব কোন স্থানে এইরূপ কাঠের গুঁড়া আবর্জ্জনা দেখিলেই তাহার উপর মলত্যাগ বা প্রস্রাব করিয়া চলিয়া যায়)।

(৪) হেয়ার কাটারের বাড়ীতে যে "পাউডারের পাফ্" চিরুণী, ব্রুস্, তোয়ালে, লুফা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তাহাতে সহস্র সহস্র বৎসরের কত জাতীয় লোকের ঘাম, ময়লা জমাট বাদ্ধিয়া থাকে, তাহা অনেকে দেখিয়াও অন্ধ।

(৫) ময়রার দোকানে খোস্, দাদ্ প্রভৃতি চুলকাইতে চুলকাইতে খাবার তৈয়ারী করা, ঘাম টস টস্ পড়িতেছে, এমন গায়ে খাবার তৈয়ারী করা, ডাষ্টবিন্ ও রাস্তা ঝাঁট দেওয়া, ধুলা খাবারের উপর পড়া, এ সকল দেখিবার জিনিস।

(৫) চাকরেরা নিজেদের মুখের কসের পান বা থুথু মুছিয়া সেই হাতেই খাবার লইয়া তাহাদের কুৎসিৎ রোগ ও ময়লা কাপড়ে ঢাকিয়া খাবার আনে, আর আমরা তাহাই খাই !!!

ডাঃ রমেশচন্দ্র রায়

ডাক্তার বাবু উপরে যে যে তথ্য গুলি দেখিয়েছেন, সেগুলি সমস্তই সত্য—আর লোকে প্রতি মুহূর্ত্তে স্বচক্ষে তাই দেখেও বেশ উদাসীন ভাবেই চলে যাচ্ছে। অকাল মৃত্যু এমন দেশে হবে না তো হবে কোথা? বিলাতি সাহেবী দোকানে যে সকল কাগজের ঠোঙ্গা ব্যবহার হয়, তা নূতন কাগজে প্রস্তুত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঙ্গালী দোকানে তার অনুকরণে ময়লা কাগজে ঠোঙ্গার প্রচলন। মিউনিসিপালিটী কি ঘুমিয়ে থাকেন—এদিকে নজর পড়ে না?

কাঃ সঃ

---

# Home Industries

# গার্হস্থ্য-শিল্প-শিক্ষা।

## লটকান ফলের রং।

লট্কান একপ্রকার গাছ, বাঙ্গলার নানাস্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। এই লট্কাণের ফলের গায়ে কাঁটা আছে, ভিতরে লাল বীজ থাকে। তাহা হইতেই কাপড়ে গামছায় জরদা রং করা হয় এবং ইহা পাকা রং।

লটকানের বীজ গুলিকে একটা পাত্রে ছাড়াইয়া জড় করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সাজি মাটীর জল দিলেই বর্ণটা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে রেশম বা সূত্র বস্ত্র ভিজাইয়া তাহাতে খানিকটা ফট্কিরির জল বা লেবুর রস দিলেই লালাভ হলদে বা যাহাকে আমরা জরদা রং বলি, তাহাই হয়। বাঙ্গলা দেশে কেবল বীজ ভিজান জলে বা লটকান সিদ্ধ করা জলে কাপড় ভিজাইয়া রং করা হয়, ইহাতে রং পাকা হয় না। কোন কোন স্থলে ১ ভাগ বীজ ২৪ ভাগ জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া নরম হইলে তাহাকে সিদ্ধ করা হয়। তখন একভাগ জল মরিয়া যায়, তখন চুলা হইতে নামাইয়া তাহাতে ফট্কিরি চূর্ণ, ও কিঞ্চিৎ নারকেলের জল মিশাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে রেশম ও বস্ত্রাদি ভিজাইয়া একদিন রাখিয়া তাহার পর নিংড়াইয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। কখন প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিতে নাই রং জলিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

জরদা রংএর উপকরণ, পলাস, লট্কান্

সাজী মাটী ও ফট্‌কিরি। পলাস ফুলের কাথ হইতেও বেশ হল্‌দে রং পাওয়া যায়। কিন্তু এই রং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। লটকানের রংএ ফট্‌কিরি এবং লেবুর রস দিলে সে রং দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং পাকা রং হয়। দারু হরিদ্রা হইতেও হল্‌দে রং হয়। কিন্তু লট্‌কানের ছাল বা বীজ সিদ্ধ করা জলে প্রথমে কাপড় ভিজাইয়া লইয়া তাহার পর দারু হরিদ্রার জলে কাপড় ডুবাইয়া লইলে সে রং দীর্ঘ স্থায়ী এবং পাকা হইয়া থাকে।

## গামছায় চাঁপা ফুলের রং।

গামছাতে চাঁপাফুলের রং করা অতি সহজ। খানিকটা হিরাকস্‌কে জলে গুলিয়া তাহাতে জল সিক্ত বস্ত্র বা গামছাকে উত্তমরূপে নিংড়াইয়া ডুবাইয়া লইয়া তাহার পর চুনের জলে ডুবাইয়া লইলেই ঠিক চাঁপা ফুলের ন্যায় রং হইয়া যায়।

---

## থান কাপড়ে পাকা পাড় প্রস্তুত প্রণালী।

যেরূপ পাড়ের নক্মা বাঞ্ছনীয়, যেরূপ পাড় যাহারা এন্‌গ্রেভার বা ষ্টেন্‌সিল প্লেট প্রস্তুত করে, তাহাদের দ্বারা টীন বা দস্তার সীটে বা চাদরে নক্মা কাটাইয়া লইতে হয়। তাহার পর একখানি চৌকী বা বেঞ্চে কাপড় দিয়া বেশ টাইট্‌ করিয়া প্যাড্‌ বা গদীর মত করিয়া লইতে হয়, ইহারই উপর কাপড়ের ছাপা কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

মগাই খয়ের বাজারে মসলাওয়ালাদের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা খানিকটা জলে ভিজাইয়া গলাইয়া লইয়া একটা পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে। এই যে খয়েরের জল, ইহা খুব পাত্‌লাও না হয়, আবার খুব গাঢ়ও না হয়। এই জলে একটা কাপড়ের ক্ষুদ্র পুট্‌লী করিয়া ভিজাইয়া রাখ।

টীন বা দস্তায় যে নক্মা কাটান হইয়াছে, তাহা মার্কা দেওয়া টীনের মত কাটা হইয়াছে। এই পুটলী দ্বারা খয়েরের রং তুলিয়া ঐ দস্তার প্লেটের উপর ঘসিলেই পাড়ের নক্মা কাপড়ে পড়িবে ইহা বেশই বুঝিতে পারিতেছ, এই জন্য ঐ কাপড়ের ছোট পুটলিটুকু। এখন অন্য একটী ইনামেল প্লেট বা ডিসে খানিকটা বাই কার্ব্বনেট পটাসের ( Bi-Corbonate of Potash ) গুলিয়া সলুইশন করিয়া রাখিয়া দাও। এখন পাড় ছাপিবার কথা।

যে বেঞ্চে বা কাঠের তক্তার উপর বেশ সোজা ও টাইট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে কাপড়ের পাড় ছাপা হইবে তাহার পাড় আঁটিয়া ধরিয়া তাহার উপর নক্মার টীন বা দস্তার প্লেট বসাইয়া খয়েরের জলে ভিজান পুট্‌লী দ্বারা ঘসিয়া খয়েরের রং লাগাইয়া যাও—পাড়ে ছাপ্‌ পড়িবে। এইরূপে সমস্ত কাপড় খানিকে রৌদ্রে শুখাইয়া লও, তাহার পর শুস্ক কাপড় খানিকে বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া পূর্ব্বকথিত বাই কার্ব্বনেট অফ্‌ পটাসের যে দ্রব প্রস্তুত করা আছে, সেই দ্রবে কেবল ছাপা পাড়ের অংশটুকু ডুবাইয়া ( গোটা কাপড় খানা নহে ) তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া পরিষ্কার জলে বারম্বার ধৌত করিয়া লও, কাজ শেষ হইয়া গেল। কাপড় খানি শুষ্ক করিয়া লইলেই হইল। বাই কার্ব্বনেট্‌ অফ্‌ পটাশের জল যত ঘন হইবে ( তা বলিয়া এঁটেল কাদার মত নয় ) পাড় তত উৎকৃষ্ট হইবে।

কাপড়ে মাড় থাকিলে তাহাকে বারম্বার কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া তবে ছাপিবার উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়।

এই কাজ করিয়া কত হিন্দুস্থানী অন্ন সংস্থান করিতেছে, কিন্তু বেকার বাঙ্গালী যুবক কেবল ১০৷১২ টাকার চাকুরীর ধান্দায় ঘুরিয়া মরে। দেশের কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে!

---

# হোমিওপ্যাথিক মতে গবাদি পশু চিকিৎসা।

## গরুর শূল বেদনা বা পেট ব্যথা।

গরুদের পেট কামড়াইয়া শূল বেদনা হইলে ইহারা যন্ত্রণায় মাটীতে পড়িয়া পা ছুড়িতে থাকে, ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, দাঁড়াইলেও ক্রমাগত পিছু হটিয়া আবার পড়িয়া যায়, অব্যক্ত আর্ত্তনাদও করে। ইহা শূল বেদনার লক্ষণ।

১৩৩১, সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে আমার একটী ৪।৫ মাসের বাছুরের এইরূপ লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। মাঠ হইতে চরিয়া আসিয়া অকস্মাৎ বাছুরটী পড়িয়া পা ছুড়িতে লাগিল, কখন কখন পা গুলি গুটাইয়া পেটের উপর আনিতে লাগিল, চক্ষুস্থির। অব্যক্ত গোঁগানী। যদি দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল, বাছুর পশ্চাৎ দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে পড়িয়া গেল। সর্পাঘাৎ হইয়াছে কি, কি অসুখ হইয়াছে স্থির করিতে অনেক লোক নানা

প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। সর্পাঘাত হইলে মুখে লাল ও ফেনা উঠিত, গাত্রের লোম টানিলে উঠিয়া যাইত, পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে সে সকল কিছু লক্ষণ নাই। অন্য সান্নিপাতিক লক্ষণ কিছু ছিল না, গায়ে হাত দিলে গা চাঁলিতে ছিল, কর্ণ দুটী শীতল, মুখ মধ্যে উত্তাপ ছিল না।

আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া শূল বেদনা বা Colic অনুমান করিয়া কলোসিন্থের ষষ্ঠ শক্তির ৪টী অনুবটিকা বাছুরের মুখ মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। ২০ মিনিট পরে বাছুরটীর পা ছোড়া বন্ধ হইল। কিন্তু শীত করিলে যেমন কাঁপিতে থাকে, বাছুর কিয়ৎক্ষণ সেইরূপ কাঁপিয়া ছিল—একখানি কম্বল চাপা দিয়া দেওয়ার পর সে কম্প ভাবটা থামিয়া গেল। পরে সে আপনার ইচ্ছায় উঠিয়া তাহার মায়ের নিকট যাইয়া দুগ্ধ পান করিয়া খড় কুটা খাইতে লাগিল, আর কোন অসুস্থতা তাহার পর লক্ষ্য হয় নাই।

---

পা গুটাইয়া এই প্রকার উদর বেদনা বা শূল বেদনায় আমরা মানুষকে কলোসিন্থ দিয়া অবিলম্বে আরোগ্য করিতে সক্ষম হই। হোমিওপ্যাথিকে মনুষ্য চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, সেই সকল ঔষধেই পশু চিকিৎসা করিয়া দেখিতেছি, কোন পার্থক্য নাই।

আর একটী গরুর ঐরূপ শূল বেদনা হইয়াছিল। তাহার লক্ষণ ছিল—অকস্মাৎ বেদনার উদ্রেক, কিয়ৎক্ষণ পরেই সুস্থতা। ইহাকে বেলেডোনা ৬, একমাত্রা ৪টি অণুবটিকা দেওয়ায় অর্দ্ধঘণ্টা পরেই গরুটী সুস্থ হইয়াছিল। বেলেডোনায় বেদনা সহসা আসে, সহসা চলিয়া যায়। কলোসিন্থের বেদনার বিরাম থাকে না।

শ্রীসারাদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

---

## পতিতা বালিকা আশ্রম।

১৯২৩ সনের জুলাই মাসে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকাদিগকে অসৎ অভিপ্রায়ে রাখা নিষিদ্ধ করিয়া যে আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তদনুযায়ী কাজ করিতে গেলে ৯ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্কা প্রায় ১০০০, হইতে ২,০০০ বালিকাকে বেশ্যালয় হইতে উদ্ধার করিতে হয়; কিন্তু ইহাদিগকে অন্যত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিতে না করিতে পারিলে কর্তৃপক্ষ ইহাদিগকে সরাইয়া আনিতে পারেন না। সেই জন্য কলিকাতা ভিজিলান্স এসোসিয়েশন ইহাদের জন্য একটী উদ্ধার আশ্রম নির্ম্মাণার্থ জনসাধারণের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য এক লক্ষ টাকা লাগিবে। টাকাকড়ি সমস্ত সার ইওয়ার্টগ্রিভস্ ২নং সর্ট ষ্ট্রীট অথবা কলিকাতা ভিজিলান্স এসোসিয়েশন, ২৫নং চৌরঙ্গী কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

---



## গৌরীশঙ্কর অভিযান।

কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর আরোহণ চেষ্টার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। এই শৃঙ্গ আরোহনকালে মিঃ ম্যালোরি এবং মিঃ আরভিণ নামক দুই জন শ্বেতাঙ্গ যে বরফস্তূপে অনন্তের কোলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন,—তাহাও আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এবারের এই অভিযান দলের অগ্রণী হইতেছেন, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল নর্টন। ইনি সম্প্রতি এই অভিযান সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইনি বলিতেছেন, অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ম্যালরি এবং আরিভণ যে সর্ব্বোচ্চ গৌরীশঙ্কর শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না,—বলিবার কোন উপায়ও নাই, কিন্তু এই অভিযান দলেরই মিঃ ওডেল বলিতেছেন,—তিনি দেখিয়াছিলেন, যেন দুইটী কৃষ্ণরেখা সর্ব্বোচ্চ শিখারাগ্র হইতে শৈল-সোপান বহিয়া অন্তিম শিখরের ক্রোড়স্থ শিবির অভিমুখে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাহার ধারণা, এই দুইটী কৃষ্ণরেখাই—ম্যালারি এবং আরভিণ! অইরূপ দেখা দিবার পরই ইহারা চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। যে স্থলে এই দুইটী কৃষ্ণরেখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সে স্থলের উচ্চতা ২৮ হাজার ২ শত ২৭ ফুট, সর্ব্বোচ্চ শিখরাগ্র হইতে আট শত ফুট-ন্যূন। অর্থাৎ আর আট শত ফুট উঠিতে পারিলেই গৌরীশঙ্কর শিখরের সর্ব্বোচ্চ

ভাগে উঠিতে পারা যাইত।

---

## মঙ্গল গ্রহের কথা।

সূর্য্যের অধীন ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের মধ্যে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। আগামী আগষ্ট মাসে মঙ্গল গ্রহ ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হইবে। জ্যোতিষীগণ বলিতেছেন, গত ১২০ বৎসরের মধ্যে মঙ্গল কখন পৃথিবীর এত নিকটবর্ত্তী হয় নাই। এই সুযোগে তাঁহারা নানারূপ পরীক্ষার আয়োজন করিয়াছেন। মঙ্গল গ্রহ মানব বা মানবের ন্যায় জীব দ্বারা অধ্যুসিত কিনা, তাহা জানিবার জন্য এবার বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। মঙ্গলে মানব থাকিলে তাহার বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ অপেক্ষা অধিক বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন, কারণ মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা বহু পুরাতন গ্রহ। আমরা একবার কোনরূপে মঙ্গলীদের সহিত আলাপ স্থাপন করিতে পারিলে তাহাদের উচ্চতর শিক্ষা ও আবিষ্কার বিষয়ে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারিব বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন হইতে আশা পোষণ করিতেছেন।

আল্পস্ পর্ব্বতের ১৪,০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত জানফ্রাউ শিখর হইতে উপরোক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। আগামী আগষ্ট মাসে পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে তিন কোটী ৫০ লক্ষ মাইল মাত্র। ইহার পূর্ব্ববারে ইহাদের সর্ব্বনিকট ব্যবধান হইয়াছিল ২৫ কোটী মাইল।

শক্তিশালী বৈদ্যুতিক রশ্মিদ্বারা মঙ্গল গ্রহে সঙ্কেত করা হইবে। পর্ব্বত শিখর তুষারস্তূপ সকল আলোক প্রতিফলন কার্য্যে সহায়তা করিবে। উচ্চতম শক্তি বিশিষ্ট উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ সাহায্যে সর্ব্বদাই মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করা হইবে যে ঐ আলোক-সঙ্কেত সেস্থানে পৌছিয়া কার্য্যকরী হইয়াছে কিনা। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর বার বার আলোক প্রতিফলিত করা হইবে। মঙ্গলের অধিবাসীগণ ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া কোনরূপ প্রত্যুত্তর করে কি না, তাহাও জানিবার চেষ্টা হইবে। অপরাপর যন্ত্রাদির সহিত কোটী কোটী মাইল দূরে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র সকল স্থাপিত হইবে।

অনেক বড় বড় পণ্ডিত বলেন, মঙ্গল প্রাণীদিগের দ্বারা অধ্যুসিত। কিন্তু তথায় মানবের বসতি আছে কি না, সে বিষয়ে কেহ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, মঙ্গলের প্রাণময় পদার্থ পশু অথবা উদ্ভিদ্ হইতে পারে।

মঙ্গলে মনুষ্য থাকিলে তাহারা পৃথিবীর মানব অপেক্ষা নিঃসন্দেহ বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত কিন্তু তাহারা পৃথিবীর সহিত আলাপ স্থাপনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না কেন? হয়ত তাহারাও পৃথিবীতে কোনরূপ সঙ্কেত প্রেরণ করিতেছে, কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের উন্নত বিজ্ঞান সম্মত সঙ্কেত বুঝিতে পারিতেছেন না। মঙ্গলের অধিবাসীদিগকে আমরা যতটা জ্ঞানী ভাবি, তাহারা হয়ত তাহা অপেক্ষা আরও অধিক জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন। তাহাদের বিজ্ঞান হয়ত আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা পুরাতন; তাহারা হয়ত তাহাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর মানব বসতি, নদ, নদী, হ্রদ, সাগর, জলযান, বাষ্পপোত প্রভৃতি সমস্তই দেখিতে পায়। আমাদের অপেক্ষায় তাহারা হয়ত পৃথিবীর অনেক খোঁজ খবর রাখে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলের গাত্রে একটী দীর্ঘ সরল রেখা দেখিয়া একজন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, মঙ্গলের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই উচ্চ বৈজ্ঞানিক। সরল রেখাটীকে তিনি একটী কৃত্রিম খাল বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সৌর মণ্ডলের কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে পৃথিবীর উপর রহস্য জনক এক তীব্র আলোক রশ্মি পতিত হইয়াছিল। জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে মঙ্গল অধিবাসীদিগের পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান পরীক্ষার অন্ততঃ আংশিক সাফল্যের আশা করিতেছেন।

---

## একটি অপরিচিত হিন্দুতীর্থ।

### শ্রীশ্রী৺গর্গেশ্বর দেব।

কলিকাতা হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ নামক একটী প্রশস্ত রাজপথ দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন। এই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ৮৫ মাইল দূরে একটী পবিত্র তীর্থস্থান আছে, দূরদেশ বাসী জন সাধারণ তাহা বোধ হয় অবগত নহেন, তাই সেই সম্বন্ধে আজ কিছু বলিব। উক্ত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পদব্রজে বা মটর গাড়ী সাহায্যে যাইলে ঠিক যেখানে

৮৫ মাইলের মাইল ষ্টোন এবং থানা পড়িয়াছে—সেই গ্রামটীর নাম গলসী-গ্রাম। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন ভদ্রপল্লী, এই গ্রামের মধ্যস্থলে একটী অনাদি—স্বয়ম্ভু, শিবলিঙ্গ আছে—দেবতা অতি প্রসিদ্ধ এবং ইঁহার মাহাত্ম্যও খুব। বহু লোক ইঁহার পূজার্চ্চনা করিয়া এবং ইঁহার স্থানে তারকেশ্বরের ন্যায় ধন্না দিয়া শূল, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং হইতেছে। গলসী এবং তৎপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এমন লোক অতি অল্প যাহাদের প্রত্যেকের হাতে গর্গেশ্বরের তাগা বান্ধা না আছে। শিশুগণ জন্মিবামাত্রই তাহাদের কল্যাণার্থে লোকে সোমবার করে, তাগা বান্ধে, এবং কোন পীড়া হইলে আরোগ্যও লাভ করিয়া থাকে।

গলসী প্রাচীন ভদ্রপল্লী এবং শিক্ষিত স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধও বটে, গ্রামে বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, থানা, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি লোকের সুবিধাজনক অনুষ্ঠান গুলি আছে। গ্রামের লোক সংখ্যা সাধারণ গ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশী, ব্রাহ্মণের বাসই অধিক। রেলপথে আসিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ড লাইনে ৮১ মাইল আসিলেই গলসী ( Galsi ) ষ্টেশন—ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে বান্ধা রাস্তায় থানার নিকট পূর্ব্ব মুখে দশ মিনিট মাত্র আসিলেই গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামে বহু ব্যবসায়ী খাবারের দোকান আছে—গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ অতিথি সৎকারেও যত্নশীল।

শ্রীশ্রী৺গর্গেশ্বর দেব অনাদি স্বয়ম্ভু অষ্ট কোন বিশিষ্ট এবং তারকেশ্বরের ন্যায় মস্তকে গহ্বর সমন্বিত, মন্দিরের গৃহের মেঝে হইতে প্রায় ২ ফুট উচ্চ, প্রায় ৩ ফুট পরিধি বিশিষ্ট পাষাণময়—লোকে পূজা করিতে যাইয়া গহ্বরে অর্ঘ্য প্রদান করে, অষ্ট কোণে অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। মন্দিরের মধ্যস্থলে এক বৃহৎ ঘণ্টা আছে, পূজার সময় তাহা লোকে সংলগ্ন রজ্জু ধরিয়া টানিয়া থাকে, আর সেই ঘণ্টাধ্বনি মন্দির অতি উচ্চে বলিয়া প্রায় ২ মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তারকেশ্বরের ন্যায় এখানেও লোকে ধন্না দিয়া থাকে, এবং প্রত্যাদেশ হইলেই হৃষ্ট চিত্তে চলিয়া যায় এবং আরোগ্য হইয়া সমারোহে পূজা দিয়া যায়।

এই গর্গেশ্বর দেব যে কাহার দ্বারা কখন আবিষ্কৃত, তাহা কেহই জ্ঞাত নহে, ঠাকুরের নাম দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন—এই স্থানে গর্গমুনি এই শিবলিঙ্গ আরাধনা করিয়া গর্গেশ্বর এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর বহুকাল পরে এক গোপ দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত হয়, এখানেও কিম্বদন্তি আছে—এক পয়স্বিনী গাভী গর্গেশ্বরের মস্তকে দুগ্ধ বর্ষণ করিত, সেই কারণে ঠাকুরের মস্তকে গহ্বর হইয়া গিয়াছে—লোকে এখনও পূজার সময়ে এই গহ্বরেই দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া থাকে। ইহা যে কাহারও দ্বারা স্থাপিত নহে, সে সম্বন্ধে শুনা যায়, এই গর্গেশ্বরের মূল কত দূর, তাহা দেখিবার জন্য প্রায় ৪০।৫০ হাত নিম্নে খনন করা হয়, কিন্তু ইহার মূল আবিষ্কার করিতে না পারায় সেই ভিত্তিতেই মন্দির গঠিত হইয়াছিল। শতবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিগণও বলেন যে তাঁহাদের পিতামহ প্রপিতামহদের নিকট শুনিয়াছেন, তাঁহারাও দেখিয়াছেন, এই প্রাচীন মন্দির কত কালই এইরূপেই অক্ষয় অমর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ মন্দিরের বা দেবতার বয়স বলিতে পারেন নাই। প্রায় ৩০।৪০ ফুট উচ্চে মন্দির, তাহার পর ১০।১২ ফুট নিম্নে প্রশস্ত চাতাল বা প্রাঙ্গন। তাহার পর ৩।৪ ফুট নামিলে লাট মন্দির। প্রায় চতুর্দ্দিকেই সোপানাবলির ন্যায় পাকাধাপ আছে—ধাপে ধাপে উঠিয়া গিয়া সর্ব্বোচ্চ মন্দিরে দেব দর্শন করিতে হয়। সর্ব্বোচ্চ মন্দিরে উঠিলে চতুষ্পার্শ্বে ২ ক্রোশ সুন্দর দেখা যায়, চাতালের ঈশাণ কোণে পাকশালা ও ভৈরবের স্থান। গর্গেশ্বরের নিত্য পূজা ভোগ আরতি হয়। অথিতি অভ্যাগত আসিলে প্রসাদ পায় এবং লাট মন্দিরে সুখে শয়ন করিয়া থাকে। জন পরম্পরায় শুনা যায়, যে স্থানে এই প্রাচীন মন্দির স্থাপিত—তাহা ঝাউ ও অন্যান্য বৃক্ষাবলীর ঘন সন্নিবিষ্ট বনভূমি ছিল। আমাদের আমলেও একটা অতি প্রাচীন ঝাউগাছ আমরা দেখিয়াছি। এখন চতুর্দ্দিকে লোকের বসতি হইয়াছে—গ্রাম ১০০ বৎসর পূর্ব্বে যে, সমৃদ্ধিশালী ভদ্রপল্লী ছিল, তাহারও বর্ত্তমান সময়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

অন্যান্য মহাদেবের ন্যায় ইঁহার গাজন চৈত্র মাসে হয় না—আষাঢ়ের শেষে আরম্ভ হইয়া শ্রাবণের ১২।১২ দিনে উঠিয়া যায়। পূর্ব্বে নাকি গাজনে মহা ধুমধাম হইত, এখন লোকের মতিগতি অন্যরূপ হওয়ায়, এবং সর্ব্বনাশিনী ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় সাধারণ আমোদ প্রমোদ অন্যান্য গ্রাম সকলের ন্যায় লুপ্তপ্রায়

হইয়া নাম মাত্র আছে তবে অনন্ত স্মরণাতীত কত যুগ যুগান্তর হইতে এই গাজনের অনুষ্ঠান আজও হইয়া আসিতেছে। বর্দ্ধমানাধিপতিগণের কোন মহারাজা গ্রাম্য দেবতা ধর্ম্মরাজ এবং গর্গেশ্বরের পূজা ভোগাদির জন্য কতকগুলি দেবোত্তর জমি দিয়া ছিলেন, তাহাদ্বারা দেব সেবা—অতিথি অভ্যাগতগণের সেবা চলিয়া আসিতেছে। গাজন উভয় দেবতায়ই এক সঙ্গে হইয়া থাকে, পূজা হোম হয়, ধর্ম্মরাজেরও হোম ও বলিদান হইয়া থাকে। বলিদানের সময় প্রথমে রাজার, তাহার পর তালুকদারের, গমস্তায় তাহারপর সভা পণ্ডিত প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশের বলিদান হইয়া পরে অন্যান্য লোকের বলিদানাদি হইয়া থাকে। উক্ত বংশের কল্যাণেশ্বর বাচস্পতি নামক এক মহাপণ্ডিত রাজবাটী হইতে বহু ব্রহ্মত্ব জমী বাড়ী ইত্যাদি লাভ করিয়া গ্রামের সভাপণ্ডিত হইয়া ছিলেন—তাঁহার বংশধরগণ আজও সেই সমস্ত স্বত্ব এবং অধিকার সম্মানের সহিত উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

গর্গেশ্বরের মন্দির এবং প্রাঙ্গণ অতি সুন্দর শান্তি-প্রদ স্থান, লোকে একবার এই স্থানে বসিলে যেন তাহার সকল সন্তাপ বিদূরিত হইয়া যায়। এখানকার যাহারা অধিবাসী, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য গলসীতে আসিয়াছে, তাহাদের উন্নতি বেশী—অনেকের বিশ্বাস তাঁহাদের প্রতি বাবার অনুগ্রহ বেশী। প্রতি বৎসর গাজনের সময় একটী মেলা বসে। গর্গেশ্বরের মন্দিরের নিম্নে সপ্তাহে দুইবার হাট হয়। যদি এখানকার লোক এই অনাদি স্বয়ম্ভূ দেবাদিদেব মহাদেবের বিষয় সাধারণে জ্ঞাপন করিবার উপায় জানিত এবং জানাইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এই স্থানও তারকেশ্বর ও কালীঘাটের ন্যায় একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানে পরিণত হইত—তাহার সংশয় নাই। গর্গেশ্বর মহিমান্বিত দেবতা—ভক্তের দেখিবার এবং পূজারাধনা করিবার স্থান তাহার আর সন্দেহ কি? এই দেবালয়ের মোহন্ত নাই, যাহার যেমন সাধ্য পূজা করে, পূজা দিয়া যায়—ব্রাহ্মণগণ পূজা সম্ভার আনিয়া নিজেরাই পূজা করিয়া যায়, অন্য জাতির জন্য নিত্য পূজার নিযুক্ত পুরোহিত আছেন, তাঁহার পূজা করিয়া দেন, কোন প্রার্থনা নাই, উৎপীড়ন নাই। ইনি সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্বজাতির দেবতা—এখানে পূজা আরাধনা করিয়া অনেকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

বর্দ্ধমানের এই অঞ্চলে নদী বা কোন বনভূমি নাই। সুতরাং অনাবৃষ্টির জন্য অনেক সময় কৃষিকার্য্য নষ্ট হইয়া যায়। যে বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, সেই বৎসর ব্রাহ্মণগণ পূজা হোমাদি করিয়া বাবার মাথায় জল ঢালিয়া তাঁহাকে ডুবাইবার চেষ্টা করে। সুদূর পুষ্করিণী হইতে সহস্র সহস্র কলস জল ব্রাহ্মণগণ বহন করিয়া আনিয়া থাকে, জল কোন দিকে বাহির হইয়া যাইবার উপায় থাকে না, তথাপি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত উচ্চ দেবতাকে সম্যক ডুবাইয়া উঠিতে পারে না। যাহা হউক এইরূপ ক্রিয়া যখনই করা হয়, তখনই প্রচুর বারিপাত হয়, ইহা দেখা গিয়াছে।

গর্গেশ্বরের উপর মুসলমানদেরও অভক্তি নাই। স্থানীয় তাজদ্দীমোল্লার পিতা বড় গরীব ছিল, খাজনার টাকা দিতে না পারায় সে গ্রাম হইতে একটী বলদ মাত্র সম্বল, তাহাই লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে ছিল, পথিমধ্যে গর্গেশ্বর দেব ৺ জগমোহন সিদ্ধান্ত নিত্য পূজার পুরোহিত বেশে যাইয়া বলেন যে গ্রাম হইতে পলাইও না—ফিরিয়া যাও, তোমার ঘরের কোলঙ্গায় পাঁচটী টাকা আছে, খাজনা দিও—আমার নাম গর্গেশ্বর। তাহার বংশধরগণ আজও জীবিত এবং তাহাদের পল্লীর সমস্ত মুসলমান অপেক্ষা ধনী, তাহাদের অতিথি সৎকার আছে। তাহারা প্রতি বৎসর গাজনের সময় গর্গেশ্বরকে সেলামী দিয়া থাকে। এরূপ ঘটনা বেশীদিনের কথা নহে। ভক্তগণ উৎকট ব্যাধিপীড়িতগণ যেন এ তীর্থ দেখিতে বিস্মৃত না হন।

"কাজের লোক" সম্পাদক।

---

## মিশ্রিপ্রশ্ন।

কর্ণে-তালা-লাগা :—আদা চর্ব্বণ করিয়া জলে ডুব দিলেই কাণের তালা তৎ-ক্ষণাৎ ছাড়িয়া যায়।

(ক) কর্ণ চাপিয়া আড়াইটা মরিচ চর্ব্বন করিয়া মুখ বন্ধ করতঃ কাণের চাপা ছাড়িয়া দিলে তালা লাগা নিবারিত হয়।

(খ) সরিষা তৈল গরম করিয়া কর্ণে দিলে কাণের তালা লাগা নিবারিত হয়।

---

## অর্শের রক্তপড়া বন্ধের উপায়।

গরমজলে ফট্‌কিরির গুড়া মিশাইয়া সেই জলে জলশৌচ করিলে রক্ত নিবারিত হইয়া যায়। সম্ভব বটে, কারণ ফট্‌কিরি সংকোচক।

১। বিছায় কামড়াইলে ছাগলনাদি ঘষিয়া দিলে, এবং আমরুল-শাক বাঁটিয়া দংশিত স্থানে চাপাইয়া দিলে ভাল হয়।

২। বিষফোড়া হইয়া জ্বালা যন্ত্রণা হইলে, তাহার চতুর্দ্দিকে কোরোশিন তৈল মালিস করিবে; অতি অল্প সময়ে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

---

## নামের গুণ।

অনেকেই বলেন যে, "নামে"র কিছুই প্রয়োজন নাই—কেবল গুণ থাকিলেই হইল। গুণ থাকা আবশ্যক বটে; সেই সঙ্গে নামেরও একটা খ্যাতি বিশেষ আবশ্যক।

বিশ্ববিখ্যাত দানবীর ধনী এণ্ড্রু কার্ণেগি বলিতেন—"এমন ভাবে চল—যাতে লোকে তোমায় বিশ্বাস করে। এই ভাবে নামটা বেশ করে খ্যাত করে নিও—দেখ্‌বে দশ বৎসরে তুমি লক্ষপতি হবে।"

পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম ধনী মিঃ মর্গান নামের জোরেই আজ এত ধনের অধীশ্বর। একবার তাঁহার কাছে ২০ লক্ষ ডলার জমা রাখিয়া এক ভদ্রলোক মারা যান। মিঃ মর্গান বহু অনুসন্ধানে সেই মৃতের বিধবার সন্ধান করিয়া গচ্ছিত অর্থ ফিরাইয়া দেন। গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করা সামান্য কথা—কিন্তু ইহাতে তাঁহার নামের যে খ্যাতি লাভ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ব্যবসায়ের অদ্ভুত উন্নতি হয়। এডুঃ গেঃ

---

## চোখে বিদ্যুৎ

আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে যে খাবার দ্রব্যে দৃষ্টি দিলে উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। আবার ছেলেপুলেদের শরীরের দিকে নজর দিলেও ছেলে রোগা হয়ে যায়। এ সব কথার ভিতরে যে সত্য নিহিত ছিল তা বোধ করি বিদেশীরা পুনরায় প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে চলেছে। আমেরিকায় একটা যন্ত্র হয়েছে যা'তে বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলিয়ে তা প্রমাণ করা যায়। ঐ যন্ত্রটার ভিতর একখানা চুম্বক আছে, আরও অন্যান্য কল কব্জাও আছে। চারিদিক্ ঢাকা শুধু লম্বা একটা ফাঁক আছে। এই ফাঁক দিয়ে তাকাতে হয়। চোখ দিয়ে যে ইলেকট্রিক প্রবাহ সদা সর্ব্বদা নির্গত হ'চ্ছে তা' ঐ চুম্বক খানার উপর ক্রিয়া ক'রে, ওর মুখ ঘুরিয়ে দেয়। শুধু এ নয়, ব্যক্তি বিশেষে চুম্বকখানা কতখানি ঘুরে যাবে তাও নির্ণয় করা চলে। নাম করা বদমায়েসের দৃষ্টিগত বিদ্যুত প্রবাহের (Current of Electric ions) পরিমাণ এবং খ্যাতিসম্পন্ন চরিত্রবান লোকের দৃষ্টিতে চুম্বকখানার যে অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, তা' চুম্বকের নীচে যে এক খানা দাগ দেওয়া চক্র আছে তা দেখে বোঝা যায়। এই যন্ত্রটার ক্রমোন্নতিতে আইন আদালতের বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

---

সংস্বভাব এবং সৎসাহস উভয়ই সম্মানের সোপান।

---

অপরের সম্মান নষ্ট করিও না; নিজের মানও ঠিক ঐরূপেই কাহার দ্বারা একদিন নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপই হইয়া থাকে।

---

**কাজের লোক অফিস।**

২নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতা ২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

## দেখুন !

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা আপনার আবশ্যক জানাইলে পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o. Manager,
"Businessman."

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৶০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৷৶০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

**EXPORT MERCHANTS**

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied ;

**STEAMSHIP LINES**

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

**DEALERS SEEKING AGENCIES**

can be printed at a cost of £1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane. London. E. C. 4
ENGLAND.
Business established in 1814.

## ছাপার কাজ।

সমস্ত প্রকার ছাপার কাজ অতি সুন্দর রূপে শীঘ্র এবং সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিয়া থাকি। কাজের কাপি পাঠাইলে দর দাম এষ্টিমেট দিয়া থাকি।

ম্যানেজার
"কাজের লোক।"

---

## গ্রাহকগণের জন্য

# অভিনব সুযোগ।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪, সালের "কাজের লোক" সেট্ গরমিল হওয়ার জন্য মাত্র ছাপার দরে বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যেক ভলিউমের মূল্য ৩৲, এই বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্রেই অর্ডার করিলে প্রত্যেক ভলিউম ৷৷৹ বারো আনা হিসাবে পাইবেন। ভিপি স্বতন্ত্র। এই কয় ভলিউমই কৃষি, নানাপ্রকার গৃহশিল্প প্রস্তুতপ্রণালী, ব্যবসায়ের বিবিধ কূটনীতি, ফন্দিসন্দিতে এবং চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আজই আসিয়া লইয়া যাউন, বা ডাকে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার,

"কাজের লোক।"

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার কলিকাতা।